প্রকাশনার ১২ বছর
সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রিয় পত্রিকা
MCI (P) 146/03/2017
১২ বর্ষ | ২য় সংখ্যা | মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪
ফেব্রুয়ারি ২০১৮ | Year 12 | February 2018
মূল্য : সিঙ্গাপুর ১ ডলার | মালয়েশিয়া ২ রিংগিত
বাংলাদেশ ২০ টাকা | অন্য দেশ ইউএস ১ ডলার

সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিবাসীদের বাংলা কাগজ
বাংলার কণ্ঠ
Banglar Kantha
www.banglarkantha.net VOICE OF BENGAL banglarkantha.blogspot.com
MICA (P) 105/03/2015

PRAN
Spice Powder
better taste better health

আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে তৃতীয়বারের মতো শক্তিশালী অবস্থানে সিঙ্গাপুরিয় ডলার

বাংলার কণ্ঠ প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে মার্কিন ডলারের বিপরীতে সিঙ্গাপুরিয় ডলার ক্রমশ: শক্তিশালী হয়ে উঠছে। গত ২৫ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডে দাভোস সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্টিভেন মুনচিন একথা জানান। এদিন মার্কিন ডলারের বিপরীত সিঙ্গাপুরিয় ডলারের বিনিময় হার ছিল ১.৩০৮৩। গত আড়াই বছরের মধ্যে মার্কিন ডলারের বিপরীতে সিঙ্গাপুরিয় ডলার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছায় অন্যদিকে গত কয়েক মাস ধরেই মার্কিন ডলারের অবমূল্যায়ন অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫ সালে মে মাসেও সিঙ্গাপুর ডলারের বিনিময় হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল, সেসময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে সিং ডলারের বিনিময় হার ছিল ১.৩৩০১। এছাড়া ২০১৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর সিং ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ১.৩০৫০। মার্কিন ডলারের বিপরীতে সিং ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং নিজেদের মুদ্রার অবমূল্যায়নকে স্বাগত জানিয়ে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মুনচিন বলেন, স্বভাবতই দুর্বল ডলার আমাদের জন্য ভালো কারণ এটা বাণিজ্য ও সুযোগ সুবিধার সাথে সম্পর্কিত। কমার্স সেক্রেটারি উইলবার রস অবশ্য CNBC কে বলেন, আমার সহকর্মী দুর্বল ডলারের পক্ষে ওকালতিই শুধু করছেন না, তিনি লড়াকু মনোভাব দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন। মুনচিন এর বক্তব্যকে সমর্থন করে হোয়াইট হাউস এর মুখপাত্র সারাহ স্যান্ডারস বলেন, আমরা মুক্ত ভাসমান মুদ্রায় বিশ্বাস করি, আমাদের প্রেসিডেন্টও তাই বিশ্বাস করেন। আমাদের ডলার খুব স্থিতিশীল, বৃহদাকারে মার্কিন অর্থনীতি এখন কতটা ভালো করছে এটি দেখার বিষয়। Mizuho এর FX strategist সিরেন হারজিল বলেন, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এবারই প্রথম দীর্ঘ সময় ধরে ট্রেজারি সেক্রেটারি মার্কিন শক্তিশালী ডলারের বিপরীতে কথা বললেন।

সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক গতিশীলতা আগামী বছরও অব্যাহত রাখতে সেন্ট্রাল ব্যাংক তাদের নীতিকে আরো শক্তিশালী করবেন বলে আশা করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তারা আশা করছেন, সুদের হার নির্ধারণ করা ছাড়াও Monetary Authority of Singapore (MAS) এক্সচেঞ্জ রেট নিয়েও কাজ করবে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসেও এ সংক্রান্ত কিছু এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

জাতিসংঘে বিশেষ এক মর্যাদার আসনে বাংলাদেশ

ঢাকা ব্যুরো অফিস

জাতিসংঘে বিশেষ এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হচ্ছে কীভাবে, সেটি এখন অনেকের কাছেই বিস্ময়ের ব্যাপার। আর এ কৃতিত্ব জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের। সমন্বয় করেছে ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে গত বছরের কর্মকাণ্ডের আলোকে মিডিয়ার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন প্রবাসের গণমাধ্যমগুলোর সহযোগিতার কথাও স্মরণ করেন। নতুন বছরেও বাংলাদেশের ইমেজ আরও উর্ধ্বে ওঠাতে সকলের সহায়তা প্রত্যাশা এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'১৮ উপলক্ষ্যে বাংলার কণ্ঠ'র আয়োজন

প্রবাসী ভাই ও বোনেরা,
বছর ঘুরে আবারও আসছে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। প্রতি বছরের মতো এবারও সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলাভাষীদের কাগজ 'বাংলার কণ্ঠ' প্রকাশ করছে 'মাতৃভাষা দিবস বিশেষ সংখ্যা'।

ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানমালা

১. একুশের প্রথম প্রহরে বাংলার কণ্ঠ কার্যালয় বাংলাদেশ সেন্টারে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি, (মঙ্গলবার) দিবাগত মধ্যরাত ১২টা ১মিনিট।
২. আলোচনা, একুশের উন্মুক্ত কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
সময়: ২৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা।
স্থান: বাংলার কণ্ঠ কার্যালয়, বাংলাদেশ সেন্টার, সিঙ্গাপুর। ৫৩এ রোয়েল রোড (সেরাঙ্গুন, KPS ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের দুতলা) সিঙ্গাপুর ২০৮০০০।
বি: দ্র: চলতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারী কর্মদিবস বুধবার হওয়ায় কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুবিধার্থে ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি একুশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় অনুষ্ঠানটিকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বস্তরের প্রবাসীদের দলমত নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
প্রবাসীদের এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন/সমিতি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে একুশের প্রথম প্রহরে বাংলার কণ্ঠ কার্যালয়ে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

একুশের সকল অনুষ্ঠানমালা সকল প্রবাসীদের জন্য উন্মুক্ত

যোগাযোগ :
53A Rowell Road, Singapore 208000
H/P : 8115 9316/9663 5924
banglar_kantha@yahoo.com.sg

বাংলার কণ্ঠ
Banglar Kantha

সিঙ্গাপুরে এ বছর নির্মাণ শিল্পে পাবলিক সেক্টরের চাহিদা বাড়ছে

বাংলার কণ্ঠ প্রতিবেদক

চলতি বছরে সিঙ্গাপুরের নির্মাণ শিল্পে পাবলিক সেক্টরে কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে যে প্রজেক্টগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোর মূল্যমান ১৬ থেকে ১৯ বিলিয়ন ডলারের হবে বলে আশা করছে The Building and Construction Authority (BCA)। কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করছেন মোট চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ পূরণ করা সম্ভব হবে যার মূল্যমান ২৬ থেকে ৩১ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টর থেকে যে কাজের চাহিদা পাওয়া যেতে পারে তার মূল্যমান ১০ থেকে ১২ এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

অবশেষে ভোটার হচ্ছেন প্রবাসীরা

মার্চ-এপ্রিলে দূতাবাসের মাধ্যমে ভোটার প্রক্রিয়া শুরু করার পরিকল্পনা

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

অবশেষে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং দক্ষিণ এশিয়ার মালয়েশিয়া এ তিন দেশে থাকা বাংলাদেশিদের ভোটার করা হবে। ধাপে ধাপে সক্ষমতার পরিধি বাড়িয়ে অন্যান্য দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের ভোটার করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গত ৪ জানুয়ারি কমিশন সভায় নীতিগতভাবে প্রবাসীদের ভোটার করার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। আগামী মার্চ-এপ্রিলে প্রবাসীদের ভোটার করার কার্যক্রম শুরু করতে চায় ইসি।
এ প্রসঙ্গে ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, প্রবাসীদের ভোটার করার বিষয়ে কমিশন নীতিগত এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

স্বর্ণ চোরাচালানের অভিযোগে নিউদিল্লীতে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের কর্মী আটক

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

স্বর্ণ চোরাচালানের অভিযোগে গত ২২ জানুয়ারি নয়াদিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের এক কেবিন ক্রু কে আটক করা হয়েছে। আটককৃত সিঙ্গাপুর-দিল্লীগামী SQ402 বিমানে দায়িত্বরত ছিল। শুল্ক কর্তৃপক্ষ তার নিকট থেকে ৬৪,০০০ ডলার মূল্যমানের ১.০৫ কিলোগ্রাম স্বর্ণ জব্দ করেছে। সিনিয়র কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, কর্মী তার ইউনিফর্মের নিচে চেন, চুড়ি জাতীয় স্বর্ণের গহনা পরেছিল। পরবর্তী তদন্তে জানা যায়, এগুলো সে দিল্লীর একটি বিখ্যাত হোটেলে এক এজেন্টের কাছে ৫০০ ডলারের বিনিময়ে হস্তান্তর করতে চেয়েছিল।
টুডে এর সাথে আলাপকালে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের একজন মুখপাত্র এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিপ

প্রবাসীদের রেমিটেন্সের ৩৪% ব্যয় হয় খাওয়া-পরায়

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে যে রেমিটেন্স পাঠায়, তার ৩৩ দশমিক ৬৩ শতাংশই ব্যয় হচ্ছে পরিবারের লোকদের খাওয়া-পরার ব্যয় মেটাতে। আর শিক্ষা ও চিকিৎসায় ১১ দশমিক ৫১ শতাংশ এবং আসবাবপত্র ও অন্য সামগ্রী ক্রয়ে ১০ দশমিক ৫৬ শতাংশ রেমিটেন্স ব্যয় হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগে যাচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের ৪৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ। এর মধ্যে জমি-ফ্ল্যাট ক্রয়ে ১৮ দশমিক ৯১ শতাংশ, আর্থিক খাতে সঞ্চয় স্কিম, বীমা পলিসিতে ৭ দশমিক ৭০ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে ১৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে।

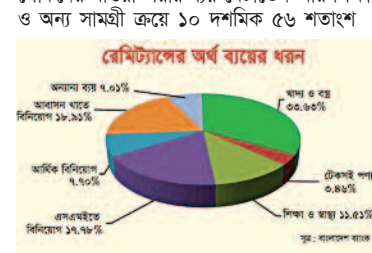

প্রবাসী কর্মীর অর্থের উপযোগিতার ধরন নির্ণয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক জরিপে ওপরের তথ্য উঠে এসেছে। বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স গ্রহণকারী ১০ ব্যাংকের ৮৩টি শাখার মাধ্যমে এ জরিপ চালানো হয়। এজন্য ২০১৪ সালে দেশের ১২টি জেলায় ৪১৫ জন রেমিটেন্স ভোগকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্প্রতি 'ইউটিলাইজেশন অব ওয়ার্কার্স রেমিটেন্সেস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণার অংশ হিসেবে ২০০৯ থেকে ২০১৩ এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

শেখার জন্য মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম
বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রিয়তম,
ভাষা শুধু কথাই যে নয় জাতিরও সম্মান
এর শিকড়ের গভীরে তাই
দেশপ্রেমের গান।
বাংলার কণ্ঠ'র সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবসের শুভেচ্ছা।

মাতৃভাষা এবং ইসলামে এর মর্যাদা
-পৃষ্ঠা ৯

'যদি একদিন' ছবিতে শ্রাবন্তী
-পৃষ্ঠা ১০

ফুটবলকে বিদায় জানালেন রোনালদিনহো
-পৃষ্ঠা ১২

পুরুষও ধর্ষিত হয়
-পৃষ্ঠা ১৫

সাফল্য রক্ষায় দুর্নীতি দূর করতে হবে

পড়ুন সম্পাদকীয়
পৃষ্ঠা ৮

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সূচক

ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাকে অনেক পিছনে ফেলেছে বাংলাদেশ

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সমন্বিত উন্নয়ন সূচকে (ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স) দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাকে অনেকটা পিছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম। সার্বিক দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করছে নরওয়ে। তবে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর শীর্ষে রয়েছে লিথুয়ানিয়া। এই সূচকে ভারতের অবস্থান ৬২ তম। পাকিস্তান রয়েছে ৫২ নম্বরে এবং শ্রীলংকার অবস্থান ৪০তম।

সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। জীবন ধারনের মানদণ্ড, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যত ঋণ থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষা–এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এবারের সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি সব বিষয়ে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সহ নতুন ধারার একটি মডেল চালু করতে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, জিডিপির ওপর নির্ভরশীলতাকে অর্থনৈতিক অর্জন হিসেবে দেখা হয়। এতে স্বল্প মেয়াদী ও অসমতা বিষয়ক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে ত্বরান্বিত গতিতে। ২০১৮ সালের এই সূচকে তিনটি বিষয়কে অগ্রগতির মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। এগুলো হলো প্রবৃদ্ধি-উন্নয়ন, সবার অন্তর্ভুক্তি ও প্রজন্মসমূহের মধ্যে সমতা। ১০৩টি দেশের ওপর এ সূচক করা হয়েছে। দুটি অংশে ভাগ করে এই সূচক করা হয়। প্রথম অংশে রয়েছে ২৯টি এডভান্সড বা উন্নত অর্থনীতির দেশ। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ৭৪টি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। ২০১২ সাল থেকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি ও শ্রমখাতে উৎপাদন বিষয়ক প্রবৃদ্ধির দিক দিয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছে চীন। চীনে মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬.৮ ভাগ। শ্রমখাতে উৎপাদন বিষয়ক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬.৭ ভাগ। তবে এ দেশটির সার্বিক স্কোর নিম্নমুখী। কারণ সেখানে সমন্বিত খাতে পারফরমেন্সে ঘাটতি আছে।

বাংলাদেশের অবস্থা সিঙ্গাপুর নয় নাইজেরিয়ার মতো

উন্নয়নের যে পথে বাংলাদেশ হাঁটছে তা সিঙ্গাপুর নয়, নাইজেরিয়ার মতো বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের মর্গান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম জি কিবরিয়া। এই অবস্থার উত্তরণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ সমানতালে করার পরামর্শ দিয়েছেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইনস্টিটিউটের সাবেক এই জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা।

গত ১০ জানুয়ারি ঢাকায় এক গণবক্তৃতায় অধ্যাপক কিবরিয়া বলেন, উন্নত দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান উভয়টি অন্তর্ভুক্তিমূলক। আমাদের মতো দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ঠিকমতো করতে পারলে সেটার সঙ্গে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি মিলে উন্নয়নের দিকে আগানো যাবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যখন অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না, তখন রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগিও বৈষম্যমূলক হবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ইনক্লুশনের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক ইনক্লুশন হচ্ছে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র, যেখানে সকলের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। আর অর্থনৈতিক ইনক্লুশন হচ্ছে প্রত্যেকের সমান অধিকার এবং প্রত্যেকে তাদের সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার রাখবে। বাংলাদেশে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বিস্তৃত করেন। কিন্তু রাজনীতি সেটার পেছনে কাজে লাগাতে হয়।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগের সাবেক এই পরিচালক বলেন, আমি সিঙ্গাপুরে ছিলাম, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের সরকারি সুশাসনের বিস্তর ফারাক রয়েছে। আমাদের পরিস্থিতি অনেকটা নাইজেরিয়ার মতো বলে মনে হয়েছে আমার।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট 'মন্ত্রের মতো না পড়ে' কাজে লাগানোর পরামর্শও দিয়ে তিনি বলেন, মরক্কো বাংলাদেশের মতো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে ভালো অবস্থায় আছে। আরব বসন্ত মরক্কোর যুব সমাজের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল, তাদের কর্মসংস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু পরবর্তীতে সেটা কাজে না লাগানোয় এখনও সেখানে বেকারত্ব প্রকটই আছে।

সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় রাজনৈতিক ইনক্লুশনের বদলে অর্থনৈতিক ইনক্লুশনকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও বাংলাদেশে সেটা কার্যকর হবে কি-না সে বিষয়ে সন্দিহান অধ্যাপক কিবরিয়া। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ইনক্লুশনকে কিছু পাশ কাটিয়ে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর উন্নয়ন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, 'এ' সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে কেউ ক্ষমতাবান হলে, সে আবার 'বি' সরকার ক্ষমতায় এলে শূন্যে চলে আসে। দুর্নীতি কমিশনসহ অনেক সংস্থা তার পিছু নেয়।

প্রবাসী শ্রমবাজারে সৌদি আরবের মতো অন্যরাও যদি দেশীয় শ্রমিকদের দিকে ঝুঁকে সেটা মোকাবেলায় বিদেশে দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর পরামর্শ দেন বাংলাদেশ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এই সম্মানীয় ফেলো।

সূত্র : অনলাইন ও জাতীয় পত্রিকা

খুন-গুমের মতো অভিযোগ মোকাবেলায় ব্যর্থ বাংলাদেশ

মানুষকে গোপনে আটকে রাখা, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগগুলো মোকাবিলায় বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সম্প্রতি প্রকাশিত সংস্থার 'ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০১৮' তে এ কথা বলা হয়েছে। দোষীদের বিচারের মুখোমুখি না করে উল্টো অভিযোগগুলো অস্বীকার করা হয়েছে বলেও দাবি করেছে এইচআরডব্লিউ। তবে প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করা হয়েছে।

এইচআরডব্লিউ ৯০টিরও বেশি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ৬৪৩ পৃষ্ঠার ২৮তম সংস্করণের এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশে বলা হয়েছে, গত আগস্ট থেকে জাতিগত নিধনের মুখে ছয় লাখ ৫৫ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হাতে ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকার হয় তারা। যদিও অধিকাংশ রোহিঙ্গাদের আনুষ্ঠানিকভাবে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশ, তবে দেশটিতে প্রবেশ করতে দিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশীয় অঞ্চলের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জোর করে ফিরিয়ে না দেয়ার জন্য এবং সীমিত সম্পদ দিয়েও এখন পর্যন্ত যেভাবে তাদের নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে তাতে অবশ্যই বাংলাদেশ কৃতিত্বের দাবিদার।

অ্যাডামস বলেন, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের মানবাধিকার রেকর্ডে ভালো কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন। যেহেতু দেশটিতে ২০১৯ সালে সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে, তাই এই সময় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিন্নমতকে দমনের প্রচেষ্টাও বন্ধ করতে হবে।

জিয়া পরিবারের দুর্নীতি

সংসদে শ্বেতপত্র প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা সম্প্রতি বহুল আলোচিত প্যারাডাইস পেপারসে প্রকাশিত বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার দুই পুত্রের দুর্নীতির চিত্র ও বিভিন্ন দেশে পাচার করা অর্থের বিস্তারিত শ্বেতপত্র সংসদে তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত সংসদ সদস্য ফজিলাতুন নেসা বাপ্পির প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত এ তথ্য তুলে ধরেন। এবারই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৫৬ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে ১৫৩ পৃষ্ঠাতেই স্থান পেয়েছে খালেদা জিয়া ও তার পরিবারের বিভিন্ন দেশে পাচার করা অর্থের বিবরণ।

দেশী ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতি বা অন্য কোন অপরাধ হতে অর্জিত অর্থ নিয়মবহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে সরকারের সকল সংস্থা একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এরই মধ্যে ২০১২ সালে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর পাচারকৃত ২০ লাখ ৪১ হাজার সিঙ্গাপুর ডলার সেদেশ হতে ফেরত আনা হয়েছে। বিএনপি নেত্রীর আরেক পুত্র তারেক রহমান দেশের বাইরে প্রচুর অর্থ পাচার করেছে। তারেক এবং তার ব্যবসায়িক পার্টনার গিয়াসউদ্দিন আল মামুন যৌথভাবে একটি বিদেশী কোম্পানিকে কাজ দেয়ার বিনিময়ে প্রায় ২১ কোটি টাকার মতো সিঙ্গাপুরে সিটিএনএ ব্যাংকে পাচার করেছে। এ ব্যাপারে শুধু বাংলাদেশ নয়, আমেরিকার এফবিআইও তদন্ত করেছে। এর সূত্র ধরে এফবিআইয়ের ফিল্ড এজেন্ট ডেবরা ল্যাপরিভোট ২০১২ সালে ঢাকায় বিশেষ আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এ মামলায় হাইকোর্টে তারেক রহমানের ৭ বছরের সাজা হয়। একইভাবে লন্ডনের ব্যাংকেও প্রায় ৬ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এছাড়া বিশ্বের আরও অনেক দেশে খালেদা জিয়ার ছেলেদের টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে যা এখনও তদন্তাধীন। এর মধ্যে অন্যতম হলো: বেলজিয়ামে ৭৫০ মিলিয়ন ডলার, মালয়েশিয়ায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার, দুবাইতে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাড়ি, সৌদি আরবে মার্কেটসহ অন্যান্য সম্পত্তি।

দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গণমাধ্যম ও পানামা পেপারস কেলেঙ্কারীর রিপোর্ট তুলে ধরে সংসদ নেতা বলেন, পৃথিবীর দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকায় খালেদা জিয়া তিন নম্বর হিসেবে সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়াতে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। খালেদা জিয়া প্রকাশিত এ সকল সংবাদের কোন প্রতিবাদ জানায় নাই। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই এদেশের জনগণের সম্পদ আর লুটপাট, পাচার করতে দেয়া হবে না। এ ধরনের অপকর্ম তদন্তের মাধ্যমে উদঘাটন এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনগণের পয়সা জনগণকে ফেরত দেয়ার যেসব আইনী প্রক্রিয়া রয়েছে তার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্যারাডাইস পেপারে নতুন করে প্রকাশিত নামের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দুই পুত্র তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানের নাম। প্রকাশিত এ নথিতে তালিকায় শীর্ষেই আছে খালেদা পুত্রদের নাম। এছাড়া নতুন প্রকাশিত ২৫ হাজার নথিতে বের হয়ে আসছে আরও রাঘব বোয়ালদের নাম ও তাদের অর্থ পাচারের নানান তথ্য।

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদের এ সংক্রান্ত অপর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোস্যাল মিডিয়ায় দুর্নীতি সম্পর্কে যেসব প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো আমরা তুলে ধরেছি। এসব তথ্যের কতটুকু সত্য বা মিথ্যা তা তারাই (খালেদা জিয়া) হয়ত জবাব দিতে পারবেন। তবে আমরা যেসব অভিযোগ বা তথ্য পেয়েছি সেগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

প্রাণ জাতীয় আচার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

জিভে জল আনা অন্যতম এক রসনার নাম আচার। টক-ঝাল-মিষ্টিসহ ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বাহারি আচারের পসরা সাজিয়ে সম্প্রতি শেষ হলো প্রাণ আচার উৎসব ২০১৮ ও বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

সারাদেশ থেকে ৩ হাজার ৬৯২ জন প্রতিযোগীর পাঠানো ৮ হাজার ৩০৮টি আচারের মধ্য থেকে ২০১৭ সালের 'বর্ষসেরা আচার' নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও টক-ঝাল-মিষ্টি ও অন্যান্য এই চারটি বিভাগ থেকে ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রাণ জাতীয় আচার প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনপ্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।

আচার বানিয়ে সুনামগঞ্জের শরিফা আক্তার পান্না বর্ষসেরা নির্বাচিত হয়ে জিতে নিয়েছেন দুই লাখ টাকা পুরস্কার। টক বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে কুমিল্লার রাবেয়া আক্তার শান্ত, সিলেটের হাসনাত জাহান শিমু ও ঢাকার মনোয়ারা হক। মিষ্টি বিভাগে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জের উষান, ঢাকার রাজিয়া খানম ও খাদিজা হোসাইন। ঝাল বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে বরিশালের ইরতিফা মৌমি, ঢাকার দিলরুবা কাকন ও সিলেটের কুমকুম হাজেরা। অন্যান্য বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জের আফরোজা বেগম, নীলফামারীর তাসলিমা সরকার ও ঢাকার আসমা বেগম।

প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, দ্বিতীয়কে ওয়াশিং মেশিন এবং তৃতীয়কে মাইক্রোওয়েভ ওভেন পুরস্কার হিসাবে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৩৫ জন পেয়েছেন শুভেচ্ছা পুরস্কার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (কর্পোরেট ফাইন্যান্স) উজমা চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আমজাদ খান চৌধুরী নারীদের স্বাবলম্বি করতেন। ওনার চেষ্টায় আজকের এই জাতীয় আচার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা আজ নারীদের কাছে এক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীরা উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। আর তাদের দিয়েই আরো নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে।

কর্মকর্তা আহসান খান চৌধুরী বলেন, প্রতিনিয়ত আপনাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যবসায় এগিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের জন্য আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি ব্যবসা ভালোবাসি, ক্রয়-বিক্রয় ভালোবাসি, তাই তো

আপনাদের কাছ থেকে শেখা এসব রেসিপি নিয়ে আচার বানিয়ে আমরা বিপণন করতে চাই। আপনাদের তৈরি আচারের রেসিপি সব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। বর্তমানে বিশ্বের ১৪০টি দেশে আমাদের পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে। আজকের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এমন উদ্যোক্তাদের কাছ থেকেই আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি। আপনাদের থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আরো এগিয়ে যেতে চাই।

পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সম্মেলন কেন্দ্রের বাইরে দিনব্যাপী আচার উৎসবে রন্ধনশিল্পী এবং আচার শিল্পীদের অংশগ্রহণে আচার ও আচার দিয়ে দিয়ে তৈরি খাবার দর্শনার্থীদের সামনে প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রাণ-এর ব্যবস্থা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা, অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী, অভিনেতা শহিদুল আলম সাচ্চুসহ সারাদেশ থেকে আগত প্রতিযোগিরা। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের বিচারক ছিলেন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ফাতেমা সুরাইয়া, রন্ধন বিশারদ নাজমা হুদা, অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নাদিয়া আহমেদ, নাট্যকার ও পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী, সংবাদ উপস্থাপিকা শামীম আরা মুন্নি, অভিনেত্রী সালেহা খানম নাদিয়া, আচার শিল্পী জেবুন্নেসা বেগম, পুষ্টিবিদ সাজেদা কাসেম জ্যোতি, সঙ্গীত শিল্পী সাজিদা সুলতানা পুতুল ও বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার জাহানারা আলম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Wish You All a Very Happy Mother Language Day 2018

HOH LAW CORPORATION
হোহ ল' কর্পোরেশন

● নোটারী পাবলিক ● শপথ করানোর জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ● ট্রেডমার্ক এজেন্ট

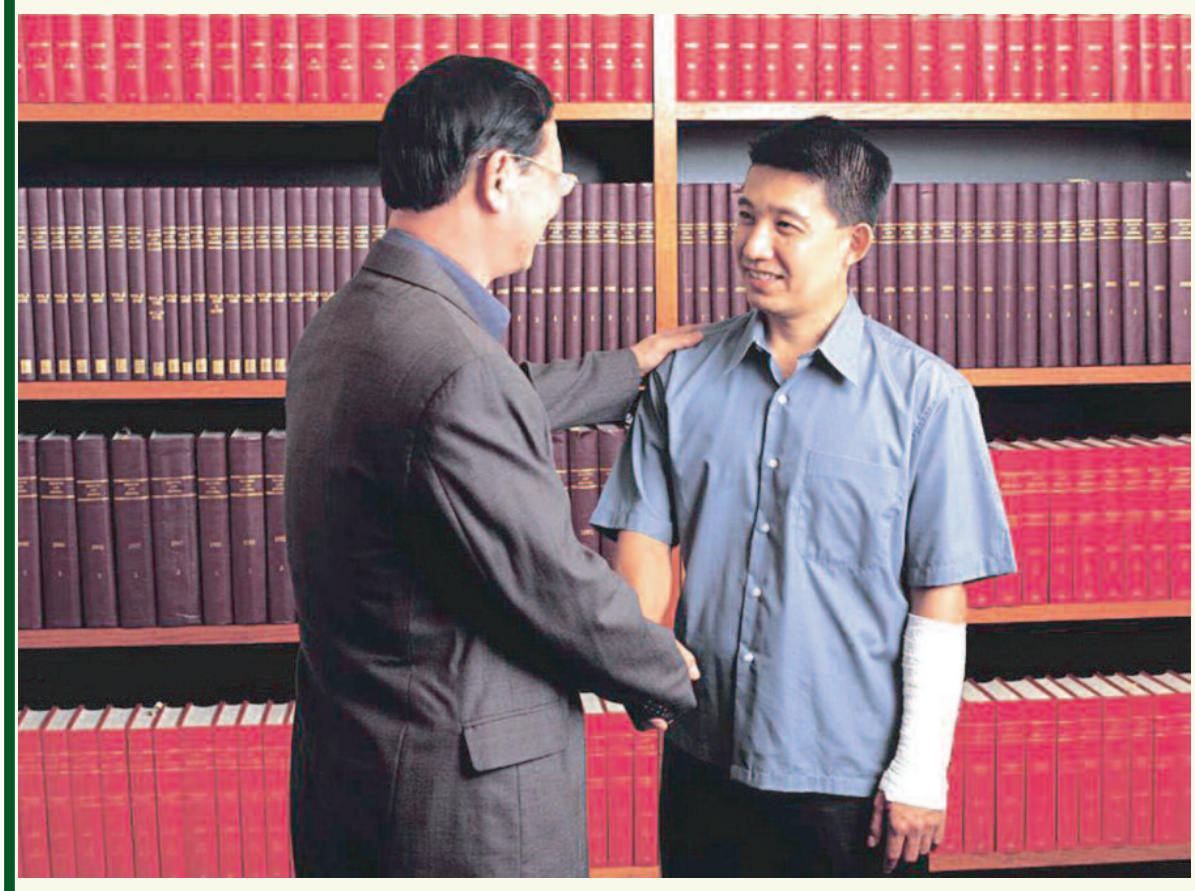

প্রবাসে দৈব দুর্বিপাকে যেকোনো সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবছেন?
আমরা আছি আপনার পাশে, শুধুমাত্র
একটি ফোন কলই
যথেষ্ট।

- শিল্প কিংবা সড়ক দুর্ঘটনা
- স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর
- অপরাধ বিষয়ক আইন ● অভিবাসী আইন ● সাধারণ মামলা-মোকদ্দমা, পারিবারিক আইন, উইল এবং ক্ষমতা প্রদান
- বাণিজ্যিক, যৌথ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি

এক্সিডেন্ট ক্লেইম অফিসসমূহ
বিনামূল্যে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউসুফ খান HP : 9129 6782
মো. বাবুল HP : 9071 5883
55 Upper Serangoon Road # B1-02
Potong Pasir MRT Station, Singapore 347694
(Exit B পুটং পাসির MRT স্টেশনের ভেতরে)

খন্দকার মশিউর রহমান HP : 8223 8911
মো. বাবুল HP : 9071 5883
55 Benoi Road #01-09 Joo Koon Bus Interchange Singapore 629907
(জু কুন বাস টার্মিনাল সংলগ্ন)

ইউসুফ খান HP : 9129 6782
18A Flanders Square Singapore 209304
(সেরাঙ্গুন রোড, মোস্তফা সেন্টার ও সিটি স্কোয়ার মল এর নিকটবর্তী)

মো. বাবুল HP : 9071 5883
5 Soon Lee Street # 03-04 Pioneer Point Singapore 627607
(সুন লি ডরমেটরি ও পাইওনিয়ার MRT'র নিকটবর্তী)

ইউসুফ খান HP : 9129 6782
মো. বাবুল HP : 9071 5883
60 Paya Lebar Road #04-42
Paya Lebar Square
Singapore 409051
Tel : 6710 5100, Fax : 6384 2819
Email : law@hoh.com.sg
Website : www.hoh.com.sg
(পায়া লেবার MRT স্টেশন সংলগ্ন)

শাখাসমূহ :

60 Eu Tong Sen St #01-08 Furama City Centre Singapore 059804	T: 6334 3833 F: 6534 5971
Blk 712A Ang Mo Kio Ave 6 #03-4058 Singapore 561712	T: 6553 4800 F: 6553 4811
Blk 209 New Upper Changi Road #04-631 Singapore 460209	T: 6244 5755 F: 6244 3052
Blk 131 Jurong Gateway Road #03-243 Singapore 600131	T: 6561 8228 F: 6561 4262
Blk 934 Yishun Central 1 # 03-53 Singapore 760934	T: 6852 2340 F: 6755 8308
Blk 935 Yishun Central 1 # 01-43 Singapore 760935	T: 6852 2312 F: 6755 1565
Blk 78 Redhill Lane #01-07 Singapore 150078	T: 6471 7203 F: 6479 2930
55 Upper Serangoon Road #B1-02 Potong Pasir MRT Station S 347694	T: 6283 9131 F: 6280 9141
111 North Bridge Road #03-49 Peninsula Plaza Singapore 179098	T: 6334 9660 F: 6337 4833

জনসম্মুখে নগ্ন হওয়া ও মাদক দ্রব্য বিক্রির সাথে জড়িত সন্দেহে ৮ নারী গ্রেফতার

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

সম্প্রতি জনসম্মুখে নগ্ন হওয়া এবং মাদক দ্রব্য বিক্রির সাথে জড়িত সন্দেহে ৮ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়েছে সিঙ্গাপুর পুলিশ। ৬ ঘন্টাব্যাপী পরিচালিত এই অপারেশনে তিনজনকে জনসমাগমের স্থানে নগ্নতা ও এর মধ্যে ২জনকে কর্মসংস্থান ও অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধে এবং ৫ জনকে মাদক সংক্রান্ত অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সাতজন ভিয়েতনামের এবং ১ জন মালয়েশিয়ার নাগরিক। কাপেজ প্লাজার পাবলিক এন্টারটেইনমেন্ট আউটলেট এ অভিযানটি পরিচালিত হয়। এতে ট্যাংলিন পুলিশ ডিভিশন এবং সেন্ট্রাল নারকোটিকস ব্যুরোর এনফোর্সমেন্ট ই ডিভিশন যৌথভাবে অংশ নেয়। তিনটি পাবলিক এন্টারটেইনমেন্ট আউটলেট পাবলিক এন্টারটেইনমেন্ট লাইসেন্স এর শর্ত লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং অপরাধমূলক কার্যক্রম বন্ধে অন্যান্য আইনি প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্য স্ট্রেইটস টাইমস

২জন কর্মীর মৃত্যুতে জুরং শিপইয়ার্ডকে জরিমানা

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

উচ্চতায় কাজ করার সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ব্যর্থতায় দুজন কর্মীর মৃত্যুতে জুরং শিপইয়ার্ডকে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে এই মর্মে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে জনশক্তি মন্ত্রণালয়। ২০১১ সালের ২৯ অক্টোবর ঝুলন্ত প্লাটফর্মে কাজ করার সময়ে প্লাটফর্মটি ভেঙ্গে পড়ে এবং সেখানে কর্মরত রামুদু শিবকুমার (২৫), এবং ফার্মোপারাসোত থানাওয়ান (৩২) ৩০ মিটার উচ্চতা থেকে শুকনো ডেকে পড়ে মারা যায়। ২৯ তানজং ক্লিং রোডে জুরং শিপইয়ার্ড এর ড্রাই ডকে তখন জাহাজ মেরামতের কাজ চলছিল। ঘটনার সময়ে কর্মী দুজন কঙ্কর বিনাস (grit blasting) সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা চেরি পিকারের ভিতর দিয়ে জাহাজের সামনের অংশে এগুলো বহনের কাজ করছিল।

জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুসন্ধানে দেখা যায়, চারটি পাইল সেকশন এবং চেরি পিকার বাস্কেটটি ১৮ মাসের মতো মেরামত প্রক্রিয়াধীন ছিল যা ২০১১ সালের জুলাইয়ে শেষ হয়। এছাড়া দ্বিতীয় পাইলিং প্লেটটির ঘনত্ব এর জন্য নির্ধারিত ৬ মিলিমিটারের অর্ধেক ছিল। ম্যানুফেকচারিং এর নির্দেশিকা অনুযায়ী এটি প্রতিস্থাপনযোগ্য। অধিকন্তু সেম্বকর্প মেরিন মালিকানাধীন জুরং শিপইয়ার্ড ক্ষতিগ্রস্ত অংশটুকু শুধুমাত্র রঙ করেই দায় সেরেছে। সবমিলিয়ে জুরং শিপইয়ার্ড প্রাত্যহিক এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পাইলিংগুলোর ক্ষয়,ফাটল পরীক্ষানীরিক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং পাইলিংগুলোর বিস্তার ৩৫ মিটার পর্যন্ত রয়েছে তারা শুধুমাত্র ১৯.৮ মিটার পর্যন্ত পরীক্ষা করেছে। চেরি পিকার অংশের নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার কারণে ওয়ার্কপ্লেস সেফটি এন্ড হেলথ অ্যাক্টের অধীনে জুরং শিপইয়ার্ডকে জরিমানা করা হয়েছে।

গত নভেম্বরে বহুবিধ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য একটি অয়েল রিগ কোম্পানিকে ৪ লক্ষ ডলার জরিমানা করা হয়েছে, যাতে প্রায় ১০০ কর্মী কর্মরত ছিল। চ্যানেল নিউজ এশিয়া

কর্মক্ষেত্রে হাত ও আঙ্গুলের আঘাত রোধে 'Safe Hands'ক্যাম্পেইন

বাংলার কণ্ঠ প্রতিবেদক

২০১২ সাল থেকেই কর্মক্ষেত্রে প্রতি মাসেই কর্মীদের হাতে ও আঙ্গুলে আঘাত পাওয়ার ঘটনাটি নিয়মিত ঘটছে। হাতের আঘাত প্রতিরোধকল্পে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দ্য ওয়ার্কপ্লেস সেফটি এন্ড হেলথ কাউন্সিল গত ১৭ জানুয়ারি 'Safe Hands' ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। ক্যাম্পেইন লঞ্চ করার সময়ে মিনিস্টার অব স্টেট ফর ম্যানপাওয়ার স্যাম ট্যান বলেন, ২০১২ সালে গড়ে মাসে ১০ থেকে ১২টি ঘটনাই ছিল কর্মীদের হাতে আঘাত পাওয়ার ঘটনা। গত বছর ১২৫টি দুর্ঘটনার মধ্যে ১১৭টি অথবা ৯৪ শতাংশই ছিল এ সংক্রান্ত। আমরা জানি এধরনের আঘাত কর্মীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে বিশেষ করে যারা মেশিন অপারেট অথবা ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে কাজ করে। আমাদের অনুসন্ধানে দেখেছি এধরনের দুর্ঘটনার অর্ধেকই, শতকরা ৫৫ ভাগই কর্মক্ষেত্রে যেমন যথাযথ মেশিন গার্ডিং এবং ঝুঁকি ও অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবেই ঘটছে।

মি. ট্যান আরো বলেন, গত বছরের সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর থেকেই নিরাপদ মেশিনারি এবং অন্যান্য অঙ্গ সংক্রান্ত দুর্ঘটনার বিষয়ে মন্ত্রণালয় আইনি অভিযান পরিচালনা করছে। জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ম্যানুফেকচারিং এবং কনস্ট্রাকশন সেক্টরের ৪০০ এর অধিক কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করেছে এবং ১,০০০ আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, এর মধ্যে মেশিনারি সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোই বেশি এসেছে, প্রায় ২০০টির মতো। দুর্ঘটনার অন্যান্য কারণগুলো হলো দুর্বল মেশিনারি ব্যবস্থাপনা, অননুমোদিত মেশিনারি অপারেশন এবং যেসব কর্মী মেশিনগুলো অপারেট করছে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ না দেওয়া। মি. ট্যান বলেন, মেশিনের যাবতীয় বিষয়, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, কিভাবে অঙ্গসংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা এড়াবে, অনিরাপদভাবে কাজ করার ঝুঁকি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ম্যানেজারকে কর্মীদের সাথে আলোচনা করতে হবে। যদি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্মক্ষেত্রে তাদের সমর্থন, সহায়তা এবং নিরাপত্তার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেন তাহলে প্রতিটি কর্মীই নিরাপত্তার বিষয়টিতে আগ্রহী হবে। তারাও তখন কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অনুশীলনে মনোযোগী হয়ে উঠবে। মি. ট্যান কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন মন্ত্রণালয়ের 'ম্যানপাওয়ার জব রিডিজাইন গ্রান্ট'ব্যবহার করে যেখানে কোম্পানিগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধিকরণসহ নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করণ, উন্নত প্রযুক্তির মেশিনারিজ ব্যবহারে সহায়তা করার লক্ষ্যে ৩ লক্ষ ডলার ফান্ড এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্য স্ট্রেইটস টাইমস

কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করলো গ্যাং লিডার

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করলো গ্যাংলিডার কোহ রঙ গুয়াং। গত ২৩ জানুয়ারি ট্রায়ালের পঞ্চম দিনে চার্লস নামে সমধিক পরিচিত গুয়াং, ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৪ এর জানুয়ারির মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ১৩ বছর বয়সী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করে আদালতকে বলেন, তিনি কিশোরীটিকে হাত দিয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি।

গুয়াঙ জানায়, বালিকাটি তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মিথ্যে আরোপ লাগিয়েছে। মূলত তাদের গ্যাঙ এর এক বড় ভাই ও Fu Yiming (২০) এর সাথে তার আপত্তিকর ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার কারণে গুয়াঙকে শায়েস্তা করতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কোহ আরো বলেন, সে অন্য একজনকে এসব ছবিগুলো আপলোড করতে বলেছিলেন, যা পরবর্তীতে ভাইরাল হয়ে যায়। সে বালিকাটিকে পছন্দ করে না। গুয়াঙ বালিকাটিকে 'অপরিচিত' এবং 'পতিতা' বিশেষণে ভূষিত করে বলে, তর গার্লফ্রেন্ড থাকা সত্বেও বালিকাটি তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতো। কোহ এর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের শেষদিকে কোন একটি অনুষ্ঠানে বালিকাটিকে সিঁড়ির নিচে চেপে ধরে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও গুয়াঙ জানিয়েছে এধরনের কোন ঘটনা সেদিন ঘটেনি। এমনকি গুয়াঙ এবং তার তখনকার গার্লফ্রেন্ডকে আজেবাজে কথা বলেছিল। সেসময়ে তার গর্ভবতী বান্ধবী পরবর্তীতে স্ত্রী বালিকাটিকে চড় মারে এক পর্যায়ে সে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর ডেভিড খু বলেন, গুয়াং বালিকাটিকে (১৭) সেক্স টয় হিসেবে ব্যবহার করেছে। তিনি মোবাইলে আদান-প্রদানকৃত একটি ম্যাসেজ পড়ে শোনান, আমি তার সাথে যাই করি না কেন তুমি তাতে বাধা দিতে পারো না। ডেভিড খু বলেন, এই ম্যাসেজ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার সাথে যৌন সম্পর্ক করার ইচ্ছা কোহ এর ছিল। তিনি আরো বলেন, আরো দুজন যুবক সাক্ষ্য দিয়েছে যে, কোহ তার সাথে যৌন সম্পর্ক করেছিল।

কোহ এর উপরে ১২টি চার্জ আরোপ করা হয়েছে এর মধ্যে চারটি সংবিধিবদ্ধ ধর্ষণের জন্য, পর্ণ এর মাধ্যমে যৌন হয়রানির জন্য ১টি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের জন্য তিনটি, তরুণীর প্রতি অসভ্য কার্যকলাপের জন্য ২টি, আঘাত করার জন্য ১টি এবং নগ্ন ফটো প্রচারের জন্য ১টি চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

আরোপিত ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছিল চোয়া চু ক্যাঙ সেন্টারের কারাওকে আউটলেট এর স্টেয়ার কেস এ এবং চুয়া চু ক্যাঙ ক্রিসেন্ট এর ব্লক ফ্লাটের স্টেয়ার কেস এ। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে সামাজিক মাধ্যমে ফটো আপলোডের পরে বালিকাটি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। কোহ যদিও বলেছে, ছবিগুলো ফু তাকে পাঠিয়েছে যা সেলফ টাইমার এর মাধ্যমে তোলা হয়েছিল। সে বালিকার নগ্ন ছবি তোলার বিষয়টিও অস্বীকার করেছে। দ্য স্ট্রেইটস টাইমস

সৎ মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক করার অভিযোগে গ্রেফতার

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

সৎ মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক করার অভিযোগে তালাকপ্রাপ্ত চার সন্তানের জনককে গ্রেফতার করেছে সিঙ্গাপুরের পুলিশ। কোর্টের তথ্য মতে, ২০০৪ সালের কোন এক সময়ে বালিকাটির মায়ের অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে পিতা-মাতা ডিভোর্সের জন্য আদালতে আবেদন করে। ২০০৫ সালে ঐ ব্যক্তি মেয়েটির পরিবারে এসে থাকতে শুরু করে। পাবলিক প্রসিকউটর জানান, ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি, বালিকাটির মা, বালিকা ও তার ছোট ভাই এবং চাচাতো ভাইকে নিয়ে এসপ্লানেডে ফায়ার ওয়ার্ক দেখতে এবং নতুন বছর উদযাপনের জন্য যায়। পরবর্তীতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন অভিযুক্ত ৪০ বছর বয়স্ক ব্যক্তি ঐ বালিকার রুমে যেয়ে তাকে চুমু খায় ও শরীর স্পর্শ করে। এধরনের অনৈতিক কাজে বাধা না পেয়ে সে তার সাথে অনৈতিকভাবে যৌন সম্পর্ক করে। এরপর থেকেই তাদের মধ্যে নিয়মিত যৌন সম্পর্ক চলতে থাকে। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে বালিকাটির সাথে তার মায়ের মনোমালিন্য হলে উক্ত ব্যক্তি তাকে শান্ত করার কথা বলে রুমে আসে এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবারও যৌনতায় লিপ্ত হয়। এর একমাস পরে পুনরায় মিলিত হয়। ১৫ বছর বয়সকাল থেকে মেয়েটির সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে। ২০১০ সালে অভিযুক্ত মেয়েটির মাকে বিবাহ করে। বিয়ের আগে ও পরেও মেয়েটি অভিযুক্তকে আঙ্কেল বলেই সম্বোধন করতো। অভিযুক্ত, বালিকাটির সাথে তার ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত যৌন সম্পর্ক চালিয়ে যেতে থাকে একবার তাকে গর্ভপাতও করতে হয়েছিল। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে তাদের সম্পর্কের কথা জানাজানি হয় যখন মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড তার মোবাইলে উক্ত ব্যক্তির ম্যাসেজ দেখতে পায়। মেয়েটি তাকে জানায় যৌন সম্পর্ক করার ইচ্ছে হলে উক্ত ব্যক্তি তাকে ম্যাসেজ পাঠায়। মেয়েটির জন্মদাতা পিতা ১১ আগস্ট পুলিশে অভিযোগ জানান যে, তার মেয়েকে যৌন হয়রানি করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স এখন ৫২। তাকে ৩টি চার্জের ভিত্তিতে ৩ বছর ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের আইন অনুযায়ী এধরনের অপরাধে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং প্রতিটি অপরাধের জন্য ১০ হাজার ডলার জরিমানার বিধান রয়েছে। দ্য স্ট্রেইটস টাইমস

JURONG ACADEMY
CPE Reg No:201322342Z (27/01/2017 to 26/01/2021)
জুরং একাডেমি

অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ (৬ মাস) - S$ ৩০০০ মাত্র
(এইচএসসি/এ লেভেল/ডিপ্লোমা ইন রিলেভেন্ট ফিল্ড)
- অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং
- অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ (১২ মাস) - S$ ৩৩০০ মাত্র
(এসএসসি/ও লেভেল)
- ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

সংক্ষিপ্ত কোর্সসমূহ
- এমএস-অফিস, আইইএলটিএস
- স্পোকেন ইংলিশ, ক্যাড/ক্যাম

সহজ মাসিক কিস্তি
সপ্তাহে শুধুমাত্র দুটি ক্লাশ
যোগাযোগ ও রেজিস্ট্রেশন: ফোন: (65) 8298 3576

Jurong Branch
Blk 134 #03-307L
Jurong Gateway Road
Singapore 600134
Contact Person: Mani
Call : (65) 3150 9140
Mob : (65) 8298 3576
Email: ask@ja.edu.sg

Little India Branch
1 Sophia Road, #04-24/25
Peace Centre
Singapore 228149
Call : (65) 3105 1701
Email : jurongacademy@asia.com

www.ja.edu.sg

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, প্রাঃ লিঃ, সিঙ্গাপুর
সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের যে কোন ব্যাংকে নিরাপদে টাকা পাঠান

৩০ মে ২০১৬ ইং সোমবার হতে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ বুনলে শাখা Joo Koon MRT সংলগ্ন Joo Koon Bus Interchange এর ০১-১১ নাম্বার ইউনিটে কার্যক্রম শুরু করেছে

আজই জু-কুন শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে আপনার প্রিয়জনের কাছে টাকা প্রেরণ করুন

প্রতিদিনের টাকার রেট জানতে ৬২৯৫৯৭৩০ নাম্বারে কল করুন

সেরাঙ্গুন শাখা
৫এ লেন্ড রোড, সিঙ্গাপুর ২০৮৪৪৪
ফোন: ৬২৯৫৯৭৩১
Email: agraniex@singnet.com.sg

জু কুন শাখা
Joo Koon Bus Interchange
Joo Koon MRT সংলগ্ন
ইউনিট # ০১-১১, সিঙ্গাপুর।
ফোন : ৬২৬৬৫২২৬, ৮২৭৭৮১৯৮

জুরং ইস্ট শাখা
জুরং গেটওয়ে রোড
(ফেয়ার প্রাইসের দোতলায়)
সিঙ্গাপুর ৬০০১৩৫ ফোন: ৬৮৯৯১৯০৩

উডল্যান্ডস শাখা
ব্লক নং ৩০৪
উডল্যান্ডস স্ট্রীট -৩১ #০১-১৪১
সিঙ্গাপুর-৭৩০৩০৪ ফোন: ৬৩৬৭৩৫২১

"হুন্ডি হতে সাবধান! হুন্ডি সম্পূর্ণ অবৈধ। হুন্ডির মাধ্যমে টাকা প্রেরণ ও গ্রহন দু'ই দণ্ডনীয় অপরাধ। হুন্ডি আপনার ও আপনার প্রিয়জনের সুখ ও স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে পারে যে কোন সময়"

সহস্র বছরের বন্ধনের শিকড়কে অটুট রাখার অঙ্গীকারে পালিত হলো ভারতীয় অভিবাসী দিবস ২০১৮

বাংলার কণ্ঠ প্রতিবেদক

'Ancient Route, New Journey' শীর্ষক থিমের আলোকে সিঙ্গাপুরের মেরিনা বে স্যান্ড এ ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে গত ৬-৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চদশ আসিয়ান-ইন্ডিয়া প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৮। অনুষ্ঠানে মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স ড. ভিভিয়ান বালকৃষ্ণ বলেন, ভারতীয় অভিবাসীরা আমাদের

অঞ্চলে পৌছাতে পুরনো পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু সম্মিলিতভাবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নতুন যাত্রাপথ সামনে অপেক্ষা করে আছে, তাই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, কেবল ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় পর্যায়েই নয়, রুটটি প্রাচীন আমল থেকেই ভারতবর্ষকে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে গ্রথিত করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে এটা প্রমাণিত যে, ৪র্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই এই উপমহাদেশের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল যা বর্তমানে আরও বেশি বিস্তৃত হয়েছে। আজকে সিঙ্গাপুরের বহুতল বিভিন্ন সুদৃশ্য দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের সাথে ভারতীয় অভিবাসী কর্মীরা জড়িয়ে রয়েছে। আমি নিশ্চিত ভারতীয় অভিবাসীদের অবদান সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রেই নয়, তারা সকল ভারতীয় অভিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছে যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজ দেশের মুখ উজ্জ্বলকল্পে সদা সচেষ্ট।

ভারতের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেন, ১০০ বা ১৫০ বছর আগে ভারত যেমন ছিল, আজকের ভারত তেমন নেই, অনেক বদলে গেছে। আমাদের বন্ধনের শিকড় শত বর্ষের নয় এই বন্ধন সহস্র বছরের। আমি রাস্তায়, বাড়িতে, বিভিন্ন প্রদেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, ভাষাসমূহে, কবিতায়, নৃত্যে, সঙ্গীতের সুরে, খাবারের সুঘ্রাণে সর্বত্রই আমি বন্ধনের শিকড় দেখতে পাই। আমরা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নতুন সুযোগকে সাফল্যমণ্ডিত করেই ক্ষান্ত হই না বরং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়েও এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব রাখার চেষ্টা করি। একটি জাতি বিশ্বের কাছে তাদের অস্ত্র উন্মুক্ত করছে একই সাথে এর একাধিক সংস্কৃতিবহুল সমাজকেও আলিঙ্গনে বেঁধে রাখছে। সমগ্র বিশ্বে ৩১ মিলিয়নের মধ্যে ৬ মিলিয়ন ভারতীয় আশিয়ানের ১০টি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে বিদেশে ভারতীয়দের বিশেষ মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করা হয় শুধুমাত্র সংখ্যার কারণেই নয়। যে দেশগুলিতে তারা বসবাস করেন সেখানকার সমাজে তাদের বিশেষ অবদানের জন্যই তারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বিদেশের মাটিতে এবং বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে যেভাবেই তারা থাকুন না কেন এবং যে পথই অনুসরণ করে থাকুন না কেন, কিংবা যে লক্ষ্য পূরণের দিকেই এগিয়ে যান না কেন, প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নীতির শ্রেষ্ঠ দিকগুলিই সর্বদা তুলে ধরেন। তাদের কঠোর শ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, আইনের প্রতি আনুগত্য এবং শান্তিপ্রিয় মানসিকতা বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে এক আদর্শ। আমাদের ডিজিটাল স্পেস ভৌগোলিক সীমানা, সংস্কৃতি, সমাজ এবং প্লেয়িং ফিল্ড কে অতিক্রম করে সমাজের সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক প্রবাসী ভারতীয়ের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো, এমনভাবে কাজ করে যাওয়া যাতে তারা কখনই মনে না করেন যে তাদের স্বদেশভূমি রয়েছে অনেক অনেক দূরে। যে সমস্ত কর্মী বিদেশে অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার সুযোগ লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য আমরা চেষ্টা করি সর্বোচ্চ মাত্রায় সুযোগ-সুবিধা প্রসারের জন্য। তারা যেন কোনভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে পড়েন, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখি আমরা। প্রবাসী ভারতীয় সমাজের সঙ্গে আমরা এক বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। উৎস-ভূমির সঙ্গে তাদের রয়েছে এক গভীর আবেগের সম্পর্ক। বিদেশে তারা ভারতের প্রগতিশীল ভাবধারারই ধারক ও বাহক। তাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভারতের আর্থিক অগ্রগতিকে আরও বহুদূর নিয়ে যাবে বলে আমরা আশা করি। ভারতের সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়দের সংযোগ ও যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বই

বাংলার কণ্ঠ প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে চলে অমর একুশে বইমেলা। বাংলাদেশে হাজারো মেলার মাঝে বইমেলার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটছে মূলত এ মেলাকে কেন্দ্র করে। বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি বোধ ও ঐতিহ্য হলো অমর একুশে বই মেলার ভিত্তি। লেখক, পাঠক এবং প্রকাশকদের কাছে অমর একুশে বইমেলা প্রাণের মেলা। এই মেলাকে সামনে রেখেই অধিকাংশ লেখক তাদের লেখা তৈরি করেন। এই মেলা পাঠক সৃষ্টি করে, পাঠক ধরে রাখে।

ইন্টারনেটের কারণে ডিজিটাল বই সহজলভ্য হওয়ায় ছাপানো বা মুদ্রিত বইয়ের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে- এরকম কথা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই। কিন্তু অমর একুশে বইমেলায় গেলে তা মনে হয় না। প্রযুক্তির এই যুগেও বইমেলার আকর্ষণে পাঠকরা ছুটে আসেন, নতুন বই ছুঁয়ে দেখেন, কেনেন। লেখকের মেলা, প্রকাশকের মেলা, পাঠকের মেলায় প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলার কণ্ঠ'র নিয়মিত লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের বই প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের কয়েকজনের প্রকাশিত বই নিয়েই আমাদের আয়োজন-

প্রেমের সমাধি

চলতি বছরের বইমেলায় এসেছে সিঙ্গাপুর প্রবাসী কবি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলামের 'প্রেমের সমাধি' উপন্যাস। বইটি প্রকাশ করেছে উচ্ছ্বাস প্রকাশনী। ঢাকা জেলার ধামরাই নিবাসী শহীদুল ইসলাম ছোটবেলা থেকে লেখালেখি করেন। কলেজে পড়াকালীন আবহমান বাংলা ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা শুরু। তিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ (রাজনৈতিক এবং সমসাময়িক) এবং উপন্যাস লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কবির প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম 'আবীর'। যৌথভাবে প্রকাশিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থ ১০০ কবির প্রেমের কবিতা ২য় এবং ৩য় খণ্ড। লেখকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো- তারুণ্যের অঙ্গীকার, রক্তাক্ত বাংলা, হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু, বিরহের ফুল, ৭১ এর রক্তস্নাত বাংলা, ব্যথার নীল কাব্য, চির সাথী শুচিতা, কালের পরিক্রমা। বাংলার কণ্ঠ'র নিয়মিত লেখক শহীদুল ইসলাম দেশ এবং বিদেশের বেশ কিছু অনলাইন এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস লিখছেন।

লেখক ২০০৯ সাল হতে ২০১৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের জুরং শিপইয়ার্ড কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে এবং সেপ্টেম্বর হতে অদ্যাবধি প্রজেক্ট সুপারভাইজার হিসেবে স্যাম্বক্রপ মেরিন এ কর্মরত রয়েছেন।

মায়াকাব্য

এবারের বইমেলায় এসেছে মালয়েশিয়া প্রবাসী কবি সালমান বৃশ্চিকের কাব্যগ্রন্থ 'মায়াকাব্য'। উপাখ্যানধর্মী এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আনন্দম প্রকাশনী। কবি দীর্ঘদিন যাবত কর্মসূত্রে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থান করছেন। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি নিবাসী সালমান বৃশ্চিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখালেখি করেন। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স নিয়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করলেও সালমানের মূল আগ্রহ কবিতা ও গানে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'আঁধারে আলোর ছায়া' নামের কাব্যগ্রন্থ। বাংলার কণ্ঠ পত্রিকায় নিয়মিত তার কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে। মূলত প্রবাসের অভিজ্ঞতা আর জীবনের ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়া, সমাজের নানান বিভেদগুলোই সালমান বৃশ্চিক তার কবিতা ও লেখনীতে ফুটিয়ে তোলেন।

シンガポール会議の記事（19pに続く）

দিলেন ছাপার অক্ষরে 'দ্বিখন্ডিত সত্তা'য়। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির গভীরেও যে লুকিয়ে থাকতে পারে ভিন্ন এক সত্তা, ভিন্ন এক অনুভব তাকেই উপন্যাসে রূপায়ন করেছেন দীপান্বিতা রায়। লেখক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অর্জিতার মনোবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মানব মনের এক গোপন অনুভবের কথা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসের প্রতিটি পরতে পরতে। গোপালগঞ্জ নিবাসী দীপান্বিতা রায় কেবল ঔপন্যাসিক নন, তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার ও গ্রন্থ আলোচক। ২০০৮ সালে তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'নির্বাচিত ছোটগল্প' পাঠকের মনে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। তার প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কাব্যগ্রন্থ 'ছুঁয়ে যায় স্বপ্ন যখন', এবং উপন্যাস 'নক্ষত্রের দুই রাত্রি' উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রজীবনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে 'ডেইলী সান' পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। কেবল লেখনীশৈলীই নয়, 'দ্বিখন্ডিত সত্তা'র প্রচ্ছদেও রয়েছে বৈচিত্র্য। তিনশ পাঁচ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির মূল্য চারশ' পঞ্চাশ টাকা। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন উৎস প্রকাশনী।

কৃতাঞ্জলি

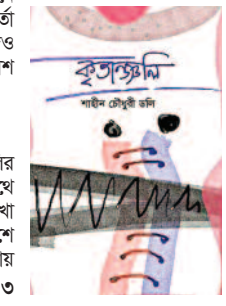

এবারের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী শাহীন চৌধুরী ডলির কাব্যগ্রন্থ 'কৃতাঞ্জলি'। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির সাথে সখ্যতা। সময়ের সাথে লেখার জগতের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত লেখা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশে বিদেশেও তার লেখা প্রকাশিত হয়। ২০১৭ সালের একুশে বইমেলায় প্রথম যৌথভাবে দুইটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার কণ্ঠ পত্রিকায় নিয়মিত তার কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

সিঙ্গাপুর এনইউএস মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটে দুদিনব্যাপী বিশ্ব শরণার্থী সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বাংলার কণ্ঠ প্রতিবেদক

সমুদ্র সৈকতে একটি শিশুর উপুড় করা মৃতদেহের ছবি নাড়া দিয়েছিল বিশ্বের মানবতার ঘুমন্ত বিবেককে। কেবল একটি ছবি যে হাজারো শব্দ থেকে শক্তিশালী, তা প্রমাণিত হয়েছে তিন বছরের শিশু আয়লান কুর্দীর প্রকাশিত এই ছবির মধ্য দিয়ে। এই শিশুটির পরিবার শরণার্থী হিসেবে তুরস্ক থেকে গ্রিসে যাওয়ার জন্য নৌকায়

উঠেছিল। দুর্ভাগ্য, শিশুটির বাবা ছাড়া সবাই মারা যায় নৌকাডুবিতে। জাতিগত বিরোধ, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, ধর্মীয় সংঘাতসহ নানা কারণে স্বদেশত্যাগী হয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে রাজনৈতিক, সামরিক, জাতিগত ও মতাদর্শের নানা সংকট মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে জাতি পরিচয়, বেঁচে থাকার অধিকার। ইতিমধ্যে ৬ কোটি ৫৬ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হয়েছে। সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আফ্রিকা থেকে শরণার্থী হিসেবে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে সাগরে সলিল সমাধি হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে।

শরণার্থী সংক্রান্ত সমস্যা বর্তমান বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ এক মানবিক সংকট। বিশ্ব সম্প্রদায় সমস্যাটির কারণে মারাত্মক উদ্বিগ্ন। আর এই বৈশ্বিক সমস্যাটি নিয়েই গত ৫ ও ৬ জানুয়ারি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। সেমিনারটির উদ্যোক্তারা হলো Middle East Institute (MEI), National University of Singapore এবং জাপানের Chiba University এর Center for Relational Studies on Global Crises (RSGC)। কনফারেন্সে বক্তাগণ বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা শরণার্থী ও অভিবাসীদের রাষ্ট্র তাদেরকে কিভাবে নিরাপত্তা এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

বাংলার কণ্ঠ'র ১২তম বর্ষে সকল প্রবাসীদের অভিনন্দন

মাতৃভাষা দিবস সবার জন্য বয়ে আনুক সমৃদ্ধি ও সাফল্য

জাহাঙ্গীর আলম জনি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

Rahman

Rahman Export and Import Trading (S) Pte Ltd.
17 Norris Rd, Singapore 208259
Phone :(65) 62966364, Fax:(65) 62965441
email: info@rahmanexp.com
website: www.rahmanexp.com

কোরট্রেড HRM Technology Pte Ltd প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Coretrade &

Skills Training

- Electrical Works
- Plumbing & Piping Work
- Waterproofing Works
- Welding (3G, 4G & 6G)
- Multi-Skills & R1 Upgrading

- পাস করা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সুবিধা আছে
- নিজ ভাষায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা
- প্রতিদিন ক্লাস করার সু-ব্যবস্থা রয়েছে
- কিস্তিতে পেমেন্ট সুবিধা

Untill Pass Facilities
Tamil Trainer Training
Everyday Class Open
Payment Can pay by Instalment

যোগাযোগ করুন HRM Techonology Pte Ltd Contact Us:

(65) 8251 9561 / 9078 7910
Blk 32, Toh Guan Road East, #01-05 (3rd Floor), 608578
Tel - 6266 6477 www.hrmfit.com

মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ

সৌদিতে নারী কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় শূন্য

সৌদি আরবে নারী কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় শূন্য বলে উল্লেখ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি। তিনি আরও জানান তবে পুরুষ কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ব্যয় সর্বোচ্চ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। সম্প্রতি সংসদে সরকারি দলের সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরীর এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও জানান, সরকার সম্প্রতি ১৬টি দেশের অভিবাসন ব্যয় পুনঃনির্ধারণ করেছে। দেশ ও পেশাভেদে বিভিন্ন দেশে গমনকারী কর্মীর অভিবাসন ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সৌদি আরবে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে মহিলা কর্মী পাঠানোর পাশাপাশি পুরুষ কর্মীদের জন্য সর্বোচ্চ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা এবং সিঙ্গাপুরে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা অভিবাসন ব্যয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানো হয়ে থাকে।

সরকারের পুনঃনির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় অনুযায়ী মালয়েশিয়া যেতে ১ লাখ ৬০ হাজার, লিবিয়া ১ লাখ ৪৫ হাজার ৭৮০, বাহরাইন ৯৭ হাজার ৭৮০ টাকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত ১ লাখ ৭ হাজার ৭৮০, কুয়েত ১ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা, ওমান ১ লাখ ৭৮০ টাকা, ইরাক ১ লাখ ২৯ হাজার ৫৪০ টাকা, কাতার ১ লাখ ৭৮০ টাকা, জর্ডান ১ লাখ ২ হাজার ৭৮০ টাকা, মিশর ১ লাখ ২০ হাজার ৭৮০ টাকা, রাশিয়া ১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৪০ টাকা, মালদ্বীপ ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৮০ টাকা, ব্রুনাই দারুস সালাম ১ লাখ ২০ হাজার ৭৮০ টাকা এবং লেবানন যেতে ১ লাখ ১৭ হাজার ৭৮০ টাকা অভিবাসন ব্যয় হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের ১৬৫টি দেশে কর্মী পাঠায়। ২০১৭ সালে ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ কর্মী বিদেশে গেছে। এটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫১ লাখ ৯৮ হাজার ৯১৪ জন কর্মী বিদেশ গেছেন।

দ্রব্যমূল্য ও ভ্যাট আরোপ

সৌদি ও আরব আমিরাতে বিপাকে প্রবাসীরা

গালফভুক্ত দেশগুলো করমুক্ত জীবনযাপন দিয়ে বিদেশীদের আকৃষ্ট করলেও জ্বালানি তেলের দরপতনের লোকসান কমাতে আর রাজস্ব বাড়াতে ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিভিন্ন দেশের সরকার। পহেলা জানুয়ারি থেকে চালু হয়েছে এ ব্যবস্থা। সংযুক্ত আরব আমিরাত বলছে, ভ্যাট থেকে ২০১৮ সালে আয় হবে ১২শ' দিরহাম। পেট্রোল, ডিজেল, খাদ্যপণ্য, পোশাক, বিভিন্ন বিল এবং হোটেল রুমও এখন পড়বে ভ্যাটের আওতায়। গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য দেশ বাহরাইন, কুয়েত, ওমান এবং কাতারও ২০১৯ সালের মধ্যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সার্ভিস চালু করবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

সৌদি আরব কর্তৃক নতুন ভ্যাট আরোপ ও জ্বালানি পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশটিতে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকরা। সৌদি নাগরিক, সরকারি কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যেখানে অতিরিক্ত বেতন ও বোনাস পাবেন, সেখানে সেসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন বিদেশীরা। ক্যাপিটাল ইকোনমিকসের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি সরকারের গৃহীত নতুন পদক্ষেপের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে বিদেশী শ্রমিকদের ওপর। প্রতিবেদনটির লেখক জ্যাসন টার্বি জানান, সৌদিতে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের ওপর বর্ধিত 'বিদেশী শুল্ক' আরোপ করেছে সরকার। প্রত্যেক বিদেশী শ্রমিককে ৪০০ সৌদি রিয়াল করে পরিশোধ করতে হচ্ছে। এছাড়া পোষ্যদের জন্য নির্ধারিত ফি বাড়ানো হয়েছে। বেশকিছু পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আরোপের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যস্ফীতিও দেখা দিয়েছে। ২০১৮ সালে দেশটির মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। পেট্রল ও বিদ্যুৎসহ জ্বালানি পণ্যের দাম বাড়ায় এমনটি হবে বলে ক্যাপিটাল ইকোনমিকসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পাম্পগুলোয় এরই মধ্যে জ্বালানি মূল্য অনেক বেড়েছে, যা কোথাও কোথাও ১২৭ শতাংশ। সাধারন ঘর-গৃহস্থালিতে বিদ্যুতের দাম ২৬০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যস্ফীতিতে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ যোগ হচ্ছে আরোপিত ভ্যাটের কারণে। ২০১৭ সালে সৌদি আরবে মূল্যস্ফীতির হার শূন্যের কাছাকাছি ছিল। তেলের দামে স্থিতিশীলতা এবং অর্থনীতিতে এর বিস্তৃত প্রভাবের কারণে মূল্যস্ফীতি ওই জায়গায় ছিল। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন ২০১৯ সালে গিয়ে মূল্যস্ফীতি আবার কমবে।

পাঁচ বছরেও খোলেনি আরব আমিরাতের শ্রমবাজার

সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শ্রমবাজার। কিন্তু এ শ্রমবাজারটি গত পাঁচ বছর ধরেই বন্ধ হয়ে আছে। যেখানে লাখ লাখ কর্মী যেত প্রতি বছর সেখানে এখন হাতেগোনা শ্রমিক যাচ্ছে। কী কারণে তারা বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে 'গড়িমসি' করছেন সে ব্যাপারে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও মুখ খুলতে চাচ্ছেন না। তবে মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতসহ সংশ্লিষ্টরা সম্ভাবনাময় দেশটিতে কর্মী পাঠাতে নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি গালফ নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) কর্মসংস্থান বা কর্মী ভিসা পেতে হলে বিদেশী শ্রমিকদের দাখিল করতে হবে সনদ। বিগত পাঁচ বছরে তারা ভালো আচরণ করেছেন কি-না তার খতিয়ান থাকবে এতে। নিরাপত্তার খাতিরে ইউএই সরকার আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে বিদেশী শ্রমিকদের আগেকার তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করবে।

ইউএই সরকারের বরাত দিয়ে গালফ নিউজ আরো জানিয়েছে, কাজপ্রত্যাশী প্রত্যেক বিদেশী শ্রমিককে তাদের নিজ নিজ দেশ, আগের কর্মক্ষেত্র অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে চারিত্রিক প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে। আর তা দাখিল করলেই নতুন কাজের ভিসা দেয়া হবে। এ ব্যাপারে গালফ নিউজের প্রশ্নের উত্তরে ইউএইতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান বলেছেন, আমরা এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। কারণ আমরা আশা করছি, কাজপ্রত্যাশী বাংলাদেশি শ্রমিকদের ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ থেকে থাকলে তা এর মধ্যে দিয়ে দূর হবে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিসংখ্যানে জানা যায়, ২০১৭ সালে দেশটিতে নারী কর্মী গেছেন তিন হাজার ২৭২ জন। অন্য দিকে পুরুষ কর্মী গেছেন চার হাজার ১৩৫ জন, যা খুবই কম বলে মনে করছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, ইউএই তে বর্তমানে মাসে পাঁচ-ছয়জন করে কর্মী যাচ্ছে। দূতাবাসের সত্যায়িত করা থাকলে তখনই তাদের বহির্গমন ছাড়পত্র দেয়া হচ্ছে জানিয়ে ওই কর্মকর্তা আরো বলেন, ওই দেশ থেকে এমপ্লয়মেন্ট ভিসা দিয়ে তারা প্রথম আমাদের মেইল করে। সব ঠিক থাকলে তখনই আমরা ছাড়পত্র দিচ্ছি।

উল্লেখ্য, ২০১২ সাল থেকেই দেশটিতে শ্রমিক যাওয়া বন্ধ রয়েছে। একটানা দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর গত বছর কিছু নারী ও পুরুষ শ্রমিক যেতে শুরু করে। তবে পুরোদমে দেশটির সরকার বাংলাদেশ থেকে কবে নাগাদ কর্মী নেয়ার কাজ শুরু করবে তা নিয়ে মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি রফতানিকারকদের সংগঠন বায়রার সাধারণ সদস্যরাও সন্দিহান।

এর আগে অবশ্য দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমরান বলেছিলেন, ইউএই সরকারের যৌথ একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে গিয়ে ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন ও বৈঠক করেন। তখন তারা বলেছিলেন, তারা ফিরে যাওয়ার পর মার্কেটটা দ্রুত খুলে যাবে। এরপরও এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত দেশটির সরকারের শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্রায়ই শ্রমবাজার খুলে দেয়ার জন্য কখনো টেলিফোনে আবার কখনো বৈঠক করে অনুরোধ জানানোর কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

কুয়েতে অবৈধ বিদেশিদের সাধারণ ক্ষমা

স্বস্তিতে হাজার হাজার বাংলাদেশি!

উপসাগরীয় ধনী দেশ কুয়েত অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশিদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেছে। এ ঘটনা দেশটিতে অবৈধভাবে বসবাসরত হাজার হাজার বাংলাদেশির মাঝে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এর ফলে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিসহ সব দেশের অবৈধ শ্রমিকরা নির্দিষ্ট জরিমানার বিনিময়ে কুয়েতে বৈধভাবে বসবাস করতে পারবেন অথবা জরিমানা না দিয়ে যার যার দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশি হেল্‌থ টেকনোলজি প্রফেশনাল মিজান আল রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সুযোগ থাকবে অবৈধ বসবাসকারীদের জন্য। অন্যান্য অবৈধদের মতো এখানে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্যও একটা বিশাল সুখবর এটা। তবে যাদের নামে আদালতে মামলা চলছে তারা এই সুযোগ পাবেন না। তারাও এই সুযোগের বাইরে থাকবেন যাদের ওপর কুয়েতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন সুযোগ ২০১৬ সালে সর্বশেষ দিয়েছিল কুয়েত সরকার। এরপর এ বছরের **এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪**

সূত্র : অনলাইন ও জাতীয় পত্রিকা

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ায় ১৭২ বাংলাদেশি আটক

মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসীদের আটক করতে ফের অভিযান শুরু করেছে দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। দেশটিতে ১৭২ বাংলাদেশি আটক হয়েছে। কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তরফে এটাকে রুটিন অভিযান বলা হলেও অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে ঢাকা। কর্মকর্তারা বলছেন, ৩১ ডিসেম্বর রি-হায়ারিং কর্মসূচির আওতায় বৈধতার জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর দফায় দফায় এ অভিযান চলছে। যাতে বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের অনিয়মিত লোকজনকে আটক করা হয়েছে। বাংলাদেশি হিসেবে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন দেশটিতে কূটনৈতিক অ্যাসাইনমেন্টে থাকা বাংলাদেশি কর্মকর্তারা।

তাদের সরবরাহ করা তথ্য মতে, রি-হায়ারিংয়ের আওতায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অবৈধ বা অনিয়মিত বাংলাদেশি বৈধতার জন্য অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধন করেছেন। সেই সংখ্যা ৫ লাখের বেশি হবে এমন ধারণা দিয়ে দূতাবাসের এক কর্মকর্তা বলেন, নিবন্ধিতদের মধ্যে যারা রি-হায়ারিংয়ের শর্তাবলী যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবেন তারা বৈধতা পাবেন- এটা প্রায় নিশ্চিত। তবে নিবন্ধন করেছেন কিন্তু কাগজপত্র ঠিক নেই- এমন সংখ্যা প্রায় ৫ পার্সেন্টের কাছাকাছি হবে দাবি করে এক কর্মকর্তা বলেন, নিবন্ধনের আওতায় আসেননি বা আসতে পারেননি এমন অনেকে রয়েছেন। তাদের নিয়েই যত শঙ্কা। তবে রি-হায়ারিং কর্মসূচির ডেটলাইন শেষ হওয়ার পর নতুন করে অবৈধদের বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগ মালয়েশিয়া দেবে কি-না? সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম এবং কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, আটককৃত বাংলাদেশিদের মধ্যে মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের সদস্যরাও রয়েছেন। দেশটির অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক সেরি মুস্তফা এ নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, আবদুল রউফ নামে এক বাংলাদেশিকে তারা আটক করেছেন, যার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে লোকজন পাচারের অভিযোগ রয়েছে। 'বাংলা' নামে পরিচিত মানবপাচারের হোতা রউফ ২০১৩ সালে ইটভাটায় কাজ করতে মালয়েশিয়ায় যান। তার বিরুদ্ধে মানবপাচারবিরোধী আইনে মামলা হবে জানিয়ে মহাপরিচালক জানান, আটককৃত বাকিদের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইনে মামলা হবে। রউফসহ মানবপাচার চক্রের মোট ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানিয়ে দাতুক সেরি মুস্তফা জানান, আটককৃতদের বয়স ২০-৪৫-এর মধ্যে। তাদের কাছ থেকে ৪৮টি পাসপোর্ট এবং ১৩ হাজার রিঙ্গিত উদ্ধার করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, পাচারকারীরা বাংলাদেশিদের প্রথমে বিমানে করে ঢাকা থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় নিয়ে আসেন। পরে সেখান থেকে তাদের মালাক্কা প্রণালীর এক জায়গায় এনে রাখা হয়। সুযোগ ও সময়মতো তাদের সেখান থেকে মালয়েশিয়ায় ঢোকানো হতো। এ জন্য প্রত্যেক বাংলাদেশির কাছ থেকে ১৫-২০ হাজার রিঙ্গিত (তিন লাখ ১৪ হাজার টাকা থেকে চার লাখ ১৮ হাজার টাকা) নেয়া হতো। কেউ টাকা দিতে না পারলে তাকে সেখানেই রেখে দেয়া হতো। টাকা বুঝে পাওয়ার পরই তাদের মালয়েশিয়ার নিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেয়া হতো বলে জানান অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক। এ ছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট ও অবৈধ সেক্টরে কাজ করার দায়ে সুবং জয়াতে আলাদা এক অভিযানে ১২১ বাংলাদেশি, ৬০ ভারতীয় ও দুই পাকিস্তানিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান মুস্তফা।

২০ টন আতশবাজি ও হাজার লিটার মদসহ বাংলাদেশি আটক

মালয়েশিয়ায় ২০ টন আতশবাজি ও এক হাজার লিটার মদসহ এক বাংলাদেশিকে আটক করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন ও কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। গত ১৮ ডিসেম্বর, 'অপস ক্রিসমাস' নামক একটি অভিযান পরিচালনা করার সময় রাওয়াংয়ের বাতু আরাং এলাকা থেকে এসব পণ্যসহ তাকে আটক করা হয়।

কাস্টমস বিভাগের উপমহাপরিচালক দাতো আজিমাহ আবদুল হামিদ জানান, সামনে চীনা নববর্ষ উদযাপনের জন্য ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করার লক্ষ্যে এসব পণ্য চীন থেকে অপরিশোধিত শুল্কে আনা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন পণ্যের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৯০ হাজার মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত। দাতো আজিমাহ আরো বলেন, তদন্তের জন্য ২৫ বছর বয়সী একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাস্টমস আইন ১৯৬৭-এর ১৩৫(১)(ডি) ধারার অধীনে মামলাটির তদন্ত করা হচ্ছে যেখানে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড এবং আটক পণ্যের মূল্য অপেক্ষায় ১০ গুণ অর্থ জরিমানার বিধান রয়েছে। অপরিশোধিত করের জন্য, অপরাধীকে পণ্যের মূল্য অপেক্ষা দুই গুণ অথবা ১০ হাজার রিঙ্গিত অথবা উভয় দণ্ডে অর্থ জরিমানা করা হবে বলে জানা গেছে।

Greetings on Immortal Ekushey & International Mother Language Day 2018

BENGAL MANAGEMENT & CONSULTANCY
(Company Reg. No.: 53160505A)

BENGAL MANAGEMENT & CONSULTANCY
Reg No. 53160505A
Bidhan Chandra Sarkar, **Tel: 9800 0051**

Services
► Company Incorporation ► Secretarial ► Accountancy
► Corporate & Individual Tax ► All Government Fillings
► Entry Pass ► Employment Pass ► S Pass ► PR ► Virtual Office

ব্যবসাবান্ধব দেশ সিঙ্গাপুরে আপনার ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শসহ সকল প্রয়োজনে আমরা বিশ্বস্থ সঙ্গী

বাংলাদেশি নতুন পাসপোর্ট (MRP) তৈরি করার জন্য অনলাইনে (INTERNET) ফরম পূরণ করা হয়

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ BENGAL MANAGEMENT & CONSULTANCY
30 Roberts Lane #02-01, Singapore 218309
Tel : +65 63966293, 63415238, Fax : +65 62972734
Email: info@singbusiness.com, contactus@pgnglobal.com
Web : www.pgnglobal.com

KHAN PRODUCTS PTE LTD
প্রবাসীদের তৈরি ও বিশুদ্ধ খাবার সরবরাহে দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নাম
SIX STAR RESTAURANTS PTE LTD
Wholesaler, Exporter, Importer of Rice
Fish Etc & Famous Food Catcrer.

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তঃ আমাদের কালের চোখে

ড. আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশের গোড়াপত্তন যে-ভাষা আন্দোলনে, তার গোড়ায় ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, তার সূচনায় তাঁর আত্মাহুতি। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নামটি তাই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁকে আমরা ভুলিনি। তাঁর কথা বলতে গেলে পুনরাবৃত্তিরই সম্ভাবনা। তাতে ক্ষতি নেই, বরঞ্চ তাই প্রয়োজন আজ। তিনি পূণ্যশ্লোক, তাঁর নাম বারবার উচ্চারণ করি। তিনি মহাপ্রাণ, তাঁকে অনুসরণের জন্য সকলকে আহ্বান করি। তিনি সত্যনিষ্ঠ, সেই সত্যের কণ্টকময় পথে অবিরাম না চলতে পারলে আমরা কখনও গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব না।

সবাই জানেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ছমাসের মাথায়, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, গণপরিষদে একটি ছোট সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ইংরেজির সঙ্গে উর্দুও পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে বিবেচিত হবে। ধীরেন্দ্রনাথের সংশোধনীতে বলা হয়েছিল, সেই সঙ্গে বাংলাও পরিষদের সরকারি ভাষারূপে গণ্য হবে।

ধীরেন্দ্রনাথ সংশোধনীটি দাখিল করেন ২৩ ফেব্রুয়ারিতে আর তা গণপরিষদে আলোচিত হয় ২৫ ফেব্রুয়ারিতে। 'আজাদ' পত্রিকায় ৪ মার্চে প্রকাশিত হাবীবুল্লাহ বাহারের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, গণপরিষদের আলোচনার আগে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল এবং তিনি ও মুসলিম লীগ দলীয় আরও কোনো কোনো সদস্য তাদের মধ্যে উর্দুভাষী সদস্যও ছিলেন তা সমর্থন করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ভোটে তাঁরা হেরে যান এবং সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয় ওই সংশোধনীর পক্ষে কিছু না বলার জন্যে।

তারপরও তিনি এবং আরও দুজন সদস্য কিছু বলতে চেয়েছিলেন, অবশ্য বললে হয়তো তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি সরকারি অবিচারের কথা বলতেন কিংবা বাংলা ভাষার প্রতি এদেশের মানুষের গভীর ভালোবাসার কথা বলতেন, সংশোধনীর পক্ষে কিছু বলতে পারতেন না তবে তাদের বলতে দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পরের দিনের 'আজাদ'এ এ নিয়ে বাহারের প্রতি কটুক্তি করা হয়েছিল এবং জিন্নাহর তিনি ছিলেন গণপরিষদের সভাপতি প্রতি দোষারোপ করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁকে।

এ তো হল যা হয়নি। এবারে দেখা যাক কী হয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আরও কিছু বলেছিলেন। প্রথমে বলেছিলেন, সরকারি কাগজপত্রে মুদ্রায়, নোটে, মনিঅর্ডার ফরমে, ডাকটিকিটে বাংলা ভাষা অবহেলিত, তাতে জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে। তারপর বলেছিলেন, তিনি মনে করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষারূপে রাষ্ট্রভাষার সম্মান বাংলার প্রাপ্য। পরিষদের নেতা লিয়াকত আলী খান বলেন, তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে, সংশোধনীটা নির্দোষ। তা যদি হয় তবে তারা তা গ্রহণ করলেন না কেন? কারণ, তার মতে, ধীরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার পরে তাঁর মনে হয়েছে যে, পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি এবং ভাষাগত ঐক্য স্থাপনে বাধাদান এর উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, এর রাষ্ট্রভাষা হবে এদেশের মুসলমানদের ভাষা উর্দু।

তার সুরে অনেকেই সুর মেলালেন। খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, পূর্ব বাংলায় শিক্ষা ও সরকারি কাজের বাহন হবে বাংলা এ সম্পর্কে সেখানকার মানুষের আবেগ প্রবল তবে উর্দু পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হলে তারা আপত্তি করবে না।

কংগ্রেস দলের সদস্যরা সংশোধনীর পক্ষে দুটি

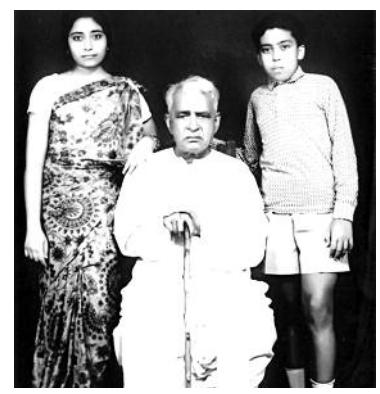

আরোমা দত্ত ও রাহুলের সঙ্গে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

> ১৯৭১এ তিনি আবার নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তারপর যখন নেমে এল ভয়াবহ আঘাত, তখনও তিনি নিরাপত্তার কথা ভাবেননি, দেশের ভবিষ্যতের কথাই ভেবেছিলেন। তিনি জানতেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য হতে যাচ্ছেন তিনি। তবু তিনি অকুতোভয়। পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ দেশের মাটি তাঁর রক্তে সঞ্জীবিত হোক

কথা বললেন। সংশোধনী প্রস্তাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাওয়া হয়নি, গণপরিষদের ভাষা করতে চাওয়া হয়েছে মাত্র। দ্বিতীয়ত, পরিষদের নেতার বক্তৃতা থেকে মনে হয়েছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলমান-অমুসলমানের অধিকার সমান নয়। এ কথা অমুসলমানদের বিশেষ করে ভেবে দেখতে হবে।

তমিজউদ্দীন খান স্মরণ করিয়ে দেন যে, গণপরিষদের সভাপতি সব সময় বলেছেন, পাকিস্তানে সকল নাগরিকদের অধিকার সমান। তবে তমিজউদ্দীনও সংশোধনীর বিরোধিতা করেন।

ভোটে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। এর প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্ররা ধর্মঘট করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানানো হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে ছাত্র-ধর্মঘট ও প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিনই 'আজাদ' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা: (ক) পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই তার রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল; (খ) দেশের ৬১ শতাংশ মানুষের ভাষা বাংলা পাকিস্তানে উপেক্ষিত হতে পারে না, বরঞ্চ তা রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা রাখে; (গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব সম্পূর্ণ যৌক্তিক; (ঘ) প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেও কায়েদে আজম বহুবার দেশকে বলে ঘোষণা করেছেন, সুতরাং লিয়াকতের বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করা যায় না; (ঙ) তবে তিনি যে উর্দুকে মুসলমানের জাতীয় ভাষা বলে অভিহিত করেছেন, এর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই; (চ) গণপরিষদের সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে নিষ্ঠুর আঘাত দেওয়া হয়েছে, ন্যায্য দাবির প্রতি উপেক্ষায় পূর্ব বাংলা আজ বিক্ষুব্ধ।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব কী ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা বোঝাতেই এত কথার অবতারণা। ১১ মার্চে সমগ্র প্রদেশে ধর্মঘটও হয় এই সূত্রে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পালা চলে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৫ মার্চ নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৮ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে পূর্ব বাংলায় সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ এবং যথাসম্ভব শীঘ্র বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন খাজা নাজিমুদ্দীন।

আবারও সংশোধনী আনেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাতে গণপরিষদের সদস্যদের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হয় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কিন্তু সে-প্রস্তাবও পাস হয়নি।

পাস হয়নি বললে ভুল হবে। পাস হয়েছিল, তবে ১৯৪৮ এ নয়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে। পূর্ব বাংলার এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

অভিবাসী শ্রমিকের ভাষা

এনামুল হক

একজন মীরজাফরের জন্যেই বাঙালীর উপর একশত নব্বই বছরের ব্রিটিশ বেনিয়ার শাসনের খড়গ নেমেছিলো। পরবর্তীতে মীরজাফরের আত্মীয়দের ভুলের মাশুলে, পুনরায় তেইশ বছরের পরাধীনতার তিক্ত স্বাদ নিতে হয়েছে। তারও আগে উনিশশত বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি গজব হিসেবে নাজেল হয়েছিল বাঙালীর উপর। ভিনদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার মতবাদকে নাজেহাল করতেই বাঙালীর নবজাগরণ, নবোত্থান, প্রতিবাদ, আন্দোলন, পরিশেষে রক্তপাতের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাতৃভাষার অধিকার। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালী জাতির উদ্দীপ্ত প্রাণের রক্তরাঙা দিন। এই দিনটিই আমাদের স্বাধীনতার রক্তাক্ত সোপানও বটে। এখানে দাঁড়িয়েই তিলে তিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। এই দিনে ঢাকায় শহীদ মিনারে ফুল দিয়েছি, খালি পায়ে হেঁটেছি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে গ্রামে থেকেও, শিশির ভেজা সকালে আমরা ক'জন খালি পায়ে হাঁটতাম। কোথাও শহীদ মিনার ছিলো না বলেই মনের মিনারেই ফুল দিতাম।

টেলিভিশন ও রেডিওতে অনুষ্ঠান দেখে, শুনে দিনটি পার করতাম। মনে মনে রক্ত ঝরতো প্রাণহীন নিষ্পাপ মহান ভাষা সৈনিকদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায়। স্মরণ করি, সেই সব শহীদদের যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ফিরে পেয়েছি মহান মাতৃভাষা। একইসাথে শ্রদ্ধা জানাই মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর সম্ভ্রম হারানো দু'লক্ষ মা বোনদেরকেও।

তারপর সামান্য বিদ্যা অর্জন করে, একদিন গ্রাম ছেড়ে শহরে, নগরে, বন্দরে, ঘুরে ঘুরে দেশের সীমানা পেরিয়ে যখনি বিশ্ব শ্রম বাজারের শ্রমিক হলাম তখনি আমার মাতৃভাষাও বিশ্বজনীন স্বীকৃতি পেলো। আনন্দের সীমা অসীমে হারিয়ে গেলো, তার অনুরণন এখনও প্রতি মূহুর্তে হৃদয়ে অনুভূত হয়। বিদেশে এসে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করলাম। ঘর্মাক্ত শরীরে ভাষাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম, যা শুধু প্রবাসী শ্রমিকদের জন্যে প্রযোজ্য তাকে নিয়ে ভাষাও বিভক্ত হলো, কথা ও কাজে, ভিন্নভাষা ভিন্ন ভিন্ন সমাজে।

> অভিবাসী শ্রমিকদের ব্যক্তি জীবনে বেশীরভাগ ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে নিয়ে থাকে কিন্তু প্রবাসে এটি পেট চালানোর জন্যে প্রথম ভাষাও বটে। অভিবাসী শ্রমিকগণ যেসব দেশে যাবেন, তাদেরকে সে দেশের ভাষার উপর একটি কোর্স করিয়ে নেয়া উচিত, যাতে তারা সে সমাজে শুরুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। নইলে ভাষা দীনতার দায়ে তাকে সেসব দেশে বারবার পুর্ণজন্ম নিতে হয়। এর দায় কোন সরকার এড়াতে পারেন না

আমার মতে ভাষা দুই প্রকার: মায়ের ভাষা এবং অভিবাসী শ্রমিকের ভাষা। মায়ের ভাষায়, বাসায় এবং সকল বাংলা ভাষার মানুষের সাথে কথা বলি, মনে যা চায় তার সবকিছু লিখে প্রকাশ করি। অভিবাসী শ্রমিকের ভাষা দিয়ে প্রবাস জীবনের দম আনা নেয়া করি, সেটিই এখন আমার মতো লক্ষ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিকের জীবনে অক্সিজেনের মতো কাজ করছে। অভিবাসী শ্রমিকদের ভাষা দিয়ে পেট ও পরিবার চালানো হয় প্রায় তিন যুগেরও উপরে। আজ পর্যন্ত কোন সরকারের এদিকে কোন নজর নেই। তারা শুধু মাতৃভাষা নিয়েই ব্যস্ত সময় পার করছেন। জাতিকে এগিয়ে নিতে, বিশ্বমানের শ্রমিক তৈরী করতে, একথা আজও কেউ ভেবে দেখেননি। দেখবেন কেনো, তাদের সে সময় কোথায়? একদিকে মানব সম্পদ রফতানী করে একটি শ্রেণী যুগে যুগে কোটিপতি হচ্ছে, অন্যদিকে প্রতিদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বাড়ার খবর বের হচ্ছে, এইতো ইতিহাস।

দেশের শিক্ষিতের একটা বড় অংশকে সরকার চাকরি দিতে পারে না, এরাই অশিক্ষিতের মতো দু'চোখে যখন অমানিশা দেখেন তখন কোন আদম বেপারীর হাত ধরে জাটকা ইলিশের মতো বস্তাবন্দী হয়ে স্বল্প বেতনে পেটের দায়ে আমার মতো দেশের বাইরে চলে আসতে বাধ্য হয়। বিদেশে কাজ করতে গিয়ে অনেক উচ্চ শিক্ষিত শ্রমিকেরও পেট চালানোর ভাষা দুর্বলতা কেটে উঠতে কয়েক বৎসর সময় লেগে যায়। বহুকষ্টে এরা শিরদাড়া সোজা করে দাঁড়াতে শেখে। এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

বাংলাদেশ নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সব দল, অস্থিরতার আশঙ্কা

হারুন হাবীব

সামনেই অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক অস্থিরতার এক আতঙ্কের মধ্য দিয়ে ২০১৮ সালকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। বছরের শেষের দিকে ১১তম পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য দেশ যতই প্রস্তুতি নিচ্ছে ততই রাজনৈতিক অস্থিরতায় ফেরার এক আশঙ্কা, উদ্বেগ বেশি করে দেখা দিচ্ছে। বেশির ভাগ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মত প্রকাশ করেছেন যে, ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ এই নির্বাচন হতে যাচ্ছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। কারণ, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের বিরোধী পক্ষগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে বলেই মনে হচ্ছে। তারা দেখাতে চায় যে, 'ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীনতাপন্থি' দলগুলো ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না।

এর আগের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৪ সালে। ওই সময় জামায়াতে ইসলামী সহ ইসলামপন্থি দলগুলো ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচন বর্জন করে। সৃষ্টি হয় এক সহিংস পরিবেশ। তার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন।

রাজনৈতিক অস্থিরতা যে সৃষ্টি হবে তার অন্যতম একটি আগাম ইঙ্গিত এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তা হলো আগেরবারের মতো সেই একই দাবিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি শুরু করেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি জোট। বিএনপির মূল নেতৃত্বে থাকা নেতারা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবেন না তারা। একই সঙ্গে তারা নির্বাচন তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেই যাচ্ছে, দেশের সংবিধানের অধীনে তারাই ক্ষমতায় থাকবে এবং তাদের অধীনেই হবে নির্বাচন।

চার বছর আগে, নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ভয়াবহ এক সহিংসতা প্রত্যক্ষ করে। বিশ্লেষকরা বলেন, ওই সময় বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে যে সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিল তা তাদের রাজনৈতিক ভুল ছিল-এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং এর জন্য তাদেরকে অনেকটা মূল্য দিতে হয়েছে। এখন বিরোধীরা সেই একই ভুল আর করতে চায় না।

সরকারের বিভিন্ন নীতিতে জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে তাকে পুঁজি করছে তারা। তবে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা চলছে। যদি বিচার বিভাগ থেকে তিনি অভিযুক্ত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হন তাহলে তাতে তারা কিছুটা হোঁচট খেতে পারেন।

বিএনপি ও তার ইসলামপন্থি মিত্ররা বিশ্বাস করে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে। পাশাপাশি তারা যুক্তি দেখান যে, ক্ষমতায় যাওয়ায় তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়বে আওয়ামী লীগ। ওদিকে

দ্য হিন্দু'র বিশ্লেষণ

> বেশির ভাগ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মত প্রকাশ করেছেন যে, ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ এই নির্বাচন হতে যাচ্ছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। কারণ, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের বিরোধী পক্ষগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে বলেই মনে হচ্ছে। তারা দেখাতে চায় যে, 'ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীনতাপন্থি' দলগুলো ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করছেন আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা। তারা বলছেন, আত্মতুষ্টি ভোগের ব্যাপারে তারা সতর্ক। তারা মনে করছেন, দলটিকে টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে হলে কার্যকর নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে হবে, দলের ভিতরের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে এবং সঠিক প্রার্থীকে বাছাই করতে হবে।

ক্ষমতাসীন দল আরো একটি চ্যালেঞ্জে পড়তে পারে, যদি জাতীয় পার্টির প্রধান এইচ এম এরশাদ এই জোট ছাড়েন এবং নিজেই লড়াইয়ের ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নেন।

সূত্র: http://mzamin.com/article.php?mzamin=99041

ইংরেজি শিক্ষা বিভাগ

রেজোয়ান পল্লব

বর্তমানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলো ইন্টারনেটভিত্তিক হওয়ায় ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে যারা বিদেশে থাকেন তাদের জন্য এই ভাষাটি আয়ত্ত্ব করা অপরিহার্য্য। শ্রমজীবী প্রবাসীদের ইংরেজি ভীতি দূর করার জন্য বাংলার কণ্ঠ'র ক্ষুদ্র আয়োজন।

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কতিপয় বাক্য

কোথায় ছিলে- Where have you been? [হয়্যার হ্যাভ ইউ বিন?]
আপনার নাম জানতে পারি- May I have your name? [মে আই হ্যাভ ইওর নেম?]
তোমার দিনটি সুন্দর হোক- Have a nice day. [হ্যাভ এ নাইস ডে]
আপনার ভ্রমণ সুন্দর হোক- Have a nice trip. [হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ]
আমার বলার কিছু নেই- I have no words. [আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস]
অনুগ্রহ করে বসুন- Please have a seat. [প্লিজ হ্যাভ এ সিট]
এক কাপ কফি খান, প্লিজ- Have a cup of coffee, Please. [হ্যাভ এ কাপ অফ কফি, প্লিজ]
আমার ক্ষুধা নেই- I have no appetite. [আই হ্যাভ নো এপেটাইট]
আর একটু নিন- Have a little more. [হ্যাভ এ লিটল মোর]
আপনার কোনো প্রশ্ন আছে- Do you have any question? [ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন?]
ওহ! আমি তোমার যন্ত্রণা বুঝতে পারছি- Oh! I can feel your pain. [ওহ! আই ক্যান ফিল ইওর পেইন]
আমাদের হৃদয় নিংড়ানো সান্ত্বনা- Our heartfelt condolence. [আওয়ার হার্টফেল্ট কনডোলেন্স]
এটা শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত- I'm sorry to hear that. [আই অ্যাম স্যরি টু হিয়ার দ্যাট]
তোমার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে- I feel sorry for you. [আই ফিল স্যরি ফর ইউ]
দূর্ভাগ্য! চিন্তা করো না- Bad luck! don't worry. [ব্যাড লাক! ডোন্ট ওরি]
আমি সেটার জন্য খুব দুঃখিত- I'm extremely sorry for that. [আই অ্যাম একসট্রিমলি স্যরি ফর দ্যাট]
তোমার অবস্থা দেখে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে- I'm terribly sorry to see your state. [আই অ্যাম টেরিবলি স্যরি টু সি ইওর স্টেট]

বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ

Good job – সাবাশ! [গুড জব]
Keep going - চলতে থাকো [কিপ গোয়িং]
Don't be afraid - ভয় পেয়ো না [ডোন্ট বি অ্যাফরেইড]
Never Give up - হাল ছেড়ো না [নেভার গিভআপ]
Good will- সুনাম [গুড উইল]
Good at - ভালো/ দক্ষ [গুড অ্যাট]
As good as - বলতে গেলে [অ্যাজ গুড অ্যাজ]
Make good - পালন করা [মেক গুড]
Cut a good figure - ভালো করা/ কৃতিত্ব দেখানো [কাট এ গুড ফিগার]
For good and all - চিরদিন [ফর গুড অ্যান্ড অল]
Hold good – খাটা [হোল্ড গুড] এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিবাসীদের বাংলা কাগজ
বাংলার কণ্ঠ
১২ বর্ষ | ২য় সংখ্যা | মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪ | ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সম্ভাবনাময় বৈদেশিক শ্রমবাজার

সাফল্য রক্ষায় দুর্নীতি দূর করতে হবে

জনশক্তি রফতানিতে সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্জিত হয়েছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ হতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোট ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ জন কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে, যা ২০১৬ সালের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশি কর্মী বিদেশে গমন করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, নারী ও পুরুষ উভয় কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে সর্বাধিক সংখ্যক কর্মী (৫,৫১,৩০৮ জন) সৌদী আরবে গমন করেছে। এরপরই মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার ও কুয়েতে (যথাক্রমে: ৯৯,৭৮৭ জন, ৮৯,০৭৪ জন, ৮২,০১২ জন ও ৪৯,৬০৪ জন)। ২০১৭ সালে ১ লাখ ২১ হাজার ৯৪১ জন নারী কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে সৌদী আরবে ৮৩,৩৫৪ জন, জর্ডানে ১৯,৮৭২ জন এবং ওমানে ৯,১৯৯ জন। ২০১৭ সালে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স এর পরিমাণ ১৩,৫২৬.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১২ লাখ কর্মী প্রেরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি উন্নত দেশ খোঁজা হচ্ছে। এর মধ্যে জাপান, ইতালি, প্যারাগুয়েসহ বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে। সেখানে প্রবাসীরা ভালো বেতনে কাজ করে দেশে ফিরে ভালো কিছু করতে পারবেন। বর্তমানে ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৮টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে (ডিপ্লোমা-ইন-মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, এসএসসি-ভোকেশনাল, ০২ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেডসহ অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী কোর্স), হাউজকিপিং কোর্স ও প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০১৭ সালে ৮ লাখ ১১ হাজার ২২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ সালের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২টি এবং প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৭ গুণ। ক্রমান্বয়ে অদক্ষ কর্মী প্রেরণ কমিয়ে আধাদক্ষ ও দক্ষ কর্মী প্রেরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় ১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ১ম পর্যায়ে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ২৯টি জেলার জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তা আরো সম্প্রসারিত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ মন্ত্রণালয়ের শ্রম কল্যাণ উইং এর সংখ্যা ৩০টি। এর মধ্যে ২০১৭ সালে ২টি শ্রম কল্যাণ উইং চালু করা হয়েছে। সম্ভাবনাময় বৈদেশিক শ্রমবাজারে মানবসম্পদ প্রেরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা দেরিতে হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কানে পানি ঢুকেছে। কিন্তু সমস্যা হলো গোঁড়ায় সমাধান না করে উপরে উপরে প্রকল্প বাস্তবায়নে নানান উদ্যোগ নিলে সেটা কতটুকু ফলপ্রসু হবে? আমাদের শ্রমবাজার দুর্নীতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এখানে এমন একটি সেক্টর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতি নেই। আগে তো আগাছা পরিষ্কার করতে হবে তারপরে গাছে মাটি, সার ও পানি দিতে হবে তাহলেই না গাছ ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনবে!

> কিন্তু সমস্যা হলো গোঁড়ায় সমাধান না করে উপরে উপরে প্রকল্প বাস্তবায়নে নানান উদ্যোগ নিলে সেটা কতটুকু ফলপ্রসু হবে? আমাদের শ্রমবাজার দুর্নীতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এখানে এমন একটি সেক্টর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতি নেই। আগে তো আগাছা পরিষ্কার করতে হবে তারপরে গাছে মাটি, সার ও পানি দিতে হবে তাহলেই না গাছ ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনবে!

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হওয়ায় এমনিতেই অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান খুব সীমিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশি শ্রমশক্তি রফতানীর বৃহত্তম বাজার হিসেবে সৌদী আরবের কথাই ধরা যাক। দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও প্রতীক্ষার পর বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য সৌদী শ্রম বাজারের দুয়ার পুনরায় উন্মুক্ত হলেও তা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর পর্যাপ্ত উদ্যোগ বা গাইডলাইন দেখা যাচ্ছে না। বিশেষতঃ জিটুজি ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ব্যয়ে শ্রমিক পাঠানোর উদ্যোগে যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল তার বাস্তব প্রতিফলন একেবারেই অনুপস্থিত। সৌদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারেও একই অবস্থা বিরাজমান রয়েছে। যে সব বিষয়কে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে সৌদী শ্রমবাজারে আমাদের শ্রমিকদের জন্য অচলাবস্থা ও দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছিল শর্ত সাপেক্ষে তা উত্তরণে দুই দেশের সরকার একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হলেও শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তম শ্রমবাজারকে আবারো ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্রায় এক দশকের ঘোষিত-অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা শেষে বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার যখন আবারো সম্ভাবনাময় ও সরগরম হয়ে উঠেছে তখন একশ্রেণীর অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির দু'নম্বরী কর্মকাণ্ডের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে নতুন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভুয়া সার্টিফিকেট দেখিয়ে বিদেশে যাওয়ার পর শ্রমিকদের নানা ধরনের সংক্রামক ও ভাইরাল রোগ ধরার পড়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে। এর ফলে বাংলাদেশে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, একইভাবে শ্রমিক প্রেরণে সংশ্লিষ্ট দফতরে তদারকি ব্যবস্থা নিয়েও সৌদী আরবসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রশ্ন তোলার সুযোগ তৈরী হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কয়েক লাখ জনশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। এর সিংহভাগই দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক হলেও বাড়ছে পেশাজীবী অভিবাসন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, বাংলাদেশ থেকে ২০১৩ সালে বিভিন্ন দেশে পেশাজীবী শ্রেণীতে জনশক্তি রফতানি হয়েছিল মাত্র ৬৮৯ জন। পরের দুই বছর অর্থাৎ ২০১৪ ও ২০১৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ হাজার ৭৩০ ও ১ হাজার ৮২৮ জন। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা আড়াই গুণ বেড়ে ৪ হাজার ৬৩৮ জনে উন্নীত হয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালে ৪ হাজার ৫০৭ জন পেশাজীবী বিদেশে গমন করেন। কাতারে পেশাজীবী কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। এ বিষয়ে গত বছর বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে যৌথ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নার্স, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, সেলস পারসনসহ সব খাতে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা হয়েছে দক্ষ নারী কর্মী ও গৃহকর্মী পাঠানোর বিষয়েও। ন্যাশনাল ভিশন ২০৩০ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমিক আমদানির আগ্রহ দেখিয়েছে কাতার। একইভাবে কানাডা সরকার আগামী তিন বছরে কয়েক লাখ দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি আমদানির ঘোষণা দিয়েছে, যা কাজে লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। ওমানে বর্তমানে প্রায় ছয় লাখ বাংলাদেশি কর্মরত আছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সরকারি জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলের মাধ্যমে চিকিৎসক ও প্রকৌশলীদের পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াতেও বাংলাদেশ থেকে পেশাজীবী শ্রেণীতে জনশক্তি নেয়ার বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অতীতে যে সব বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি শ্রমিকরা সৌদী আরবসহ বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোতে অনাকাঙ্খিত নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছিল সে সব বিষয় পুরোপুরি একপাক্ষিক ছিল না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি দুর্ভোগ ও নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের শ্রমিকদেরকেই। সন্দেহ নেই, ঘুষ-দুর্নীতি বাংলাদেশে অন্যতম সামাজিক-প্রশাসনিক সমস্যা। সৌদি আরবে, আরব আমিরাতে বা মালয়েশিয়ায় যাই ঘটুক, আমাদের শ্রমবাজার তথা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা অক্ষুণ্ন রাখতে বৈদেশিক শ্রমবাজার সংক্রান্ত প্রতিটি ধাপ ও খাতকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গতিশীল রাখতে হবে। অননুমোদিত মেডিকেল সেন্টারের ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে বিদেশগামি শ্রমিকদের দুরারোগ্য, সংক্রামক ব্যাধি ধরা পড়লে সউদী বা জিসিসিভুক্ত দেশগুলোতে আবারো নিষেধাজ্ঞা জারি হলে তা বিদেশে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা ও অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কোন একটি দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পর্কে নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হলে তার প্রভাব অন্যান্য দেশেও পড়বে। এতে অর্থনীতির প্রধান খাত জনশক্তি রফতানী ভয়াবহ সংকটে পড়তে পারে। কোন দুর্নীতিবাজ রিক্রুটিং এজেন্ট কিম্বা দূতাবাসগুলোর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার কারণে নতুন কোন নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হওয়ার আগেই এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি অধিদফতর, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেশের উন্নয়ন, টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যতা কমাতে হলে বৈশ্বিক অভিবাসন বাজারে অব্যাহতভাবে জনবল পাঠানো এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যাতে হয়রানির শিকার না হয়, সেজন্য দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে সরকারের তদারকি ব্যবস্থাও জোরদার করা আবশ্যক। বিশ্ব অর্থনীতির একটি বিরাট অংশ নির্ভর করে অভিবাসীদের শ্রমের উপর। এহেন বাস্তবতায় আমাদের অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করাও সংশ্লিষ্ট সবারই দায়িত্ব।

পাঠকের চিঠি

(এখানে প্রকাশিত সব মতামত লেখকের ব্যক্তিগত, বাংলার কণ্ঠ'র সম্পাদকীয় নীতির আওতাভুক্ত নয়।)

প্রবাসে দুর্নীতিবাজদের মূলোৎপাটন সময়ের দাবি

নতুন বছরে শুরুতে শ্রমজীবী প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে দুর্নীতির মূলোৎপাটনে **"সিঙ্গাপুরে বহুমুখী কোম্পানির মোহময় জালে শত শত শ্রমজীবী প্রবাসী"** শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য বাংলার কণ্ঠকে অশেষ ধন্যবাদ। যদিও গত ১২ বছরে বাংলার কণ্ঠ সিঙ্গাপুরে কর্মরত শ্রমজীবী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা যেমন, খাবার, বাসস্থান, কর্মক্ষেত্রে বেতন-বিবাদসহ এজেন্ট কর্তৃক প্রতারণা, চাকরি দেয়ার নামে হয়রানি নিয়ে বিভিন্নরকম তথ্যমূলক অনুসন্ধানী রিপোর্ট যেমন প্রকাশ করেছে তেমনি প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে হাই কমিশনের উদাসীনতা, অবৈধ হুন্ডি, স্বর্ণ চোরাচালান, প্রবাসীদের পাসপোর্ট নিয়ে হয়রানি সহ সিঙ্গাপুরের আইন কানুন সংক্রান্ত বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয়গুলোতেও আলোকপাত করেছে কোনরকম পক্ষ অবলম্বন না করেই। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন বছরের সংযোজন প্রবাসীদের নিয়ে সমবায় সমিতির প্রতারণা একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা প্রবাসীরা ঘাটে পথে মরি। যখন বিদেশে আসার স্বপ্ন দেখি তখন স্বদেশের এজেন্ট, রিক্রুটিং এজেন্সি, ট্রেনিং সেন্টারও স্বপ্ন দেখায় এবং বিদেশে আসার পরে নিয়োগকর্তা, কর্মক্ষেত্রের উর্ধ্বতন, অধঃস্তন থেকে শুরু করে এদেশে আগে যারা এসেছে অর্থ্যাৎ একটু সিনিয়র পর্যায়ের বড়ভাই, বন্ধু, কমিউনিটির কতিপয় হঠকারী ব্যক্তিবর্গসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শুরু হয় স্বপ্ন দেখা আর ভাঙার মহোৎসব। এরই মধ্যে ঘামের নোনা জলে তিল তিল করে সঞ্চিত অর্থে চোখ পড়ে কখনও স্বজাতি কখনও বিজাতীয় বন্ধুরূপী প্রতারকদের। তাদের গাড়ি-বাড়ি, বিলাসবহুল জীবন হাতছানি দেয়, আবার পর্বতপ্রমাণ স্বপ্ন পূরণের আশ্বাসে, তাদের কথার মিষ্টত্ব এড়াতে না পেরে আমরাও বলি হই লোভের যুপকাষ্ঠে। ঠিক এমনটিই ঘটেছিল 'এভারশাইন (ইশা) বহুমুখী সমবায় সমিতি' বা 'এভারশাইন গ্রুপ'র ক্ষেত্রেও। এখানে বিশ্বাসটা কাজ করেছিল অন্যরকমভাবে। একদিকে স্বদেশি, তারপরে আবার সে আমাদেরই মতো একজন সাধারণ প্রবাসী শ্রমিক হয়ে বিলাসী জীবন যাপন করছে দেখে অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠে। প্রবাসের কষ্টার্জিত উপার্জনের বিনিময়ে যদি দেশে একটুকরো জমি কিংবা ফ্লাট, গাড়ি, কোম্পানির পরিচালকের পদ লাভ করা যায়, তাদের মত স্যুট টাই পরে ঘোরা যায়, প্রবাসে উচ্চ মূল্য দিয়ে নিজের শ্রম কিনে এসে গায়ে সেঁটে থাকা শ্রমিক নামের তকমা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাতে ক্ষতি কি? কথায় বলে না 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট' আমাদেরও হয়েছে সেই অবস্থা। মাসে মাসে বাড়িতে কম টাকা পাঠিয়ে, একবেলা খেয়ে না খেয়ে সমিতির সদস্য হয়েছি, প্রতি মাসে বেতন পেয়ে সবার আগে সমিতির মাসিক কিস্তির টাকাটা সমিতির পরিচালকদের হাতে সযতনে তুলে দিয়েছি, লোভনীয় প্রস্তাবে আকৃষ্ট হয়ে আবার কেউ কেউ ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে কোম্পানির নামসর্বস্ব পরিচালক হয়েছি, তাদের কথায় বিশ্বাস করে বাজার মূল্য থেকে বহুগুণ উচ্চ মূল্যে কাজীর গরু কেতাবে থাকা জমি, ফ্ল্যাটের বুকিং দিয়েছি, আর বিনিময়ে রক্ত পানি করা টাকা দিয়ে বাহারী রঙে ছাপানো কাল্পনিক সুদৃশ্য অট্টালিকার ছবি সম্বলিত দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনেছি। দীর্ঘ সময় পার করার পরে বোধোদয় হয়েছে আমাদের সকলেরই। আমরা বাংলাদেশিরা নিজেদের যতই চালাক ভাবি না কেন আসলেই আমরা বোকা, লাভের লোভ দেখিয়ে আমাদের মত প্রবাসীদের সহজেই কিনে নেয়া যায়। এতো গেল আমাদের কথা। এবার আসি আমাদের স্বজাতি যারা আমাদের সাথে বছরের পর বছর ধরে এতবড় পরিকল্পিত প্রতারণা করেছে তাদের কথায়। যখন আমাদের সদস্য করা হলো তখন কি মিষ্টি মিষ্টি কথা, যেন চিনি ছাড়াই শরবত বানানো যাবে। আর তাদের বিশ্বাস করবোই বা না কেন? যখন দেখেছি সাবেক হাই কমিশনার, সেখানকার কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশি কম্যুনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, পি আর সিটিজেন, ব্যবসায়ী সংগঠনের বড় বড় মাথারা বিভিন্ন সময়ে তাদের অনুষ্ঠানগুলোতে আসন অলংকৃত করছেন, এধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন, আমাদের উৎসাহিত করছেন। অথচ যখন অঘটন ঘটলো তখন আর কাউকেই পাশে খুঁজে পাওয়া গেল না। ভাবতেও অবাক লাগে, এত এত বিজ্ঞজনেরা বছরের পর বছর ধরে এই প্রতারক সিন্ডিকেটের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মোড়কে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ কি একবারও ভাবেননি আয়োজকরা তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনে নিপুণভাবে আমন্ত্রিত অতিথিদের ব্যবহার করছেন, তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আমাদের মতো শত শত শ্রমিকদের হাড়ভাঙা শ্রমের অর্থে নিজস্ব ব্যবসার পরিধি বাড়াচ্ছেন, মিলাদ মাহফিল আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নামে সাধারণের আইওয়াশ করছেন? জানামতে, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশি কম্যুনিটির বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কাছে প্রতারিত ভুক্তভোগীরা উল্লিখিত সমিতির প্রতারণা, তাদের টাকা ফিরে পাওয়ার সহযোগিতা চেয়ে আকুতি জানিয়েছেন কিন্তু বলাই বাহুল্য তারা এই ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরের কথা কেউ কেউ কোন প্রতিক্রিয়াই দেখাননি। এখানেই শেষ নয়, রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পরে শুনেছি যারা মুখ খুলেছেন তাদেরকে দেশে এবং সিঙ্গাপুরেও বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। এমনকি যাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে উক্ত কোম্পানিতে অর্থের বিনিময়ে পরিচালকের পদ দিয়ে সমিতির শেয়ারধারী করা হয়েছে, তাদেরকেও বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, কোম্পানির সকল দায়-দায়িত্ব উদ্যোক্তাদের সাথে তাদেরও নিতে হবে। বাস্তবে কোম্পানির অর্থ কোথায় কি করা হয়েছে পরিচালকদের কেউই অবগত নন। নামসর্বস্ব পরিচালক বানিয়ে মূল উদ্যোক্তাদের অপরাধের দায়ভার পরিচালক ও বিনিয়োগকারী হিসেবে সাধারণ সদস্যদের উপর চাপিয়ে মিথ্যে ভয় দেখানো হচ্ছে যাতে তারা কোথাও মুখ না খোলেন। এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে একজন স্বদেশি হিসেবে আরেকজন স্বদেশির কাছে বিপদে সাহায্য পাওয়ারই তো কথা ছিল। যাই হোক দেরিতে হলেও বাংলার কণ্ঠ রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে এজন্য একটু ভাল লাগছে, কিছুটা ভরসাও পাচ্ছি। টাকা কবে পাব, কিম্বা আদৌ আমাদের ভাগ্যের সিঁকে ছিঁড়বে কিনা সেটা অনিশ্চিত হলেও রিপোর্টটি পড়ে অন্তত কয়েকজন প্রবাসীও তো ভবিষ্যতে এরকম প্রতারণায় জড়ানোর আগে দু'বার ভাববেন আবার যারা এ ধরণের প্রতারণার জাল বিছিয়ে এগোবে তারাও একবার হলেও ভাববে, এখানেই আপাতত স্বস্তি খোঁজার চেষ্টা করছি। তবে বিদেশে বসে এধরনের প্রতারণা করে কেউ পার পেয়ে গেলে তার দায় অনেকটা অলিখিতভাবেই বিদেশে আমাদের দেখভাল করার একমাত্র অভিভাবক হাই কমিশন, কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপরেই বর্তায়, সেটা তারা সজ্ঞানে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকুন বা নাই থাকুন। তাই এখানকার হাই কমিশন ও ব্যবসায়ী সংগঠনসহ কমিউনিটির নেতৃস্থানীয়দের কাছে আমাদের আকুল আবেদন বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশকে যারা এভাবে ডোবাচ্ছে তাদের কোনো প্রকার প্রশ্রয় নয়, যারা ভুক্তভোগী তাদের শ্রমার্জিত অর্থ ফেরত পেতে সহায়তা করুন। এবং এধরনের প্রতারণা করতে দ্বিতীয়বার যাতে কেউ সাহস না পায় সেলক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নতুন বছরে সবার শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এটাই প্রত্যাশা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এভারশাইন (ইশা) বহুমুখী সমবায় সমিতি ও এভারশাইন গ্রুপের ভুক্তভোগী প্রবাসীরা

বাংলাদেশি কম্যুনিটিতে এ যাবত কালের সর্ব বৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি
সিঙ্গাপুরে বহুমুখী কোম্পানির মোহময় জালে শত শত শ্রমজীবী প্রবাসী

> আমরা প্রবাসীরা ঘাটে পথে মরি। যখন বিদেশে আসার স্বপ্ন দেখি তখন স্বদেশের এজেন্ট, রিক্রুটিং এজেন্সি, ট্রেনিং সেন্টারও স্বপ্ন দেখায় এবং বিদেশে আসার পরে নিয়োগকর্তা, কর্মক্ষেত্রের উর্ধ্বতন, অধঃস্তন থেকে শুরু করে এদেশে আগে যারা এসেছে অর্থ্যাৎ একটু সিনিয়র পর্যায়ের বড়ভাই, বন্ধু, কমিউনিটির কতিপয় হঠকারী ব্যক্তিবর্গসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শুরু হয় স্বপ্ন দেখা আর ভাঙার মহোৎসব

সিঙ্গাপুরে বহুমুখী কোম্পানির মোহময় জালে

প্রবাসী জীবন কেমন কাটছে। আপনার চারপাশে ঘটছে নানা ঘটনা। আর আপনার সঙ্গে আছে বাংলার কণ্ঠ। বাংলার কণ্ঠ-এ আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। আপনি চিঠি লিখুন আপনার প্রবাসী জীবন নিয়ে। অথবা ফেলে আসা কোনো স্মৃতি নিয়ে। আমরা তা যত্নসহকারে ছাপবো।
e-mail: banglar_kantha@yahoo.com.sg,
H/P: 96635924, 8115 9316

Editor-in-Chief
A K M Mohsin

Dhaka Editor
Nurun Naher Papry

India Bureau Chief
Lopamudra Chakraborty

Contributor & Consultant
Manishankar Prasad

Photo Journalist
Dimitra Meghawaty Roja

Contributors
M Kibria Shah
Kibria Mohd. Shajahan
Rokeya Lita

Published By
বেঙ্গল কনসোর্টিয়াম (সিঙ্গাপুর) প্রাঃ লিঃ
BENGAL CONSORTIUM (S) PTE. LTD
53A Rowell Road
Singapore 208000
Phone & Fax : +65 67 470640
H/P : +65-9663 5924,
+65-81159316
E-mail : vobangal@yahoo.com.sg
banglar_kantha@yahoo.com.sg

Dhaka Bureau Chief
Md. Ehtesham Adnan

Bangladesh Bureau Office
Ka-93, Kuril Kazibari, Khilkhet, Dhaka-1229
Cell: +88 01715809214
+88 01710823926
e-mail: ehtesham_adnan@yahoo.com
misaf.bangladesh@gmail.com

Chief Graphic Designer
Mohammad Ali

Printed By
Ashraf Printing & Packages
192 Fakirapool, Motijheel
Dhaka- 1000, Bangladesh
Phone & Fax : 88-02-8355132

হুন্ডিকে না বলুন

* হুন্ডি ব্যবসা বাংলাদেশ এবং সিঙ্গাপুর উভয় দেশেই নিষিদ্ধ এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
* হুন্ডি ব্যবসায়ী দেশ ও জাতির শত্রু এবং সমাজের নিকট ঘৃণিত।
* হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো মানে নিজ দেশ ও জাতির সাথে প্রতারণা করা এবং দেশের উন্নয়নে পরোক্ষভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করা।
* হুন্ডি ব্যবসা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেয়।
* হুন্ডি ব্যবসা রোধে সরকারের বৈধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠান।
* মাত্র কয়েকটি টাকা বেশি মূল্য পেতে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে অপরাধ সংগঠনে সহায়তা করবেন না ও কষ্টার্জিত অর্থ খোয়াবেন না।
* হুন্ডির টাকা অবৈধ অস্ত্র, নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য, নারী ও মানবপাচার ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রায়ঃশই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
* নিজ দেশকে ভালোবাসুন এবং হুন্ডি ব্যবসাকে চিরতরে উৎখাতে বদ্ধপরিকর হউন।
* বৈধ পন্থায় দেশে টাকা পাঠিয়ে দেশের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হউন।
* হুন্ডি ব্যবসার সাথে জড়িতদের সম্পর্কে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করুন।

জনস্বার্থে বাংলার কণ্ঠ প্রচার সেল

অসৎ লোকের কর্মকাণ্ডে
সমাজ ধ্বংস হয় না
সমাজ ধ্বংস হয়
ভাল মানুষের নিষ্ক্রিয়তায়...
-জনস্বার্থে বাংলার কণ্ঠ প্রচার সেল

যখন কোনো দেশ বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতিপরায়ণ অযাচিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্মানিত হয়, তখন বুঝতে হবে ঐ দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রযন্ত্রে পচন ধরেছে। তখন সেই রাষ্ট্রযন্ত্র বা ব্যক্তির প্রতি সাধারণের আস্থা উঠে যায়।
-জনস্বার্থে বাংলার কণ্ঠ প্রচার সেল

মাতৃভাষা এবং ইসলামে এর মর্যাদা

মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

পড়, তোমার প্রভুর নামে, সৃষ্টি করেছেন যিনি। আমরা যারা বিশ্বাসী, তারা বিশ্বাস করি, আমার প্রভুই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর এই শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। পবিত্র ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব অনেক। হাদিস শরিফে রয়েছে 'হুব্বুল অতনে মিনাল ইমান' অর্থাৎ মাতৃভূমিকে ভালোবাসা বা দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। ভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে আররাহমান আল্লামাল কোরআন, খালাকাল ইনছান, আল্লামাহুল বায়ান' অর্থাৎ করুণাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন ভাষা-বর্ণনা। পবিত্র কোরআনে মাতৃভাষার আরও গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে ইরশাদ হচ্ছে-আমি সব পয়গম্বরকে তাদের স্বজাতীয় ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি। যাতে তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে। আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যে গোত্রে যে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন ওই গোত্রের যে ভাষা প্রচলন ছিল ঠিক সেই ভাষাভাষী করেই নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। চারটি বড় আসমানি কিতাব- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কোরআন। শুধু পবিত্র কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়। সব নবী-রাসূলের ভাষা আরবি ছিল না। এর কারণ হলো, যাতে দীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানো সহজ হয় এবং উম্মতদের জন্য বুঝতে কঠিন না হয়।

মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার শুধু জন্মগত নয়, বরং মাতৃভাষা আল্লাহর প্রদত্ত একটি বিশেষ নেয়ামত ও নিজস্ব মৌলিক অধিকার। এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। আমাদের বাংলা ভাষার রয়েছে একটি নিজস্ব ইতিহাস। এই বাংলা ভাষাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল অনেক বিজাতীয় শাষকগোষ্ঠী। কিন্তু পারেনি। বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে বহু আগে। এক সময় বর্ণবাদী সেন বংশীয়রা বাংলাভাষী পাল বংশীয়দের কাছ থেকে এদেশ দখল করে নিয়ে আমাদের বাংলা ভাষাকে নির্মূল করে দিতে উদ্যত হয়ে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় সংস্কৃত ভাষা। তারা বাংলা ভাষাকে কোন মর্যাদাই দেয়নি। এ ভাষাভাষী লোকদের কুৎসা, বিদ্রূপ ও গালাগাল করত। ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষম্য আর নির্যাতনে যখন নিষ্পেষিত হচ্ছিল বাঙালি জাতি, তখন গর্জে ওঠেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি। তিনি বাংলা জয় করে বাংলা ভাষাকে সবার ওপরে তুলে ধরেন। এরপর পলাশীতে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশের রাজত্ব দখল করে নেয়। দীর্ঘ দুইশ' বছর ইংরেজরা এদেশ শাসনের নামে শোষণ করেছিল। তাদের নির্যাতন ও অত্যাচারের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল বাংলা ভাষাভাষীসহ অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা। সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে এদেশ থেকে ইংরেজরা চলে যেতে বাধ্য হয়। এরপর ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান অর্জিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যদিও ভৌগোলিক ও ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক তফাৎ বিদ্যমান ছিল, এরপরও একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল। পশ্চিমারাই দুটি প্রদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। পশ্চিমারা পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন নিপীড়ন করতে শুরু করল। সরকারি বা ভালো পদ পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের দেয়া হতো না। পশ্চিম

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

> কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে; সেভাবে জব্বার, রফিক, সালাম, বরকতের মতো বাংলার সাহসী সন্তানদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলা ভাষার চির আলোকোজ্জ্বল সূর্য পৃথিবীর আকাশে উদিত হয়েছে

ডিজিটাল হুন্ডি বন্ধ করার উপায় কী

মাহফুজুর রহমান

বাংলাদেশে অন্তর্মুখী রেমিটেন্সের ক্রমবর্ধমান ধারার মুখে ছাই ফেলে দিয়ে সিন্দবাদের ঘাড়ে চড়ে বসা বুড়োর মতোই চেপে বসেছে ডিজিটাল হুন্ডির জটিল প্রক্রিয়া। এতে অন্তর্মুখী রেমিটেন্স কমছে অথবা আশানুরূপ বাড়ছে না। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই সংবাদটি প্রচারিত হয়েছে। এর আগেও এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ডিজিটাল হুন্ডি বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ কেউ নিয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না।

যেসব দেশ থেকে প্রধানত বাংলাদেশে রেমিটেন্স আসে সেসব দেশের সবগুলোতেই বাংলাদেশিদের কর্মস্থল বা নিবাসের আশপাশে সাইনবোর্ড ঝুলছে, 'এখানে বিকাশ করা হয়।' বাংলা ভাষায় লেখা এই সাইনবোর্ড সৌদি আরব থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং অন্যসব রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশে ঝুলে আছে। ফলে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিরা প্রলোভনে পড়ে ছুটে যাচ্ছেন এসব হুন্ডি ব্যবসায়ীর কাছে। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে, আজকাল আর ছোট আকারের কোনো রেমিটেন্স ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে আসে না। ক্ষুদ্র আকারের বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরকরা এখন হুন্ডিওয়ালাদের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকেন। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় যেসব বাংলাদেশি এক্সচেঞ্জ হাউস কাজ করছে সেগুলোর ম্যানেজারদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে জানা গেছে, তাদের মাধ্যমে রেমিটেন্স আহরণ বিপুলভাবে কমে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে খুব শিগগিরই এসব এক্সচেঞ্জ হাউস বন্ধ করে দিতে হবে। ইতোমধ্যে কোনো কোনো ব্যাংক তাদের এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে লোকবল কমিয়ে আনার কথা ভাবছে।

জানা গেছে, রেমিটেন্স প্রেরণকারীরা এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে গেলে প্রেরিত টাকা বাংলাদেশের কোনো ব্যাংক শাখার সঙ্গে পরিচালিত হিসাবে জমা হয়। এই টাকা উঠাতে হলে রেমিটেন্স গ্রাহক বা তার প্রতিনিধিকে অফিস চলাকালীন ব্যাংকে হাজির হতে হয় এবং চেক উপস্থাপন করতে হয়। অন্যদিকে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো হলে বিদেশে অবস্থানরত হুন্ডিওয়ালার বাংলাদেশি প্রতিনিধি সেই টাকা তাৎক্ষণিকভাবে বা এক রাতের মধ্যে প্রাপকের মোবাইল হিসাবে পাঠিয়ে দেয়। ফলে প্রাপক যে কোনো সময় ক্যাশআউট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের এজেন্টের কাছ থেকে নগদ টাকা পেতে পারেন। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের সিংহভাগ ব্যবসা যেহেতু 'বিকাশ'র দখলে, তাই হুন্ডিতে টাকা পাঠানোর কাজটি প্রধানত সম্পাদিত হয় 'বিকাশ'র মাধ্যমে। হুন্ডিতে পাঠানো এই বৈদেশিক মুদ্রা কখনই বাংলাদেশে আসে না। এখানে স্থানীয় মুদ্রায় প্রাপকের হিসাবে প্রেরিত অর্থ জমা হয়। আর বিদেশে হুন্ডিওয়ালারা যে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করেন সেই টাকা ব্যয় হয় বিদেশে টাকা পাচারের কাজে, আন্ডার ইনভয়েসিং বা ওভার ইনভয়েসিংয়ের বিপরীতে উদ্ভূত বিদেশি পাওনা মেটানোর কাজে, অবৈধ পথে মাদক বা অস্ত্র আমদানির বিপরীতে টাকা পরিশোধের কাজে, মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের কাজে।

> ক্ষুদ্র আকারের বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরকরা এখন হুন্ডিওয়ালাদের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকেন। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় যেসব বাংলাদেশি এক্সচেঞ্জ হাউস কাজ করছে সেগুলোর ম্যানেজারদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে জানা গেছে, তাদের মাধ্যমে রেমিটেন্স আহরণ বিপুলভাবে কমে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে খুব শিগগিরই এসব এক্সচেঞ্জ হাউস বন্ধ করে দিতে হবে

তথ্যটি 'বিকাশ' কর্তৃপক্ষ যেমন জানে, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাও জানে। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের 'রকেট'সহ অন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের লোকরাও জানে। জন্মলগ্ন থেকেই বিকাশ খুবই বেপরোয়াভাবে ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ানোর কাজে লেগেছে। ফলে প্রতিযোগীদের ছাড়িয়ে তারা এগিয়ে গেছে অনেকদূর। আর এই এগিয়ে যাওয়ার দৌড়ে অধিক মনোযোগী থাকার জন্যই হয়তো বা এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা যথাযথ যাচাই-বাছাই করতে পারেনি। তাদেরই নিয়োজিত এজেন্টদের অনেকেই স্বাভাবিক কাজকর্মের চেয়ে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছেন হুন্ডি তৎপরতায়। এরা তাদের এজেন্সির সুবিধা ব্যবহার করে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠানো টাকা প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এ কাজ করে করে তাদের হাত এতটাই পেকেছে যে, তারা মিনিটে ৪৯টি পর্যন্ত ক্যাশ ইন করতেও দ্বিধা করেননি। খালি হাতে যে কোনো মেধাবী লোক প্রতি দুই মিনিটে একটির বেশি ক্যাশ ইন করতে পারেন না। তা হলে মিনিটে ৪৯টি ক্যাশ ইন করার রহস্য কোথায়। এখানেই শেষ নয়! এই দ্রুততর লেনদেনগুলো সাধারণত করা হয় রাত তিনটা থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে। বাংলাদেশে এমন কোনো বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে এ রকম গভীর রাতে মানুষ মোবাইল ফোনে ক্যাশ ইন করতে যান। তা হলে শেষ রাতে এত বিপুল পরিমাণ ক্যাশ ইন হওয়ার রহস্যটা কোথায়? এই ধরনের লেনদেন থেকে সহজেই বোঝা যায়, এজেন্টরা তাদের কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করে রেখেছেন যা পরিচালিত হয় বিদেশ থেকে, অনলাইনে। আর তাই শেষরাতে (বিদেশে হয়তো তখন শেষরাত নয়) বিভিন্ন দেশ থেকে একসঙ্গে ক্যাশ ইন পর্ব চলতে থাকে। এর মনিটরিং কেবল মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমেই সম্ভব। বাস্তবেও

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

চকলেটের উর্ধ্বে উঠতে হবে

মাহবুব কামাল

বস্তুতে যেমন কোনো দোষ থাকে না, প্রয়োগের দোষে অথবা মাথার দোষ-গুণ বিচারের অক্ষমতায় তা দোষী সাব্যস্ত হয়, ঠিক তেমন কিছু কিছু নির্দোষ শব্দও হরহামেশাই নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করে থাকি আমরা। উদাহরণগুলো দিয়ে নিই আগে। 'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দটি কেন শুধু মন্দার্থেই ব্যবহার করা হয় বুঝে আসে না। প্রতিক্রিয়া মানে ক্রিয়ার বিপরীতে যে ক্রিয়া। তাই যদি হয়, তাহলে তো প্রশ্ন ওঠেই, ক্রিয়ার বিপরীতে কি শুধুই খারাপ ক্রিয়া হয়, ভালো ক্রিয়া কেউ কখনও দেখায়নি বা দেখায় না? আবার সম্পূরক ক্রিয়াও তো প্রতিক্রিয়াই, সেটা ভালো ও খারাপ দুটোই হতে পারে নিশ্চয়ই। অথচ আমরা যখন বলি 'প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি', 'প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী'- তখন তা দ্বারা যথাক্রমে অপরাজনীতি এবং প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট কিংবা অপ্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীই বুঝিয়ে থাকি। হ্যাঁ, 'প্রতিক্রিয়াশীল' মন্দার্থক শব্দ বটে, যখন তা বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা প্রগতিকে আটকাতে চায়। অর্থাৎ শব্দটি সদা-সর্বদাই মন্দার্থক নয়; ভালোকে আটকাতে অথবা তার গতিকে ভুলপথে পরিচালিত করতে যে ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে শব্দটি পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হওয়াতেই তা শুধুই মন্দার্থক চরিত্র ধারণ করেছে।

এমন আরও আছে। যেমন, আরবি রাজাকার বা ইংরেজি collaborator শব্দের অর্থ সহযোগী। এই সহযোগিতা ভালো কাজের প্রতি হতে পারে, খারাপ কাজেরও। কিন্তু '৭১-এ পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী একটি সংগঠনের নাম ছিল যেহেতু রাজাকার বাহিনী এবং এই সংগঠনের সদস্যরা খুন-ধর্ষণ-লুট ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল, তাই শব্দটি একটি গালি হিসেবেই ঢুকে গেছে বাঙালির অভিধানে, এটি এখন নিয়তই মন্দার্থক শব্দ। এটা এমন এক গালি যে, হুমায়ূন আহমেদ তার এক নাটকে মন্দ চরিত্রগুলোকে গালিটি খাইয়েছিলেন একটি তোতা পাখির মুখ থেকে। পাখিটি অনবরত বলতে থাকে- তুই রাজাকার! collaborator বলতেও এখন আমরা তাকেই বুঝি, যিনি বা যারা সহযোগিতা করেছিলেন পাকিস্তানি সেনাদের। আসলে আমরা

> চকলেট খাওয়ার বয়সে কাব্যগুণ বিচার করে নয়, নিছকই ধর্মের টানে বলতাম নজরুল, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি। এখন করি কাব্যগুণ বিচার। তাছাড়া কাব্যগুণ বিচার করেই বা একজনকে আরেকজনের ওপর স্থান দিতে হবে কেন? প্রত্যেকের বৃত্তই আলাদা-আলাদা তার কেন্দ্র, পরিধি, জ্যা সবই। এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই এক বড় গাধার-পাখির সমাজে কাক চালাক, না পশুর মধ্যে শিয়াল?

সবাই প্রতিক্রিয়াশীল এবং রাজাকারও; কোন্ কর্মের কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি এবং কাকে সহযোগিতা দিচ্ছি, তার ওপর নির্ভর করছে কাজটা ভালো, না খারাপ। সমালোচনা শব্দটিরও সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায়- সম+আলোচনা অর্থাৎ বিষয়টির ভালো ও মন্দ দুটোই আলোচনা করতে হবে। অথচ আমাদের অনেকে সমালোচনা

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

শ্রমজীবি প্রবাসীদের মহান ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা

AUGUST INTERNATIONAL PTE LTD

আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রা. লিমিটেড

LIKE US ON facebook

August International Pte Ltd

Woodlands

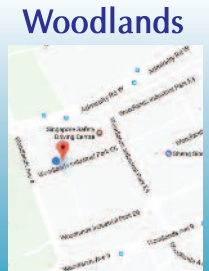

Bartley

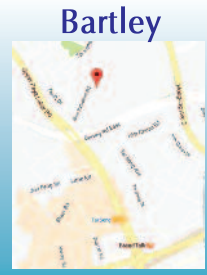

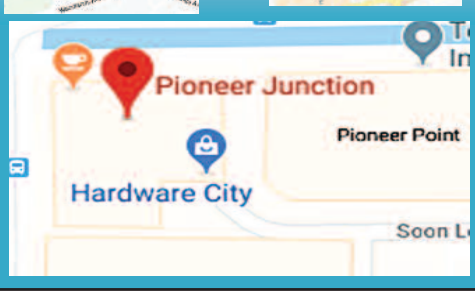

কোর্সসমূহ ঃ (সকল ভাষায় অডিও পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়)

অ্যাপ্লাই ওয়ার্কপ্লেস সেফটি এন্ড হেলথ ইন কনস্ট্রাকশন সাইটস (পূর্বে CSOC নামে পরিচিত ছিল) ভাষাসমূহ: ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, চাইনিজ, মালয়, থাই, তামিল এবং বার্মিজ	bizSAFE L1
সুপারভাইজ কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক ফর WSH (পূর্বে BCSS নামে পরিচিত ছিল) (ইংরেজি এবং মান্দারিন)	bizSAFE L2
WAH-ওয়ার্কার	bizSAFE L3
ম্যানেজিং WAH কোর্স	bizSAFE STAR
কনস্ট্রাকশন সেফটি কোর্স ফর প্রজেক্ট ম্যানেজার	মেটাল স্ক্যাফোল্ড ইরেকশন কোর্স
শিপইয়ার্ড সেফটি ইনডাকশন কোর্স (GT)	সুপারভিশন মেটাল স্ক্যাফোল্ড ইরেকশন কোর্স
শিপইয়ার্ড সেফটি ইনডাকশন কোর্স (HT)	ফর্মওয়ার্ক সেফটি কোর্স ফর ওয়ার্কার্স
শিপইয়ার্ড সুপারভাইজরস সেফটি কোর্স	ফর্মওয়ার্ক সেফটি কোর্স ফর সুপারভাইজরস
সেফটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স-টানেলিং	অকুপেশনাল ফার্স্ট এইড কোর্স
অ্যাসেস কনফাইনড স্পেস ফর সেফ এন্ট্রি ওয়ার্ক	রিফ্রেশার অকুপেশনাল ফার্স্ট এইড কোর্স
	বেসিক ট্রাফিক কনট্রোলার কোর্স (BTCC)
	NEBOSH

ভাষাসমূহ: ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, চাইনিজ, মালয়, থাই, তামিল এবং বার্মিজ। কর্মদিবস, সাপ্তাহিক ছুটির দিন ও সান্ধ্যকালীন ক্লাসের সুব্যবস্থা রয়েছে

Contact Us: 6316 8386

Woodlands bizhub, 274, Woodlands Ind Park E5, S757319,
Website: www.8ipl.com.sg Email: admin@8ipl.com.sg

ইতালিতে শুরু হচ্ছে ‘মিস বাংলাদেশ ইতালি-২০১৮’

বিনোদন প্রতিবেদক

ইতালির রাজধানী রোমে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘মিস বাংলাদেশ ইতালি-২০১৮’। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে নিবন্ধন শুরু হয়েছে। ১৮ বছর বা তার অধিক বয়সের যে কোনও অবিবাহিতা নারী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। মোট ৪টি রাউন্ডের মাধ্যমে (সিলেকশন, ২য় রাউন্ড, সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল) সেরাদের নাম ঘোষণা এবং পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রতিযোগিদের যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে বাংলাদেশ সম্পর্কে জ্ঞান, বাংলাদেশি সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারনা, নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, উচ্চারণ এবং দেশীয় পোশাকে সৌন্দর্য প্রদর্শনের ভিত্তিতে। ইতালিয়ান ও ইংরেজি ভাষায় বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করাকে বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ইতালির রোম, মিলান, ভেনিস, বলনিয়া, পালেরমো এবং আরেচ্ছোতে অনুষ্ঠিত হবে সিলেকশন রাউন্ড। ফাইনাল রাউন্ড রোমে অনুষ্ঠিত হবে ১৫ এপ্রিল ২০১৮ ।

ইতিমধ্যে স্বনামধন্য দেশীয় ব্রান্ড এবং একাধিক ইতালিয়ান কোম্পানি এ আয়োজনের সাথে থাকার সম্মতি পোষণ করেছে। আয়োজনের উদ্যোক্তা ইমন রহমান জানান, প্রতিযোগীদের জন্য বিভিন্ন আর্কষণীয় পুরস্কারসহ প্রস্তুতি রাউন্ডের জন্য বিভিন্ন ভিডিও টিজার নির্মাণ করা হচ্ছে।

নেপাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘অঙ্গজ’

বিনোদন ডেস্ক

আগামী ২-৫ ফেব্রুয়ারি পোখারায় অনুষ্ঠিত হবে নেপাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। প্রায় ৩৫টি দেশের ৪০০ এর বেশি চলচ্চিত্রের মধ্য থেকে ৩০টি দেশের মোট ১৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৪০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

উৎসবে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ইরাক, ইরান, কাজাখাস্তান, সিরিয়া, চিলি, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, রাশিয়া, গ্রিস, চায়না, চেক প্রজাতন্ত্র, ব্রাজিল, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিপাইন, জর্জিয়া, সুইজারল্যান্ড, ক্রোশিয়া, সার্বিয়া, মিশরের নির্মাতাদের চলচ্চিত্র স্থান পেয়েছে।

এতে বাংলাদেশ থেকে তামান্না সেতুর গল্প এবং খন্দকার সুমনের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘অঙ্গজ’ নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া সুপিন বর্মনের পরিচালনায় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘পোস্ট মাস্টার’ প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে।

‘যদি একদিন’ ছবিতে শ্রাবন্তী

বিনোদন প্রতিবেদক

মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত ‘যদি একদিন’ ছবিতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রতি এক ধরনের শিকড়ের টান অনুভব করেন। কারণ তার পূর্বপুরুষের বাড়ি বরিশাল। এ দেশটাকে তাই আলাদা কোনো দেশ বলে ভাবেন না। এখানে কাজ করার বিষয়ে তার আগ্রহ প্রবল।

পরিচালক রাজ বললেন, অরিত্রী চরিত্রে যেমন অভিনেত্রী দরকার ছিল, শ্রাবন্তীর মধ্যে তার সব গুণই আছে। অনেক ভেবে চিত্রনাট্য অনুযায়ী তাকে নির্বাচন করেছি। ছবি মুক্তি পেলেই বোঝা যাবে শ্রাবন্তীই ছিল অরিত্রী চরিত্রের জন্য মানানসই। ছবিতে শ্রাবন্তীর পাশাপাশি প্রথম বড় পর্দায় দেখা যাবে কণ্ঠশিল্পী তাহসানকে। আরও আছেন ‘ঢাকা অ্যাটাক’ ছবির আলোচিত অভিনেতা তাসকিন।

যৌথ প্রযোজনার ছবিতে চার মূর্তি

প্রিয়াংকা রায়

বেঙ্গল ক্রিয়েশনস ও নাথিং বিয়ন্ড সিনেমার ব্যানারে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হ"ছ ‘বালিঘর’। এই ছবিতে অভিনয় করছেন ঢালিউড নায়ক আরিফিন শুভ, কলকাতার যীশু, আবির, ঋত্বিক এবং ঢাকাই শোবিজের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা।

ছবিটি প্রসঙ্গে আরিফিন শুভ বলেন, অরিন্দম শীল একজন বড় মাপের পরিচালক। তার ছবিতে কাজ করা আমার জন্য অবশ্যই বড় পাওয়া। এ ছবিতে আমার চরিত্র একজন শেফ এর। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ছবিটির শুটিং শুরু হবে, শেষ হবে এপ্রিলে। এদিকে কলকাতার নায়িকা ঋতুপর্ণার সঙ্গে জুটি হয়ে আরও একটি ছবিতে অভিনয় করার কথা রয়েছে শুভর।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পরিচালকের সিনেমায় হ্যারি-মেগান

বিনোদন ডেস্ক

ব্রিটিশ রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারী প্রিন্স হ্যারি ও অভিনেত্রী মেগান মার্কেলের জীবনী নিয়ে তৈরি হবে একটি টিভি মুভি। ছবির নাম ‘হ্যারি অ্যান্ড মেগান: দ্য রয়্যাল লাভ স্টোরি’। ছবিটি বানাতে যাচ্ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক মেনহাজ হুদা। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থান করছেন। বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান লাইফটাইম ফিল্ম এই চলচ্চিত্র তৈরির ঘোষণা দিয়েছে।

প্রিন্স হ্যারি ও মেগানের প্রেমে জড়ানো বিষয়টি থাকবে এই সিনেমায়। পাশাপাশি তালাকপ্রাপ্ত আমেরিকান অভিনেত্রী হিসেবে মেগানের জীবনও উঠে আসবে এতে। বিষয়টি জানিয়েছে সিডনি মর্নিং হেরাল্ড সংবাদমাধ্যম। নতুন চলচ্চিত্রটির প্রচার স্বত্ব নিয়েছে অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক জনপ্রিয় চ্যানেল নেটওয়ার্ক টেন।

প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কেলের বিয়ে হবে আগামী ১৯ মে। ছবির নাম চূড়ান্ত না হলেও এ ছবিটির প্রিমিয়ারও হবে।

এর আগে প্রিন্স হ্যারির বড় ভাই প্রিন্স উইলিয়াম ও তার স্ত্রী কেটের বিয়ে উপলক্ষে এমন একটি চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছিল। ২০১১ সালের এপ্রিলে তাদের বিয়ের কয়েকদিন আগে সেটি মুক্তি দেওয়া হয়। পরিচালক হিসেবে মেনহাজ হুদাকে বাছাইয়ের কারণ হিসেবে মার্কিন চ্যানেলটি জানায়, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এই পরিচালকের কাজের বেশ খ্যাতি রয়েছে। এর আগে তার নির্দেশিত জাম্প বয়, ইজ হ্যারি অন দ্য বোট, মারফি'স ল, মার্ডার ইন মাইন্ড ছবিগুলো আলোচনায় এসেছিল।

মাসুদ রানা নিয়ে তিনটি সিনেমা

আসমা আক্তার

বাঙালির জেমস বন্ড, কাজী আনোয়ার হোসেন-সৃষ্ট চরিত্র মাসুদ রানাকে নিয়ে পরপর তিনটি সিনেমা বানানোর কথা জানিয়েছেন জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আবদুল আজিজ। এ লক্ষ্যে মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম তিনটি গল্প ‘ধ্বংসপাহাড়’, ‘ভারতনাট্যম’ ও ‘স্বর্ণমৃগ’র স্বত্ব ছয় বছরের জন্য কিনে নিয়েছে জাজ মাল্টিমিডিয়া। একই সঙ্গে অডিশনের মাধ্যমে মাসুদ রানা চরিত্রের জন্য যথাযথ অভিনেতা খুঁজে বের করার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন এ প্রযোজক। আজিজ বলেন, আমরা এখন সর্বোচ্চ মনোযোগ দিচ্ছি ‘মাসুদ রানা’কে খুঁজে বের করার জন্য। আগামী এপ্রিল থেকে অডিশনের মধ্য দিয়ে মাসুদ রানা চরিত্রের জন্য জুতসই পাত্র খোঁজা শুরু করব। তবে ছবিটি কে বানাবেন? অন্যান্য চরিত্রে কারা অভিনয় করবেন সে সম্পর্কে এখনো কোনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি।

সবাইকে বাংলার কণ্ঠ'র ১২তম বর্ষ পদার্পণে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

YEO PERUMAL MOHIDEEN LAW CORPORATION

Commissioner for Oaths & Notary Public Advocates & Solicitors

ইয়ো পেরুমল মহিদীন ল' কর্পোরেশন

> আপনি কি কর্মস্থলে কাজের সময় আহত?
> আপনি কি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত?
> আপনার কোনো আত্মীয়, বন্ধু অথবা অন্য কেউ কি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অথবা মারা গেছেন?
> আপনার কোনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি কি নোটারী পাবলিক দিয়ে সত্যায়িত করা প্রয়োজন?

আপনার মামলার ফ্রি এসেস্‌মেন্ট এর জন্য সপ্তাহের ৭ দিন যেকোনো সময়

যোগাযোগ

মোহাম্মদ মহিদীন – 98337872
শামসুদ্দোহা – 98367269
রিজভান – 8111 9600

Advocates & Solicitors

Commissioner for Oaths & Notary Public Trademark Agents
1 Coleman Street # 06-08,
The Adelphi, Singapore 179803
Tel: 6337 2344 Fax: 6334 2714
(Near City Hall MRT, Next to High Court)

উল্লেখিত বিষয়াদির জন্য

Yeo Perumal Mohideen Law Corporation একটি অতি পরিচিত আইন প্রতিষ্ঠান, যারা আপনার বিষয়াদি সম্পর্কে আপনাকে দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে সঠিক এবং বন্ধুত্বসুলভ পরামর্শ দিতে পারে।

মালালাকে নিয়ে বলিউডে 'গুল মাকাই'

বিনোদন ডেস্ক

পাকিস্তানের শিক্ষা আন্দোলনকর্মী ও নোবেলজয়ী কিশোরী মালালা ইউসুফজাইয়ের জীবনকাহিনী নিয়ে বলিউডে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন পরিচালক আমজাদ খান। ছবির নাম 'গুল মাকাই'। পাকিস্তানের তালিবান অধ্যুষিত সোয়াত উপত্যাকা এলাকার দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানান চিত্রকে রূপ দেওয়ার পাশাপাশি মালালার মতো কিশোরীরা তালিবানি হুমকি উপেক্ষা করে কীভাবে স্কুলে যায় তার বর্ণনা রয়েছে 'গুল মাকাই' সিনেমায়। সিনেমায় অভিনয় করছেন রিমা শেখ, দিব্যা দত্ত, মুকেশ ঋষি, অভিমন্যু সিং এবং আজাজ খান।

পরিচালক আমজাদ খান বলেন, মালালার জীবনকাহিনী নিয়ে নির্মিত সিনেমাটির বেশিরভাগ দৃশ্যের শ্যুটিং হয়েছে গুজরাটের ভুজ এবং মুম্বাইয়ে। সম্প্রতি সিনেমাটির শেষ কিছু দৃশ্যের শ্যুটিং হয়েছে কাশ্মীরের গান্দেরবালে।

২০১৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান তিনি। তার রচিত 'আই অ্যাম মালালা' বইটি বিশ্বে বেস্ট সেলারের তালিকায় স্থান পায়। তার জীবনচিত্র নিয়ে হলিউডে 'হি নেমড মি মালালা' নামে ২০১৫ সালে একটি তথ্যচিত্র মুক্তি পায় যা অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীতও হয়।

লারা ক্রফট হচ্ছেন অ্যালিসিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক

২০১৮ সালের জনপ্রিয় ভিডিও গেম 'টুম্ব রাইডার' এ অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে পাচ্ছে না দর্শক। এবার লারা ক্রফট হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী অ্যালিসিয়া ভিকান্দার। একজন নির্ভীক প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে দুনিয়াজুড়ে পুরনো সমাধি ও ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করে বেড়ানো লারার কাজ। ছবিটি নির্মাণ করেছেন রোর উথাগ। লারা ক্রফটের জীবনের প্রথম অভিযান এখানে দেখানো হবে। চরিত্রটি সম্পর্কে অ্যালিসিয়া বলেন, এ পৃথিবীতে লারা নিজের স্থান বানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে এবং নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতকে জুড়ে দিচ্ছে। নতুন ছবিটি মুক্তি পাবে ১৬ মার্চ। অ্যালিসিয়া ছাড়াও ছবিটিতে আরো রয়েছেন ডমিনিক ওয়েস্ট, ওয়ালটন গগিনস, ড্যানিয়েল উ, নিক ফ্রস্ট ও ক্রিস্টিন স্কট টমাস।

রামগোপালের ছবিতে সানির পর মিয়া

বিনোদন ডেস্ক

সানি লিওনের পর এবার আর এক পর্ণস্টারকে বলিউড পরিচালকের ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। সম্প্রতি রাম গোপাল বর্মা ইউরোপের পর্ণস্টার মিয়া মালকোভাকে নিয়ে একটি শর্ট ছবি (তথ্যচিত্র) তৈরি করেছেন। ২৫ বছরের মিয়া তার প্রথম বলিউড ছবির পোস্টার শেয়ার করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবিটির নাম 'গড, সেক্স অ্যান্ড ট্রুথ অ্যা ফিলোজফিকাল ট্রিটিস অফ মিয়া মালকোভা।'

সানি লিওনের পর আমি দ্বিতীয় পর্ণস্টার যাকে ভারতীয় ছবিতে দেখা যাবে।' মিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির পোস্টার ও ক্যাপশন ট্যাগ করেন রাম গোপালকে। পরিচালক খুব শীঘ্রই মিয়াকে তার জবাব দেন। তিনি বলেন, হেই মিয়া, তোমার সঙ্গে এই ছবিটি করে সত্যিই দারুণ একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আমি কোনওদিন সানির সঙ্গে কাজ করিনি কিন্তু আমি কোনওদিনও গড, সেক্স অ্যান্ড ট্রুথের শুটিংয়ের কথা ভুলব না।

লেবাননে 'দ্য পোস্ট' নিষিদ্ধ

শাহরিয়ার খান

লেবানন সরকার 'দ্য পোস্ট'-এর প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন স্টিভেন স্পিলবার্গ। কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটাও খুবই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে লেবানন সরকার। দ্য পোস্ট প্রদর্শিত না হওয়ার মূল কারণ স্টিভেন স্পিলবার্গ আরব লিগের বয়কট অফিসের কালো তালিকাভুক্ত। লেবানন-ইসরায়েলের ২০০৬ সালের যুদ্ধে স্পিলবার্গ ইসরায়েলকে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দান করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে কালো তালিকাভুক্ত হয়েছেন স্পিলবার্গ। এই চলচ্চিত্রে সম্পাদক বেন ব্র্যাডলির চরিত্রে অভিনয় করেছেন টম হ্যাঙ্কস, আর পত্রিকার প্রকাশক ক্যাথেরিন গ্রাহামের চরিত্র পর্দায় এনেছেন মেরিল স্ট্রিপ।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে চান রোনালদো!

বিনোদন ডেস্ক

ভিনি জোন্স, এরিক ক্যান্তোনা এবং ডেভিড বেকহামের মতো তারকা খেলোয়াড়রা খেলার মাঠকে বিদায় জানানোর পর চলচ্চিত্রের রঙিন পর্দায় নাম লিখিয়েছিলেন। রোনালদোও সেই তালিকায় নাম লেখাতে চান।

স্কাই ইতালিয়াকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জুভেন্টাস কিংবদন্তি আলেজান্দ্র দেল পিয়েরোতে রোনালদো বলেন, আমি এখন মাঠের খেলা নিয়েই ফোকাস করছি। আমি জানি একসময় (ফুটবল মাঠকে) আমার বিদায় জানাতে হবে। তবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে চাই। যেটি ভালো সেটি সত্যিই অনেক ভালো। আমি জানি, যখন বিদায় নেব তখন ভালো জীবন-যাপন করবো।

এরপর ফুটবল পরবর্তী জীবন নিয়ে তিনি বলেন, আমার হাতে অনেক অর্থ রয়েছে। অবসরের পর নতুন কিছু করতে চাই। উদাহরণস্বরূপ, আমি চলচ্চিত্র তৈরি করতে চাই। তারপর আমার কোম্পানি হবে: হোটেল থাকবে, জিম থাকবে, নাইকির সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। আমি কীভাবে ব্যবসায়ী হতে হয় তা শিখতে চাই। আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে ২৭ কিংবা ২৮ বছর বয়স থেকেই ভাবনা শুরু করেছি।

অবিকল ছাড়পত্র পাচ্ছে 'দ্য আরগুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান'

অর্পন কবির

অবশেষে কোন শব্দ বাদ না দিয়েই ছাড়পত্র পেতে যাচ্ছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র 'দ্য আরগুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান'। গরু, গুজরাট, হিন্দু, ইন ইন্ডিয়া, ডিজ ডেইজ ও হিন্দুত্ব এ ছয়টি শব্দের ওপর ভারতের সেন্সর বোর্ডের আঞ্চলিক বোর্ড আপত্তি তুলেছিল। গত বছরের ১১ জুলাই ওই ছবির স্ক্রিনিং হয়েছিল। তখন সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন পহেলাজ নিহালনি। সে সময় সেন্সর বোর্ড তথ্যচিত্রের পরিচালক সুমন ঘোষকে জানিয়ে দেয়, এই শব্দগুলো দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে। তাই এই শব্দগুলো বাদ দিতে হবে। সেন্সর বোর্ডের ওই নির্দেশ মানবেন না বলে সেদিনই জানিয়ে দেন পরিচালক। তিনি বলেছিলেন, কোনো শব্দই তিনি বাদ দেবেন না। তাই সেদিন সুমন ঘোষ তথ্যচিত্রের ছাড়পত্র পাননি। এখন সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রসূন জোশি। তিনি বলছেন, তথ্যচিত্রের বিষয় ভাবনা তার ভালো লেগেছে।

সর্বকালের সেরা অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস!

বিনোদন ডেস্ক

বিনোদন ইতিহাসের সর্বকালের সেরা অভিনয়শিল্পী নির্বাচিত হন 'ফরেস্ট গাম্প'-খ্যাত অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস। ১১ লাখ চলচ্চিত্রপ্রেমী নিঃসংকোচে একজনকে নির্বাচিত করেন সর্বকালের সেরা অভিনেতা হিসেবে! আরো আশ্চর্য বিষয় হলো, অতীত ও বর্তমানের অনেক বড় বড় অভিনেত্রীকে পেছনে ফেলে এই পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন প্রয়াত অভিনেত্রী বেটি ডেভিস। 'গডফাদার'-খ্যাত মার্লোন ব্রান্ডো আছেন তৃতীয় অবস্থানে।

এই ভক্ত-জরিপে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে আছেন যথাক্রমে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড জয়ী দুই অভিনয়শিল্পী যথাক্রমে জেমস স্টিওয়ার্ট ও অভিনেত্রী ক্যাথেরিন হেপবার্ন।

মাতৃভাষা দিবস সবার জন্য বয়ে আনুক সমৃদ্ধি ও সাফল্য

Prime Exchange Co. Pte Ltd.
প্রাইম এক্সচেঞ্জ কোং প্রাঃ লিঃ
--এর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে টাকা পাঠান

নতুন সেবা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
রেডি ক্যাশ (SPOT CASH)
একাউন্টে জমা
Islami Bank M CASH

এছাড়াও রেডি ক্যাশে টাকা পাঠান
প্রাইম ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক লিঃ
জনতা ব্যাংক লিঃ
পূবালী ব্যাংক লিঃ
ব্যুরো বাংলাদেশ

সকল ব্যাংকের যেকোনো একাউন্টে টাকা পাঠানো যায়
এক্সচেঞ্জ রেট সকল ব্যাংকের জন্য সমান

ডলারের রেট জানতে কল করুন: 63924996 ▪ 68994647 ▪ 62520058

প্রাইম এক্সচেঞ্জ কোং প্রাঃ লিঃ

প্রধান শাখা	জুরং ইস্ট শাখা	জু কুন শাখা
২ এ ডেসকার রোড (২য় তলা) সিঙ্গাপুর-২০৯৫৪৯ (মোস্তফা সেন্টারের কাছে খানা বাসমতি রেস্টুরেন্টের ২য় তলায়) ফোন: (৬৫) ৬৩৯২৪৯৯৬	ব্লক ১৩৪. জুরং গেটওয়ে রোড # ০১-৩০৫ (জুরং ইস্ট MRT সংলগ্ন HSBC ও CITI ব্যাংকের গলির শেষ মাথায় এর উল্টা পাশে) ফোন: (৬৫) ৬৮৯৯৪৬৪৭	৫৫ বিনয় রোড, # ০১-১৪ জু-কুন বাস ইন্টারচেঞ্জ সিঙ্গাপুর-৬২৯৯০৭ (KFC এর উল্টা পার্শ্বে) ফোন: (৬৫) ৬২৫২০০৫৮

www.primexchange.com.sg

নতুন বছরের হাতছানিতে দিয়েছে মনে যে দোল, ভুলে যাও আজ বিগত দিনের বেদনার যত রোল। মাতৃভাষা দিবসে প্রবাসী সকল ভাইবোনকে শুভেচ্ছা

তালুকদার এন্ড ব্রাদার্স (এস) প্রাঃ লিঃ
Talukder & Brother's (S) pvt. Ltd.
bKash

আমাদের সেবা সমূহ
▶ Mobile Phone ☛ Mobile Accessories ☛ I Phone ▶ Bkash ☛ Phone Card ☛ Top Up ☛ Sim Card
▶ IPad & Tab * Charger Light ☛ Torch Light ▶ Safety Equipment- Shoes, Helmet, Vest
▶ Laptop Retail and Wholesaler ▶ New Fashion T Shirt, Pant

37 Rowel Road # 01-01, Singapore 207990 Hp : +65 9614 0982, 9352 5005

বাংলাদেশ-ক্যারিবীয়রা ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রে!

স্পোর্টস ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে এখনও সেভাবে ক্রিকেট পরিচিতি পায়নি। ফলে সেখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয় না বললেই চলে। তবে এবার হয়তো বাংলাদেশ জাতীয় দল মার্কিন মুলুকে গিয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। চলতি বছরের জুন-জুলাইয়ের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে পারে মাশরাফি-সাকিবরা।

ক্যারিবীয় সফরে দুটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টি-২০ ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে টাইগারদের। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের পাঠানো প্রস্তাবিত সূচিতে টি-২০ ম্যাচ দুটি রাখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়।

যুক্তরাষ্ট্রে এর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বলতে ছয়টি টি-২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ম্যাচগুলো লডারহিলের সেন্ট্রাল ব্রোয়ার্ড রিজিওনাল পার্কে হয়। যেখানে দেশটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শুরু ২০১০ সালের ২২ মে নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে। এ ছাড়া ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ হয়েছে সেখানে। যেখানে খেলেছিলেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান।

আইসিসির সেরা টেস্ট দলে শুধু চার দেশের খেলোয়াড়

শরীফ শাহরিয়ার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) ২০১৭ সালের বর্ষসেরা টেস্ট দল ঘোষণা করেছে, তাতে জায়গা হয়নি কোনো বাংলাদেশির। শুধু বাংলাদেশ নয় এ দলে নেই পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের কোনো খেলোয়াড়ও। মাত্র চার দেশের খেলোয়াড়েরা জায়গা পেয়েছেন এখানে। এ দলে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনজন, অস্ট্রেলিয়ার তিনজন, ভারতের তিনজন এবং ইংল্যান্ডের দুজন।

আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে দলেও কোনো বাংলাদেশির জায়গা হয়নি। ৭ দেশের ১১ জন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন এতে। ভারতের তিনজন আছেন, পাকিস্তানের দুজন, দক্ষিণ আফ্রিকার দুজন, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও আফগানিস্তানের একজন করে খেলোয়াড় আছেন এই দলে।

যদিও এর আগে গার্ডিয়ান, ক্রিকইনফো ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইটের বর্ষসেরা টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছিলেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিম।

টেস্ট ও ওয়ানডে দুই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে বিরাট কোহলিকে। কোহলি ছাড়া ডেভিড ওয়ার্নার, কুইন্টন ডি কক, বেন স্টোকসরা জায়গা পেয়েছেন দুই দলে। সাবেক ক্রিকেটার ও নির্বাচিত সাংবাদিকদের প্যানেল নির্বাচন করেছে এই বর্ষসেরা দল। ২০১৭ সালের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই দল নির্বাচন করা হয়।

শীর্ষ ১০ থেকে ছিটকে গেলেন মারে, জকোভিচ

তারেক হাসান

এক বছরেরও বেশি সময় পরে এটিপি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০ জনের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন এন্ডি মারে ও নোভাক জকোভিচ। কোমরের ইনজুরির কারণে গত জুলাই থেকে কোর্টের বাইরে রয়েছেন ৩০ বছর বয়সী মারে। সে কারণেই এই বৃটিশ তারকা তৃতীয় স্থান থেকে একেবারে ১৬তম স্থানে নেমে গেছেন। তিনবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী মারে সর্বশেষ উইম্বলডনে কোর্টে নেমেছিলেন। ঐ আসরে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাম কুয়েরির কাছে পরাজিত হয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। এরপরই স্প্যানিশ তারকা রাফায়েল নাদালের কাছে তিনি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানটি হারান। গত সপ্তাহে প্যারিস মাস্টার্সে নাদাল বছরের শেষ শীর্ষস্থানটি দখল করেছেন।

এটিপি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং:

১. রাফায়েল নাদাল (স্পেন) ১০৬৪৫ রেটিং পয়েন্ট
২. রজার ফেদেরার (সুইজারল্যান্ড) ৯০০৫
৩. আলেক্সান্দার জেভরেভ (জার্মানী) ৪৪১০
৪. ডোমিনিক থেইম (অস্ট্রিয়া) ৩৮১৫
৫. মারিন চিলিচ (ক্রোয়েশিয়া) ৩৮০৫
৬. গ্রিগর দিমিত্রভ (বুলগেরিয়া) ৩৬৫০
৭. স্ট্যান ওয়ারিঙ্কা (সুইজারল্যান্ড) ৩১৫০
৮. ডেভিড গোফিন (বেলজিয়াম) ২৯৭৫
৯. জ্যাক সক (যুক্তরাষ্ট্র) ২৭৬৫
১০.পাবলো কারেনো (স্পেন) ২৬১৫।

বাড়তে পারে বিদেশিদের কোটা

শীতে ফিরছে ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিবেদক

ঘরোয়া ফুটবল মৌসুমের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। বর্ষাকাল এড়িয়ে ফুটবল ফিরিয়ে আনা হচ্ছে শীত মৌসুমে। লীগের একাদশ আসর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শুরুর পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটি। সেক্ষেত্রে নতুন মৌসুমের দলবদল কার্যক্রম শুরু হতে পারে আগস্টে। ক্লাবগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে বাড়তে পারে বিদেশিদের কোটা। বাধ্যতামূলক হচ্ছে ক্লাব লাইসেন্সিং।

২০০৭ সালে পেশাদার লীগ চালু হলেও দীর্ঘ ১০ বছরে ঘরোয়া মৌসুম নির্ধারণ করতে পারেনি বাফুফে। একেক মৌসুমে লীগ শুরু হয়েছে একেক মাসে। বছরের ১২ মাসের ৮ মাসেই লীগ শুরুর নজির স্থাপন করেছে বাফুফে। নয় মৌসুম পর গত বছর মার্চে লীগ কমিটি ঘোষণা করেছিল ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম বলতে বোঝাবে ২০ মার্চ থেকে পরের বছর ১৯ মার্চ পর্যন্ত। লীগ কমিটির এ ঘোষণায় বিজ্ঞতার ছাপ ছিল না। যার নেতিবাচক ফল এবার পেয়েছে তারা।

২০১৯ সালের অ্যাশেজে কোনো দিবা-রাত্রির ম্যাচ নয়

ক্রীড়া প্রতিবেদক

২০১৯ সালের অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ টেস্ট সফরে ইংল্যান্ড কোনো দিবা-রাত্রির ম্যাচ আয়োজনে ইচ্ছুক নয় বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী টম হ্যারিসন। এ সম্পর্কে হ্যারিসন জানিয়েছেন, ইংল্যান্ড তাদের ঘরের মাঠে অ্যাশেজ সিরিজে গোলাপী বলে টেস্ট খেলতে রাজি নয়। যদিও সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া চারটি দিবা-রাত্রির ম্যাচ আয়োজন করে ফেলেছে।

২০১৮-১৯ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়া ভারত ও শ্রীলংকার বিপক্ষে আরো দুটি দিবা-রাত্রির টেস্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে।

মেলবোর্নে চলমান চতুর্থ টেস্টে স্থানীয় একটি সম্প্রচার কর্পোরেশনকে হ্যারিসন বলেছেন, এটা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমরা মোটেই রাজি নই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়ে ইংল্যান্ডে কাজ শুরু হবে। দিবা-রাত্রির টেস্টের জন্য সঠিক সময়, সঠিক স্থান, সঠিক কন্ডিশন জরুরি। আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন রোনালদিনহো

ক্রীড়া প্রতিবেদক

ফুটবলকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানালেন ব্রাজিল গ্রেট রোনালদিনহো। ২০১৫ সাল থেকেই খেলার বাইরে ছিলেন তিনি। সম্প্রতি তিনি অবসরের ঘোষণা দিলেন। রোনালদিনহোর ভাই ও এজেন্ট রবার্তো আসিস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ফুটবলকে বিদায় জানানো উপলক্ষ্যে রোনালদিনহো কোন কোন ইভেন্টে অংশ নেবেন তাও জানান আসিস।

ব্রাজিল, ইউরোপ ও এশিয়ায় একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন অন্যতম সেরা এ স্ট্রাইকার। ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গেও তার বিদায়ী সংবর্ধনার আয়োজন চলছে বলে জানিয়েছেন তার ভাই।

২০০২ সালে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন এ স্ট্রাইকার। সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তার অবিস্মরণীয় গোল আজও চোখের সামনে ভাসে। ইংল্যান্ডের গোলকিপার ডেভিড সিম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখে মাথার উপর দিয়ে বল চিপ করে দিয়েছিলেন রোনাল্ডিনহো।

ক্লাব ফুটবলে চুটিয়ে খেলেছেন বার্সিলোনা ও পিএসজিতে। ক্লাব ফুটবলে শেষ খেলেছিলেন ২০১৫ সালে ফ্লুমিনেসের হয়ে।

মূলত, গ্রেমিওতে ফুটবল জীবন শুরু করেছিলেন এই তারকা ফুটবলার। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কাটিয়েছেন বার্সেলোনায়। ২০০৫ সালে পেয়েছিলেন ব্যালন ডি'অর। ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ছিলেন এসি মিলানে। অন্যদিকে, দেশের হয়ে ৯৭ ম্যাচে ৩৩ গোল রয়েছে রোনালদিনহো'র ক্যারিয়ারে।

৪ বছরে মেসির আয় ৪১৭.৫ মিলিয়ন ইউরো!

স্পোর্টস ডেস্ক

বার্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তির পর খুব খুশি লিওনেল মেসি। নতুন চুক্তিতে বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলারই শুধু নন, আরও অনেক আর্থিক সুবিধা পাবেন মেসি। বেতন-ভাতার সঙ্গে অতিরিক্ত সেই বোনাসের অঙ্কগুলো যোগ করলে মেসির আয়ের যে অঙ্কটা দাঁড়াবে, তা রীতিমতো চোখ কপালে উঠার মতো। বেতন-ভাতা ও নানা বোনাস মিলিয়ে শুধু ক্লাব বার্সেলোনা থেকেই বছরে মেসির আয় হবে ১০০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি!

নতুন চুক্তি অনুযায়ী আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত বার্সেলোনার হয়ে গেছেন মেসি। ফরাসি গণমাধ্যম মিডিয়াস্পোর্টসের সূত্রে চুক্তির এই গোপন বিষয়টি ফাঁস করেছে ফুটবল লিকস ডকুমেন্ট। বিশ্বের ফুটবলারদের আর্থিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী আগামী ৪ বছরে বার্সেলোনা থেকে মেসির আয় হবে ৪১৭.৫ মিলিয়ন ইউরো! বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা ৪১৯৪ কোটি ৫৬ লাখ ৬ হাজার ৮০৭ টাকা মাত্র! নতুন চুক্তি অনুযায়ী মেসি বছরে নেট বেতনই পাবেন ৫০ মিলিয়ন ইউরো। রিয়াল মাদ্রিদে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো যা বেতন পান, অঙ্কটা তার প্রায় দ্বিগুণ। এর সঙ্গে ইমেজ সত্ত্ব ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা মিলিয়ে বছরে তার মোট আয় হবে ৭১ মিলিয়ন ইউরো।

এর সঙ্গে এককালীন পাবেন ৬৩.৫ মিলিয়ন ইউরো। যদি চুক্তি অনুযায়ী ৪ বছরই বার্সেলোনায় কাটিয়ে দেন, তাহলে আনুগত্য বোনাস হিসেবে পাবেন আরও ৭০ মিলিয়ন ইউরো। মানে ৪ বছরে তার মোট আয় হবে ২৮৪+৬৩-৫+৭০=৪১৭.৫ মিলিয়ন ইউরো।

Congratulations on Banglar Kantha's 12th Anniversary

55 DICKSON ROAD S'PORE 209526
MASPO IKTIDA ENGINEERING PTE LTD
MASPO IKTIDA INTERNATIONAL PTE LTD
Phone: 6392 3665
Fax: 6392 3666
www.maspoiktida.com
www.maspoiktida.com Regn No. 200802857R

মাসপো ইকতিদা এক্সপ্রেস লন্ড্রি সার্ভিস

আপনার প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, হোটেল, গেস্ট হাউস, সার্ভিস এ্যাপার্টমেন্টের বেড কভার, পিলু কভার ওয়াশ ও আয়রন করার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য আমাদের আয়োজন
* ফ্রি ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের ব্যবস্থা
* ফ্রি কম্পিউটার প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা
* খুব ভালো ও গুণগতমানের কম্পিউটার LCD Monitorসহ ১২০-২৫০ ডলার
* খুব ভালো গুণগতমানের Laptop ১৩০-৮০০ ডলার

Executive Director
MD. AHASUN HABIB DEWAN
H/P: +65-91332458/81419721

কম্পিউটার মেরামতের জন্য কর্মজীবী প্রবাসী ভাইদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ নেয়া হয় মাত্র ২০ডলার

72 DESKER ROAD, SINGAPORE-209595, Phone: +65-6392 3665 Fax: +65-62918850
e-mail: iktida@yahoo.com.sg, habib@maspoiktida.net web : www.maspoiktida.net

EASTWEST ACADEMY
ইস্টওয়েস্ট একাডেমী
(Registered with the Committee for Private Education is part of SkillsFuture Singapore -CPE - Reg No :200923609C) [From 07/05/2017 to 06/05/2021]

DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING
DIPLOMA IN MARINE ENGINEERING
DIPLOMA IN SAFETY ENGINEERING MANAGEMENT
DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION
DIPLOMA IN HARDWARE AND NETWORKING ENGINEERING
ADVANCED DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING
ADVANCED DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING
CERTIFICATE FOR SPOKEN ENGLISH
CERTIFICATE IN MS- OFFICE
CERTIFICATE IN AUTOCAD 2007 LT

Free Membership
Refer Friends and get Cash Rewards

FULL TIME/PART TIME COURSES Flexible time & Installment Payment Scheme
Tel- 6333 4085 / 9784 4328
3150 8684 / 9712 1521
Email-ew.singapore@gmail.com
Website- www.eastwestacademy.net

No 1 Sophia Road, #03-18 Peace Centre
Singapore-228149 (Little India MRT- Exit A)
Branch: Blk 135 Jurong Gateway Road
#04-331, S-600135 (Near Jurong East MRT)

একে-৪৭: বিশ্বের ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের ইতিহাস

(১৫ পৃষ্ঠার পর) কারবাইন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় যুদ্ধ কর্তৃপক্ষ।
একজন পাকা সৈনিকের স্বভাব অনুযায়ী স্বপ্ন কামড়ে পড়ে রইলেন মিখাইল। দুই বছর পর ১৯৪৬ সালে পূর্ববর্তী রাইফেলের উন্নত একটি সংস্করণ সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন তিনি। এবারে নতুন এই ডিজাইন গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ। তবে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অল্প অল্প করে রি-ডিজাইনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে গিয়ে পূর্ণতা পায় AK 47।
নতুন উদ্ভাবিত এই কারবাইন রাইফেল ধীরে ধীরে সোভিয়েত বাহিনীর কাছে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। সেই ১৯৪৯ সালেই এই কালাশনিকভ রাইফেল দিয়ে মিনিটে ৬শ’ গুলিবর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছিল। একটি সাবমেশিনগানের এমন সক্ষমতা বিশ্বের অন্যান্য সামরিক বাহিনীর কাছে তখন রীতিমতো কল্পনা ছিলো।
সুযোগ বুঝে সোভিয়েত ইউনিয়নও বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে ‘একে ৪৭’ রপ্তানি করতে শুরু করে। সহজ পরিচালনার কারণে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের চরম শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এক সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিজেদের তৈরি এম-১৬ রাইফেল ফেলে দিয়ে একে ৪৭ তুলে নিতে বাধ্য হয়।
তবে বহুল জনপ্রিয় এই স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের প্যাটেন্ট নিজেদের দখলে রাখতে পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই রাইফেলের স্বত্বাধিকার নিয়ে লড়ে যান মিখাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে একে ৪৭ রাইফেলের স্বত্ব ত্যাগ করতেই হয়। জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একে ৪৭ রাইফেল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তৈরি হতে থাকে। ফলে প্রথম এক দশকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ২শ’ কোটি ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে একে-৪৭ পার করেছে ৬০ বছরেরও বেশি সময়। এই সময়ের মধ্যে এ আগ্নেয়াস্ত্রটি প্রায় ১০০ মিলিয়নেরও বেশি বার উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে এই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় ৫০টিরও বেশি দেশে। বলা হয়, এ যাবত পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ গ্যাস পরিচালিত এই স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রটি।
সাম্প্রতিক পৃথিবীতে একে-৪৭ ছাড়া কোনো সামরিক বাহিনী কল্পনা করা অসম্ভব। ধারণা করা হয়, প্যাটেন্ট সংরক্ষিত না থাকায় আবিষ্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারি, বেসরকারি অস্ত্র কারখানাগুলো প্রকাশ্যে, গোপনে একে-৪৭ উৎপাদন করেই যাচ্ছে। ফলে একে-৪৭ হচ্ছে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রাইফেল এবং পৃথিবীতে গুলি খেয়ে মারা যাওয়া মানুষদের মধ্যে সিংহভাগের কপালে একে-৪৭ এর ১৬ দশমিক ৩ গ্রামের কার্টিজই জুটেছে!
একে-৪৭ কে ধরা হয় বিশ্বের প্রথম কার্যকর অটোমেটিক রাইফেল। গ্যাস পরিচালিত স্বয়ংক্রিয় এই রাইফেলটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এর সহজ ব্যবহার। প্রশিক্ষণে আসা নবিশ সৈনিকও এক-দুইবার দেখার পর অটোমেটিক এই রাইফেল পরিচালনা করতে সমর্থ হন। কালাশনিকভ রাইফেল ব্যবহারে যেমন সহজ তেমনি এর রক্ষণাবেক্ষণও নির্ভার। ধূলো-বালি, মাটি এবং পানিতে চুবানোর পরও একে-৪৭ সমানভাবে কাজ করতে থাকে। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, একে-৪৭ এর উপর দিয়ে রাস্তা তৈরির রোলার চালিয়ে নেয়ার পরও এটি দিয়ে গুলি করা সম্ভব হচ্ছে!
জলে-স্থলে সমানভাবে ব্যবহার করা যায় বলে একে-৪৭ কে বলা হয়, পৃথিবীর সর্বস্থানে যে কোনো আবহাওয়ায় ব্যবহার উপযোগী রাইফেল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, এই রাইফেলে কখনোই ব্যাক ফায়ার হয় না। যা এই সময়ের অন্যান্য রাইফেলের ক্ষেত্রে কল্পনা করা অসম্ভব।
একে-৪৭ এর বুলেটের মারাত্মক ভেদ করার ক্ষমতা অন্যান্য রাইফেলের তুলনায় এটিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। ১৬ দশমিক ৩ গ্রাম ওজনের ৭.৬২ x ৩৯ মি.মি এর প্রতিটি বুলেট সেকেন্ডে ৭১৫ মিটার ছুটে গিয়ে পাঁচ ইঞ্চি কংক্রিট অথবা আট ইঞ্চি কাঠ ভেদ করতে সক্ষম! একইসাথে এই রাইফেল দিয়ে সিঙ্গেল শট, বার্স্ট ফায়ার এমনকি গ্রেনেড ছোঁড়ারও সুবিধা রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য সামরিক বাহিনীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও একে-৪৭ ব্যবহার করে থাকে। একে-৪৭ আবিষ্কারের কারণে ২০০৯ সালের ১০ নভেম্বর রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পদক ‘হিরো অব রাশা’ উপহার পান মিখাইল তিমোফিয়েভিচ কালাশনিকভ। ২০১৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর ৯৪ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে যান বিশ্বের ভয়ঙ্কর এই মারণাস্ত্রের জনক।

অভিবাসী শ্রমিকের ভাষা

(৭ পৃষ্ঠার পর) আমাদের অভিবাসী শ্রমিকদের ইংরেজি ভাষার দুর্বলতার জন্যে, ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপিন্স এমন কি মায়ানমারের শ্রমিকরা খুব সহজেই সুপারভাইজার, ফোরম্যান ইত্যাদি পজিশনে উঠে আসে। এসব দেশের পঞ্চম শ্রেণী পাশ করা একজন শ্রমিকের সাথে আমাদের ডিগ্রী বা মাষ্টার্স পাশ একজন শ্রমিক কথায় ও লেখায় সহজেই পেরে উঠে না। আমাদের শিক্ষার মান শুধু দেশে নয় বরং বিদেশেই সেটা বেশী ধরা পড়ে।
হাইকোর্টে নাকি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর আদেশ দিয়েছে, আদেশটিও হয়তো ইংরেজিতেই দিয়েছেন। অনেক বটতলার উকিল যারা ইংরেজি তেমন লিখতে বা পড়তে পারে না, তারাই হয়তো এমন মহৎ কাজটি করে থাকবে। একসাথে দু’টি ভাষা চললে অসুবিধা কোথায়? ইংরেজি আদেশ নিষেধের সাথে বাংলা অবশ্যই লিখে দিতে হবে। যদি এমনটি হয় আমার খুশি শতগুণ বেড়ে যাবে।
পৃথিবীর বহুদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষায় শুধুমাত্র একটি বিষয় রেখে অন্যসব বিষয়গুলো ইংরেজিতে পড়ানো হয়। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি, তারা সবকিছুই ইংরেজিতে পড়ে, ওরা এই ভূপৃষ্ঠে যতটুকু দাপটে চলতে পারবে তার সাথে আমাদের অবস্থান আজ কোথায়? বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে কতো তাল যে প্রতিদিন বাঙালীর মাথায় পড়ে তা বহুবার স্বচক্ষে দেখেছি। যুগের সাথে চলতে গিয়ে আমরা লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট, আবার প্যান্ট খুলে পৌনে প্যান্ট ও অর্ধেক প্যান্টও পরছি। সেখানে কোন অসুবিধা নেই, অসুবিধা শুধু ভাষা শিক্ষার বেলায়।
আমি জানি, বাঙালী ইংরেজি একটি শব্দের অর্থ প্রথমে বাংলায় শিখে এতে তার বাংলাটাই বেশী জানা হয়। একজন ইংরেজি জানা বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব তার নিজের ভাষা ও বিদেশী ভাষার উপর দখল। সেই দখলদারিত্বে দুর্বল কিন্তু স্বাস্থ্যবান, সবল শ্রমিকের প্রবাসে ভাষা জ্ঞানের অভাবে কষ্টের কোন অন্ত থাকে না। অভিবাসী শ্রমিকদের ব্যক্তি জীবনে বেশীরভাগ ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে নিয়ে থাকে কিন্তু প্রবাসে এটি পেট চালানোর জন্যে প্রথম ভাষাও বটে। অভিবাসী শ্রমিকগণ যেসব দেশে যাবেন, তাদেরকে সে দেশের ভাষার উপর একটি কোর্স করিয়ে নেয়া উচিত, যাতে তারা সে সমাজে শুরুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। নইলে ভাষা দীনতার দায়ে তাকে সেসব দেশে বারবার পুর্ণজন্ম নিতে হয়। এর দায় কোন সরকার এড়াতে পারেন না।
যুগের সাথে তাল ধরতে শিক্ষা ব্যবস্থায় নার্সারী থেকে শিক্ষার যতো স্তর আছে, শুধু একটি বিষয় বাংলা রেখে বাকি সব বিষয়ে ইংরেজিতে অধ্যয়ন করা উচিত। তাহলে কেজি, ইংলিশ মিডিয়াম নামধারী শিক্ষা ব্যবস্থাও এক সারিতে এসে যেতো। আমাদেরকে পঙ্গুত্বের অভিশাপে বড় করছে আমাদের পাঁচতলা বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা। আমি জানি অনেক জ্ঞানী আমার সাথে একমত হবেন না কারণ তাদের সন্তানেরা দেশেই লেখাপড়া করে না। দেশে যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারাও তাদের সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করিয়ে থাকেন। এই বিভেদ সৃষ্টিকারী দুই দলই শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে অনাগ্রহী। যার ফলে ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক ফায়দা ওরাই লুটে নিচ্ছে। বাংলাদেশে মাদ্রাসাগুলোতেও একইভাবে একবিষয় আরবী রেখে বাকীসব বিষয়ে ইংরেজিতে পাঠদানের ব্যবস্থা করা উচিত। ভাষার জন্যে বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট জেলের তালা ভাঙ্গতেই হবে, নইলে শিক্ষায় একদল শিক্ষিত অন্যদল সার্টিফিকেটধারী অশিক্ষিত থেকেই যাবে।
লেখক: সাবেক সিনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, KeppelFELS LTD

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তঃ আমাদের কালের চোখে

(৭ পৃষ্ঠার পর) প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন প্রস্তাব উত্থাপন করেন, পাকিস্তান গণপরিষদের কাছে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ সুপারিশ করছে যে, বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা করা হোক। তবে এই প্রস্তাব উত্থাপন ও পাস করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তদানের। সেদিনও গুলি চালনার পর ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথমে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও তারপরেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, গুলিতে ছাত্রহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের কাজে অংশগ্রহণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিরোধী দলের মূলতবি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে তাঁরা পরিষদ ছেড়ে চলে যান।
পরদিন পরিষদ আবার বসলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিবাদ করেন ‘মর্নিং নিউজ’ পত্রিকার মিথ্যাচারের। জানতে চান কারফিউ জারি করা হয়েছে কিনা, শহরের নিয়ন্ত্রণ সামরিক বাহিনীর ওপরে অর্পিত হয়েছে কিনা। তিনি নূরুল আমিনের কোনো কোনো উক্তির প্রতিবাদ করেন এবং গণপরিষদের পূর্ববঙ্গীয় সদস্যদের প্রতি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব তোলার বিষয়ে ম্যানডেট দেওয়ার জন্যে মনোরঞ্জন ধরের প্রস্তাব সমর্থন করেন।
১৯৫২ সালের এপ্রিলে গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য নূর আহমদ। লীগ দলেরই পশ্চিম পাকিস্তানি একজন সদস্য প্রস্তাবটি মূলতবি রাখার উদ্দেশ্যে সংশোধনী আনেন সেটিই গৃহীত হয়। কিন্তু সেদিনও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল বাংলার দাবির সমর্থনে এবং মুসলীম লীগ দলীয় সদস্যদের নিন্দায়।
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিজে যা করেছিলেন, তার চেয়েও তাঁর বড় কীর্তি আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দেওয়ায়। সে আগুন সবখানে ছড়িয়ে গিয়েছিল।
তারপরও আমরা তাঁকে দেখেছি মানুষের অধিকারের পক্ষে দাঁড়াতে। ক্ষমতায় গিয়েও তিনি মানুষকে ভোলেননি। ক্ষমতার বাইরে তো তিনি মানুষের মধ্যেই ছিলেন। কতবার কারাগারে গেছেন, কত দুর্ভোগ সহ্য করেছেন। তবু দেশ ছাড়েননি। ১৯৭১এ তিনি আবার নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তারপর যখন নেমে এল ভয়াবহ আঘাত, তখনও তিনি নিরাপত্তার কথা ভাবেননি, দেশের ভবিষ্যতের কথাই ভেবেছিলেন। তিনি জানতেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য হতে যাচ্ছেন তিনি। তবু তিনি অকুতোভয়। পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ দেশের মাটি তাঁর রক্তে সঞ্জীবিত হোক। জীবনে-মরণে এই নির্লোভ, সদাচারী, দেশপ্রেমিক, সত্যসন্ধ মানুষ অকম্পিত চিত্তে নিজের কর্তব্য করে গেছেন।
এখন তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য করার সময়।

প্রবাসীর প্রেম

(১৬ পৃষ্ঠার পর) নাদিয়া প্রথমে সামনে আসত চাইল না। বাড়ির অন্যরাও আমাকে তেমন পাত্তা দিল না। আমি একজন আগন্তুকের মত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। নাদিয়ার কাছে লোক মারফত জানালাম, দুইটা কথা বলেই চলে যাব এবং এটাই হবে ওর সাথে আমার শেষ কথা। অনেকক্ষণ পর নাদিয়া এলো। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল কি বলবেন, তাড়াতাড়ি বলেন আমার হাতে সময় নাই। নিজেকে শান্ত করে যতটা সম্ভব গলার স্বর নিচু করে বললাম, নাদিয়া তুমি কি সত্যি ডিভোর্স চাও! আমি যতটা গলার স্বর নিচু করে বলেছি ও তার চেয়েও উচ্চস্বরে বলল, তুই বুঝছ না। তোর যদি লজ্জা শরম বলতে কিছু থাকত তাহলে তুই আমার সামনে এভাবে এসে দাঁড়াতি না। তার মুখের ভাষা শুনে মনে হলো কেউ একজন আমাকে হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। এই মুহূর্তে মন চাচ্ছে আমি শূন্যে মিশে যাই, আমার মুখ কাউকে দেখাতে ইচ্ছে করছে না। তবুও ভগ্ন হৃদয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আমাকে যে ভালোবাসতে সব কি অভিনয় ছিল? এবার আরো উচ্চস্বরে বলল, হ্যাঁ সবই অভিনয় ছিল আমি তোকে কখনো ভালোবাসিনি আর ভালোবাসতেও পারব না। তার কথা শুনে আমার দু’চোখ বেয়ে গরম অশ্রুকণা গড়িয়ে পড়তে লাগল। যতটা সম্ভব অশ্রুটা লুকিয়ে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে তুমি আমার সাথে সংসার করতে চাচ্ছ না? নাদিয়া তাচ্ছিল্য করে বলল, তোর সাথে সংসার! তোর সাথে সংসার না করে বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভালো।
আমি জবাব দিলাম, এই যদি তোমার মনের কথা হয় তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব। তবে আমাকে এত ঘৃণা করার কারণটা বল প্লিজ। নাদিয়া বলল তোর ফ্যামিলির সবার টর্চার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আর ভালোবাসতে হাজারটা কারণ লাগে কিন্তু ঘৃণা করতে একটা কারণই যথেষ্ট। আর শোন আর যদি আমাদের বাড়িতে আসিস, তাহলে তোর নামে নারী নির্যাতনের মামলা করব। এই কথা বলে নাদিয়া ঘরে ঢুকে গেল।
ও চলে যাওয়ার পর আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নড়াচড়া করার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়েছে। মনে হচ্ছে পা দুটির ওজন কয়েকশো টন। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। চোখের লবণাক্ত জল গড়িয়ে মুখে লাগতে একটু হুঁশ ফিরে আসে। মনে হলো আমি পৃথিবীর বাইরের অন্য কোন গ্রহে রয়েছি। মাতালের মতো টলতে টলতে সামনে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো। সে আমাকে বিমর্ষ দেখে ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো কি হইছে? আমি কোন জবাব দিলাম না। কি করে বলব, আমার স্ত্রী আমার কাছে থেকে ডিভোর্স চায়। ওরা জানে আমি স্ত্রীর ভালোবাসার জন্য অনেক টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। এখন যদি শোনে সেই ভালোবাসা আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে চলে গেছে তাহলে বন্ধুমহলে আমাকে নিয়ে তামাশা হবে। হয়তো বলবে, বউকে তো ভালোবেসে ধরে রাখতে পারলি না। তোর নিশ্চয় কোন সমস্যা আছে। যদিও ওরা একসময় জানতে পারবে আমার ডিভোর্স হবার কথা তবুও যতটা সম্ভব চেপে যাওয়াই ভালো। যখন শুনবে তখন জবাব দেওয়া যাবে।
বন্ধু বাসা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল। ওর সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম যে গ্রামের সবাই জানে, বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে নাকি আমাদের গ্রামের কাউকে দেখলেই বলে আমার সাথে সংসার না করে সারাজীবন স্বামীহীন থাকবে তবুও ভালো। আসার সময় দোকান থেকে দুই পাতা ঘুমের ট্যাবলেট আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে বাসায় ফিরলাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম নিজেকে শেষ করে দেব। ঘরে ঢুকে একের পর এক সিগারেট টানতে টানতে একপর্যায়ে বমি করে দিলাম। বমি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পেলাম না। জীবনের প্রথম সিগারেট খেয়েছিলাম বলেই সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম।
পরের দিন সকালে মা আমার ঘরে এসে ফ্লোরে সিগারেটের শেষ অংশ আর ঘুমের ট্যাবলেট দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তার চিৎকারে বাড়ির সব লোক একত্রিত হল। সবাই একসাথে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারা মনে করেছে আমি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মরতে বসেছি। আমাকে হঠাৎ বিছানায় উঠতে দেখে সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। মা-বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সেদিন প্রথম আমি বুঝেছিলাম পরিবারের ভালোবাসা, একজন নারীর ভালোবাসার চেয়ে শত গুণ শ্রেয়। নারীর ভালোবাসা হয়তো আমাদের সুখী করে কিন্তু পরিবারের ভালোবাসা দেয় আত্মতৃপ্তি। আমার প্রতি তাদের এত ভালোবাসা দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম স্ত্রী’র নকল ভালোবাসার চেয়ে মা-বাবা, ভাই-বোনের প্রকৃত ভালোবাসা নিয়ে না খেয়ে বেঁচে থাকাই উত্তম। সিদ্ধান্ত নিলাম নাদিয়াকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করে দেব। বিষাদ সিন্ধুতে ইয়াজিদ বলেছিল, যে আমার না, আমি তার হব কেন? এ কথাটি জপতে জপতে বাকি দিনগুলি কাটাতে লাগলাম। একসময় ভাবলাম টাকা আয় করতে হবে। তাই আবার সেই প্রবাস জীবন বেছে নিলাম।
মোতাহার ভাই নিজের কথা বলতে বলতে আনমনা হয়ে তার সাবেক স্ত্রীর উদ্দেশ্য নিষিদ্ধ ভাষায় গালি দিল। আমি বললাম, থাক ভাই যা হবার তা হয়েই গেছে। জানেন তো ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন। গালাগালি করে ঈমান নষ্ট করবেন না। মোতাহার ভাই বললেন, নাদিয়া আমার সাথে বেঈমানি করেছে। আমি পরে শুনেছি সে তার খালাতো ভাইকে বিয়ে করছে। বিয়ের আগেই খালাত ভাইয়ের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং বিয়ের পরও ওই ছেলের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে। সে ছেলে তাকে বিয়ের আশ্বাস দেওয়াতেই মিথ্যা অভিযোগ করে আমার কাছ থেকে ডির্ভোস নেয়।
আমি কোন জবাব দিলাম না। একজন ভুক্তভোগী জানে নারীর প্রেমে প্রতারণার যন্ত্রণা কতটুকু? হায়রে! নারীর প্রেম! কাউকে সুখী করে আর কাউকে করে ধ্বংস।

একটি আত্মানুসন্ধান

(১৫ পৃষ্ঠার পর) অন্ধকারাচ্ছন্ন করে সম্ভাবনাময় এই দেশটার পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে এই দেশটার পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চার করছে।
এর সাম্প্রতিক উদাহরণ-উগ্র সাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের জানি দুশমন হেফাজতে ইসলাম কিছুদিন আগে সরকারের কাছে (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে) দাবি উত্থাপন করে বলেছে, মুক্তিযোদ্ধা ও মানবাধিকার আন্দোলনের জননন্দিত নেত্রী সুলতানা কামালকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হোক নতুবা পথেঘাটে যেখানে তাকে পাবে তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করবে। বিকল্প প্রস্তাবও তারা দিয়ে বলেছে গ্রেপ্তার করা না হলে সুলতানা কামালকে, তসলিমা নাসরীনের মতো বাংলাদেশ থেকে বিতাড়ন করা হোক। গ্রেপ্তার অবশ্য করা হয়নি এখনো বা সুলতানা কামালকে সরকারি পক্ষ থেকে দেশ ছাড়তেও বলা হয়নি। সম্ভবত কারণটি হলো সুলতানা কামাল বাল্যকাল থেকেই ধানমন্ডি এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় বঙ্গবন্ধু পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আরো জানা যায় শেখ হাসিনা এবং সুলতানা কামাল পরস্পর বন্ধু স্থানীয়। এহেন পারিবারিক ঘনিষ্ঠতাই হয়তো তার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রেখে থাকতে পারে সরকারকে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এমন ঘনিষ্ঠ একজন সম্মানিত মহিলার বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলামের একাধিক নেতা যে স্পর্ধিত হুমকি দিল-সরকার তাদের বিরুদ্ধেও সামান্যতম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। মিথ্যা প্রচার, সম্মানহানি এবং জীবননাশের হুমকি দিয়ে ওই চরমপন্থিরা কীভাবে আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে তা ভাবলে উদ্বেগের অন্ত থাকে না। ওই হুমকি সংবিধান বিরোধীও বটে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই হুমকির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ব্যানারে তারা সর্বত্র প্রতিবাদ সমাবেশও করেছেন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু টু শব্দটি করছেন না বাংলাদেশ সরকার বা সরকারের কোনো মন্ত্রী বা এমপি। এই নীরবতা থেকে জঙ্গিবাদ উৎসাহিত হয় এবং তার ক্রম-উত্থানের অনুকূল পরিস্থিতিই সৃষ্টি করে এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে যারাই আদর্শনিষ্ঠ তাদের সবার জন্যই ঝুঁকির ইঙ্গিতবাহীও বটে।
হেফাজতে ইসলাম যে মাত্র কয়েক বছর আগে ঢাকায় বিশাল সমাবেশ করে ঢাকা অবরোধ করার ঘোষণা দিয়ে এই সরকারকে উৎখাত করার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ‘নাস্তিক’ বলে আখ্যায়িত করেছিল দেশকে ইসলামিকরণের লক্ষ্যে তাদের ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করেছিল, দেশে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিল-যার ফলে সরকার গভীর রাতে পুলিশি হস্তক্ষেপ করে তাদের ঢাকা থেকে হটিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়েছিল-সে দিনের কথাগুলো হয়তোবা ইচ্ছে করেই সরকার দিব্যি ভুলে গেছে। ভুলে যায়নি শুধু, ওই ঘটনার কিছুকালের মধ্যেই নানা চ্যানেলে যোগাযোগ করে হেফাজতের সঙ্গে এক গোপন সমঝোতায় পৌঁছে যায় সরকার-যার পরিণতিস্বরূপ তেঁতুল হুজুর এক সময় বলেই ফেলেন ‘এই সরকার ভালো-তাদের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই।’ এমন একটি কলঙ্কিত সার্টিফিকেট তো এমনি এমনিতেই আসেনি নিশ্চয় তার জন্য সরকারকে বিস্তর তেল খড় পোড়াতে হয়েছে। কোটি টাকায় জমি এবং বিস্তর নগদ টাকাও তাদের দেয়া হয়েছে-এমন খবর নানা মাধ্যমে তখন প্রচারিতও হয়েছিল।
পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আরো ভয়ঙ্কর, আরো আতঙ্কজনক। বহু আগেই সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহ’, ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ সন্নিবেশিত করে, ‘জামায়াতে ইসলামী ও সব ধর্মাশ্রয়ী দল বৈধ’ করে যে সব সংশোধনী ২০১১-১২ সালে সংসদে পাস করানো হলো তার চাপে চার মৌলনীতির অপমৃত্যুই ঘটানো হল। দিনে দিনে তা আরো বেশি মাত্রায় দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।
হেফাজতের ১৩ দফায় শিক্ষানীতি পরিবর্তনের যে প্রতিক্রিয়াশীল দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণের মাধ্যমে অঘোষিতভাবে তা মেনে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী ঘটনা বেমালুম ঘটানো হয়েছে। অতঃপর কওমি মাদ্রাসার শেষ ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল্য বলে ঘোষণা করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সমতুল্য বলে মেনে নেয়া হয়েছে। বস্তুত মাদ্রাসা শিক্ষাই যেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কিন্তু ওই শিক্ষার কোনো আধুনিকায়ন নেই-তার সিলেবাস প্রণয়নের অধিকারও সরকারের নেই। ফলে দেশের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ এক ভয়াবহ অন্ধকারের আবর্তে নিপতিত হতে চলেছে। পাকিস্তানের চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীলতাই যেন আজ বাংলাদেশেকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। করে ফেলেছেও বহুলাংশে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সীমাহীন দুর্বলতা ও আপসকামিতার সুযোগে।
বাংলাদেশের পুলিশ যত্রতত্র জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাচ্ছে, জঙ্গি গ্রেপ্তার ও অস্ত্র, বোমা ও তার সরঞ্জামাদি উদ্ধার করছে প্রায় প্রতিদিনই। অর্থাৎ জঙ্গিবাদ রীতিমতো প্রসার লাভ করে ফেলেছে বাংলাদেশে জনগণের অগোচরে দেশ-জনগণ ও রাষ্ট্রের সর্বনাশ ঘটানোর লক্ষ্যে।
আজ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের স্বপ্নের, আমাদের রক্তের, ঘামের, লাখো শহীদের রক্তে কেনা বাংলাদেশের এহেন পশ্চাদ্ধাবন ও পাকিস্তান অভিমুখে ফিরতি যাত্রা দেখেও আজ ঘটনাগুলোর প্রতিরোধে নিজেরা কি করেছি একবারো কি তা গভীরভাবে ভেবে দেখছি? কার্যত এই হীন প্রক্রিয়া প্রায় বিনা প্রতিরোধেই দিব্যি সমাপ্ত করতে চলেছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি স্বয়ং।
এবার আমি গণতান্ত্রিক শক্তি ও দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের একটি অংশের ভূমিকাটি সংক্ষিপ্তভাবে সামনে আনতে চাই। গণতান্ত্রিক শক্তি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কাদের বলব? এখানে স্বীকার করে নেয়া ভালো যে, এ দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ সাধারণভাবে আওয়ামী লীগকে এবং একমাত্র আওয়ামী লীগকেই আজো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি বলে মনে করেন। অগণতান্ত্রিক বা গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি হিসেবে তারা বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলামকে মনে করেন। গণতন্ত্রবিরোধী বা অগণতান্ত্রিক শক্তি বলে যাদের মনে করা হয় সে প্রশ্নে সামান্য বিরোধ থাকার কারণ না থাকলেও গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এখনো প্রশ্নহীন কিনা তা গভীরভাবে ভাবতে হবে তার উপরে উল্লিখিত ধারাবাহিক ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান ও ভূমিকার বিবেচনায়।
কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাতের জন্য দায়ী ব্যক্তিকেই বিচারামলে না এনে বা শাস্তি প্রদান না করে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বরং সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করে, হেফাজতের মতো উগ্র ধর্মান্ধ শক্তির কাছে দফায় দফায় নতি স্বীকার করে, বারবার কথা দিয়েও জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা না করে বিগত সাধারণ নির্বাচনের মতো ভোটারবিহীন, প্রার্থীবিহীন বিতর্কিত নির্বাচন করে পাঁচ পাঁচটি বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রেখে তারা কতটা গণতন্ত্র রক্ষা করেছেন বা আজো করছেন তা ভাবার বিষয়। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে এগুলো আদৌ গণতন্ত্র সম্মত নয়। আওয়ামী লীগ, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ তার জন্মকালীন ও পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যার পূর্বকালীন আদর্শিক অবস্থান থেকে যোজন যোজন দূরে চলে এসেছে। আজ হতে পারে আসন্ন ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে জিতার লক্ষ্যে পশ্চাৎমুখী পথে চলতে শুরু করেছেন। যে কারণেই হোক, আওয়ামী লীগের জন্য এ এক ভয়াবহ সর্বনাশই ডেকে আনতে চলেছে এবং দেশটাকেও অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। সন্দেহ নেই, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেই এই বিষয়ে বিস্তর মতানৈক্য রয়েছে কিন্তু যাদের ভিন্নমত রয়েছে তারাও নিজ নিজ পদ অক্ষুণ্ন রাখতে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না।
আর আমরা? আমরা যারা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও বামধারা বা বামপন্থি রাজনীতিতে আছি এবং একই রাজনীতিতে বর্তমান প্রজন্মের যারা পথ চলছেন তাদের ভূমিকাই বা কি? বাস্তবানুগতভাবে খুঁটিয়ে সেগুলোও দেখা দরকার। নতুবা একতরফা চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন থেকে দেশকে আদৌ এগিয়ে নেয়া যাবে না। আত্মসমীক্ষার সে কারণেই বড্ড বেশি প্রয়োজন।
বাস্তব কথা হলো এই যে, এই মুহূর্তে (বা ২০১৮ সালের) জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এ দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো একজোট হলেও নিজস্ব শক্তিতে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারবেন না। পারবেন না এ কারণে যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কোথাও তাদের দেখতেই পায় না। না আছেন রাজপথে, না আছেন সভা-সমিতিতে, না আছেন কোনো গণআন্দোলনে। ইস্যু টু ইস্যু সংবাদপত্রে কিছু বিবৃতি প্রদান বা বড়জোর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কিছু কর্মী নিয়ে মানববন্ধন করে তা সংবাদ মাধ্যমে ও ফেসবুক জাতীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে কিছু লাইক পাওয়ার মাঝেই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ। কোটি কোটি সাধারণ মানুষ, ক্রমবর্ধমান দেশবাসী এতে প্রভাবিত হতে পারছেন না ন্যায্য কারণেই। আর এ কারণেই আমরা মানুষের কাছে আজো আর আলোচিত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিরাজ করছি না। যতই বেদনাদায়ক হোক ব্যাপারটা যে সত্য তা অন্তত মনে মনে সবাই স্বীকার করবেন।
আমরা যে কত গভীরে কত দ্রুত তলিয়ে যেতে বসেছি, কষ্টার্জিত বাংলাদেশ কোথায় হারিয়ে যেতে চলেছে তা যদি আমরা প্রকৃতই সঠিকভাবে অনুধাবন করতাম তবে কোনকালেই আমরা তত্ত্বের কচকচানি বাদ দিয়ে দ্রুত সমমনা ও নিকটমনা তাবৎ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে দেশজোড়া গণআন্দোলন ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত করে দ্রুত জনগণের আস্থা অর্জন করতে সচেষ্ট হতাম, যার কোনো বিকল্প নেই।
এই কাজগুলো করতে পারলে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ক্যাডার বা কর্মী সংকটও ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারত। শরীরেও রক্ত সঞ্চালন বাড়তে পারত। সমাজে ধীরে ধীরে স্থান করে নেয়া যেত, সংসদেও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছু কিছু করে ঢুকে জনগণের দাবি-উত্থাপন করে মানুষের সামনে আসা যেত। যে সময় চলে গেছে তার জন্য এখন আর তা না ভেবে দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওই পথে অগ্রসর হওয়ার বিকল্প নেই। হচ্ছি না বলে দেশের এই পশ্চাদ্ধাবনে আমরাও সমভাবে অপরাধী। স্পষ্টভাষায় তা স্বীকার করা ও সে মতে দ্রুত অগ্রসর হলেই মাত্র নিন্ধটি লেখার উদ্দেশ্য সফল হলো বলে ভাববো। নইলে তা অরণ্যে রোদনেই পর্যবসিত হবে।
লেখক: সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, ঐক্য ন্যাপ

ইংরেজি শিক্ষা বিভাগ

(৭ পৃষ্ঠার পর) For good- চিরতরে [ফর গুড]
Make good one’s escape - চম্পট দেয়া [মেক গুড ওয়ান’স এসকেপ]
Good luck – সৌভাগ্য [গুড লাক]
Good conscience - সুবিবেক [গুড কনসায়েন্স]
Have a good time - আনন্দ করা [হ্যাভ এ গুড টাইম] (চলবে)

চকলেটের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে

(৯ পৃষ্ঠার পর) বলতে বুঝি শুধু নিন্দাই।
এখন আমরা যে শব্দটি নিয়ে খেলা করব, সেটিও এক অসহায় শব্দ- 'সাম্প্রদায়িক'। জাগতিক মানে যেমন জগৎ-সম্পর্কিত যাবতীয় কিছু, ব্যাকরণে ভুল না করলে সাম্প্রদায়িকের অর্থ তেমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কিছু অথবা সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা সবাই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেটা ধর্মীয়, জাতিগত কিংবা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক মানুষের অস্তিত্বই নেই। অথচ আমরা বলে থাকি-লোকটির অনেক ভালো গুণের একটি হল তিনি অসাম্প্রদায়িক! আসলে আমরা এ ক্ষেত্রে বোঝাতে চাই লোকটি অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করেন না, বরং উদারনীতি অবলম্বন করে থাকেন। বলতেই হবে, এই ভাবটি প্রকাশের জন্য অসাম্প্রদায়িক শব্দটি খাটে না। কারণ তিনি তো একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েই আরেকটির প্রতি সহনশীল। তবে কি আমরা শব্দটি দ্বারা এটাই বোঝাতে চাই যে, লোকটি তার সম্প্রদায়ের পরিচয়ে পরিচিত হতে চান না? কথা হল, এই পরিচয় তিনি মুছে ফেলতে পারবেন না কখনই। তিনি বড়জোর বলতে পারবেন- সম্প্রদায়ভিত্তিক যত হীনমন্যতা, তিনি তার সবকিছুরই ঊর্ধ্বে। আরেকটি ঠেস দিয়ে কথাটা পাকাপোক্ত করে দাঁড় করানো যায়। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি পড়েছিলাম ক্লাস নাইনে থাকতে। বইটি হাতে নিতেই খটকা লেগেছিল। বিজ্ঞান ক্লাসের পড়াগুলো থেকে জেনেছি-পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যার কোনো ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নেই; অর্থাৎ চরিত্র নেই। তো চরিত্র ছাড়া মানব-মানবী হয় নাকি? সে যদি দুশ্চরিত্র হয়ে থাকে, সেটা তো চরিত্রই। সেটা খারাপ চরিত্র বটে। কী আর করি! শরৎবাবুকে মাফ করে দিয়েই 'চরিত্রহীন' পড়া শুরু করে দুশ্চরিত্র খুঁজতে থাকলাম। তো চরিত্রহীন বলে যেমন কিছু নেই, অসাম্প্রদায়িকও তেমন।
এখন আমরা আসল কথায় ঢুকব। হ্যাঁ, আমরা সবাই সাম্প্রদায়িক। শব্দটির ব্যবহার যে ব্যাকরণ ছাড়িয়ে গেল, তার কারণ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের অনেকেই কিংবা কেউ কেউ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করতে করতে আমাদের ইতিহাসকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে যে, এখন সাম্প্রদায়িক বললেই বুঝতে হয় লোকটি অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। পাল্টে গেছে যেমন রাজাকার শব্দের অর্থ। খুব জোর দিয়েই বলতে পারি, সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু লোকের হীনমন্যতার দায় পুরো সম্প্রদায় নিতে পারে না আর তাই সাম্প্রদায়িক শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন নয়।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক কথাটি শুধু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা-ও সেটা আবার শুধু মুসলমান অথবা হিন্দু; অথচ সম্প্রদায় শুধু ধর্মভেদেই হয় না, অন্য অনেক প্রকারেই এর বিভাজন হয়ে থাকে। হ্যাঁ, সাধারণভাবে শুধু মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা সীমাবদ্ধ। রোহিঙ্গাদের যদি তৌহিদের পরিবর্তে হিন্দুরা বিতাড়িত করত এবং জেরুজালেমকে একজন হিন্দু প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করতেন, তাহলে এদেশে রায়ট লেগে যেত। স্মর্তব্য, বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার আধ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার মুসলমানরা শহরটির অসংখ্য মন্দির চুরমার করেছিল। আপনি বিদেশ থেকে হিন্দু ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিধর্মীকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন, তো কেউ আপনাকে গালমন্দ করবে না। বরং বলবে-ব্যাডা একখান, ম্যাম বিয়া কইরা আনছে! সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে তখন-'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষজাতি।' কিন্তু একজন মুসলমান হয়ে যখনই কোনো হিন্দুকে বিয়ে করলেন- দুই পক্ষেরই জাত যাবে। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের থুথু পড়তেই থাকবে আপনার গায়ে আমৃত্যু। এই সংকট থেকে উত্তরণের একটাই উপায় আছে আর তা হল একজনকে ধর্মান্তরিত হয়ে সমান সমান হতে হবে। তবে মুসলমান যেহেতু হিন্দু হতে পারে না, তাই হিন্দুকেই, তিনি জায়া অথবা পতি-মুসলমান হতে হবে। তাতেও অবশ্য দুই কূল রক্ষা হবে না-মুসলমানরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, হিন্দুরা হয়ে উঠবে আরও উত্তপ্ত।
যা হোক, এখন থেকে আমরা সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক শব্দ দুটোকে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করব। হ্যাঁ, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু মানুষের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর ইতিহাস অনেক পুরনো। লম্বা উদ্ধৃতি দিলে নিজের কথা ছোট হয়ে আসে। তবু খুব যুৎসই বলে দিচ্ছি। নজরুলের 'হিন্দু-মুসলমান' থেকে নেয়া। কিছু পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলে নিই, উদ্ধৃতিতে 'ন্যাজ' শব্দটি 'লেজ'-এর সেই আমলের কথ্যরূপ। নজরুল লিখছেন-'একদিন গুরুদেবের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন: দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে? হিন্দু-মুসলমানের কথা উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে যে, এ ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? একইসঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায়-তা ভিতরের হোক আর বাইরেই হোক-তারাই হয়ে ওঠে পশু। যেসব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে-শৃঙ্গরূপে, তাদের ততো ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে-যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি। শিংওয়ালা গোরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গবিহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র-বেশি ভীষণ, এ হিসেবে মানুষও পড়ে ওই শৃঙ্গহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়তো রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুইই ভিতরে থাকলে কী রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।'
নজরুল 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা, শির উঁচু করি মুসলমান' এবং এমন আরও কিছু কবিতা ও গান লিখেছেন বলে অনেকে তাকে সাম্প্রদায়িক বলেন। তারা বুঝতেই পারেন না, উপরের কবিতাটিতে তিনি একটি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আর তারও উপরে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি, সেখানে তিনি অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের অধিকারী। এ-দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। একটি জাত্যাভিমান, আরেকটি অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান।
রবীন্দ্র-নজরুলের যুগ গত হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু ছোরা মারামারি বন্ধ তো হয়ইনি, বরং হাতে উঠে এসেছে অধিকতর তীক্ষ্ণ মারণাস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ভারত ও বাংলাদেশ- দু'দেশেই সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটে চলেছে দু'ভাবে-একটি সরব, অন্যটি নীরব। ভারতেরটা ভারতীয়রা বললেই ভালো, আমাদেরটা আমরা বলব। এখানে সরব সাম্প্রদায়িকতা হল পিরিওডিক্যাল, ওটা মাসিক, ষাণ্মাসিক অথবা বাৎসরিক; নীরব সাম্প্রদায়িকতা নৈমিত্তিক এবং এর পরিমাণ ও মাত্রা এত বেশি যে, রিপোর্টারের অভাবে সেই খবর দৈনিকগুলো প্রতিদিন প্রকাশ করতে পারে না। অন্যদিকে সরব সাম্প্রদায়িকতা ভিন্ন সম্প্রদায়ের শরীরে আঘাত করে বলে সর্বসাধারণের দৃশ্যপটেই থাকে তা, যেমনটা আমরা দেখেছি রামু, নাসিরনগর ও নীলফামারীর জলঢাকায়। নীরব সাম্প্রদায়িকতার মানসিক পীড়ন থেকে যায় অগোচরে। এই পীড়ন ভুক্তভোগীরা ছাড়া আর কারও পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব নয়। যেমন, নবনীতা কিংবা নীহারিকা নামের চমৎকার মেয়েটিকে যখন তার স্যার ধমকের স্বরে বলেন-তোমার এই হিন্দু নাম কে রেখেছে- তখন সেই মর্মযাতনা হয়ে পড়ে এক, অদ্বিতীয়। প্রয়াত হুমায়ুন ফরীদির মেয়ের নাম দেবযানী। না জানি কত গঞ্জনা সইতে সইতে বড় হয়েছে সে! শব্দ, তা সেটা বাংলা, ইংরেজি, আরবি কিংবা অন্য যে কোনো ভাষার-কীভাবে শ্রেণীচরিত্র ধারণ করে বোঝা মুশকিল। বাংলা ভাষার প্রথম বৈয়াকরণিক রামমোহন রায়ও কি বুঝতেন?
এই দেশে, হ্যাঁ এই বাংলাদেশেই এমন মা অথবা বাবা পাওয়া যাবে, যিনি তার সন্তানকে উপদেশ দেন, সে যেন তার হিন্দু সহপাঠীর বোতল থেকে পানি না খায়। আবার দেখুন, আমরা যখন হিন্দু বন্ধুটিকে, সে ঘনিষ্ঠও বটে, ইয়ার্কি করে মালাউন বলি, তখনও সেটা সাম্প্রদায়িকতা বৈ অন্য কিছু নয়। মানুষের প্রতিটি কথা অথবা পদক্ষেপ কোনো না কোনো পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত কিংবা প্রভাবিত-সেটা হয় চেতন, না হয় অবচেতন অথবা অচেতন মানসিক স্তরের ভাবনা।
কলম ওয়ার্নিং দিচ্ছে এই বলে যে, তোমার লেখার স্পেস ছোট হয়ে আসছে। অতঃপর সরব ও নীরব- দুই প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারিত বর্ণনা না দিয়ে আর দু'-এক কথা লিখেই আমরা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত থাকার একটা উপায় খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। এক কথায় বললে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ, তা তিনি যত সৎ ও সুনাগরিকতার জীবনই যাপন করুন না কেন, সাধারণভাবে এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে বাস করছেন। এই সংকট এত গভীর যে, এককভাবে কোনো তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পক্ষে এর সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে আপ্তবাক্যটি আমরা আওড়াই, তা আসলে বহিঃস্রোত; অন্তঃস্রোতগুলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার। কখনও আবার তা সহিংসতায় ফেনিয়ে ওঠে। মনস্তত্ত্বের ওপর কোথায় যেন একটি লেখায় পড়েছিলাম-সংখ্যালঘু অথবা দুর্বল কিংবা দ্বিতীয় লিঙ্গের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার একধরনের রোগ, যার নাম sadomasochism- ধর্ষকাম ও মর্ষকামের সহযোগে সৃষ্ট এই জটিল রোগের মূলে থাকে অস্বাভাবিক আনন্দ, যৌন সুখ ও হিংসা চরিতার্থ করার বাসনা। এই আনন্দকে বলা হচ্ছে sado-masochistic pleasure, ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের প্রাক্কালেই নাকি এই দুর্লক্ষণ (Bad symptom) দেখা দেয়। তবে কি বাংলাদেশ সবসময়ই একটা ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে সাধ্য কী একক সরকারের পক্ষে, থামায় মানুষের স্প্রেডিং ইনটালেরেন্স বা ধর্মীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা!
হ্যাঁ, কী করে মুক্ত থাকা যাবে সাম্প্রদায়িকতা থেকে? প্রথমেই বুঝতে হবে মানুষের যাবতীয় চিন্তা-সেটা সু অথবা কু-উৎপত্তিস্থল তার মাথার মগজ। এই মগজ ঠিক করা ছাড়া তার আচরণ ঠিক হবে না, হতেই পারে না। কোনকালেও না। ডায়াগনোসিস তো হল, এবার আমরা প্রেসক্রিপশন লেখা শুরু করি।
এ জীবনে কত ইন্টারেস্টিং মানুষের সঙ্গেই না মিশতে হয়েছে! তাদের একজন ছিলেন আহমদ ছফা, আমাদের ছফা ভাই। এই অসাধারণ জ্ঞানদীপ্ত মানুষটি সমানুপাতিক প্রচার পেলেন না! তো জিয়ার আমলে যখন প্রথম জেব্রা ক্রসিং চালু করা হয়েছিল, তিনি একদিন অন্যমনস্কতায় নিয়ম না মেনে রাস্তা পার হতেই পল্টন পুলিশ বক্সের এক পুলিশ তাকে কান ধরে উঠ-বস করতে বলে। ছফা ভাই এই রাজকর্মচারীর নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করার পর এক আড্ডায় যখন এই গল্প করছিলেন, সবাই মুখ ভার করায় তিনি বলেছিলেন-তোমরা এমন করছো কেন, আমাকে তো কোনো মানুষ অপমান করেনি, করেছে পুলিশ! তো এই মনস্তত্ত্ব ছিল আমার এক বন্ধুরও। সে বলত-শোন তর্ক করবি জ্ঞানীর সঙ্গে, মূর্খকে ওয়াক-ওভার দিবি, দেখবি কত মজা! মূর্খের কাছে কৈফিয়ত চাইবি না। তো এই বন্ধুটির একটি আপাত সার্কাসটিক কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথাই এ লেখার মূল সুর। কারও অর্বাচীনতা দেখলেই সে বলত-আমি চকলেটের ঊর্ধ্বে উঠে গেছি। অর্থাৎ যে বয়সে সে চকলেট খেত, সেই বয়স অনেক আগেই অতিক্রম করেছে সে।
ঠিকই তো। চকলেট খাওয়ার বয়সে কাব্যগুণ বিচার করে নয়, নিছকই ধর্মের টানে বলতাম নজরুল, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি। এখন করি কাব্যগুণ বিচার। তাছাড়া কাব্যগুণ বিচার করেই বা একজনকে আরেকজনের ওপর স্থান দিতে হবে কেন? প্রত্যেকের বৃত্তই আলাদা-আলাদা তার কেন্দ্র, পরিধি, জ্যা সবই। এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই এক বড় গাধার-পাখির সমাজে কাক চালাক, না পশুর মধ্যে শিয়াল? অথবা ফলের রাজা আম, না ফুলের রানী গোলাপ? এ প্রশ্নটাও নিশ্চয়ই বোকারই-হিন্দুদের কাছে হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ, নাকি মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইসলাম?
সমকামিতা জেনেটিক বাস্তবতা বটে। তাই পাশ্চাত্যবাসীর চোখে এর ভালো-মন্দের ব্যাপার নেই। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা জেনেটিক সংকট নয়। এটা রোগ এবং তা নিরাময়যোগ্য। শুধু ধর্মনির্বিশেষে ভালোবাসতে হবে মানুষ। এজন্য মাথাটা মেরামত করে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে চকলেটের।
লেখক: সাংবাদিক
সূত্র: https://www.jugantor.com/ todayspaper/window/8175

মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ

(৬ পৃষ্ঠার পর) শুরুতেই দেওয়া হলো। অনেক সময় বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয় এ ধরনের সাধারণ ক্ষমার জন্য।
একটি সূত্র জানায়, এবার জরিমানার পরিমাণ ৬০০ কেডি (কুয়েতি দিনার) যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩১৭ টাকা (আজকের মুদ্রা বিনিময় দর অনুযায়ী) বলে জানা গেছে। আগেরবারের সাধারণ ক্ষমায়ও জরিমানার পরিমাণ তাই ছিল। সাধারণ ক্ষমায় প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক, রেসিডেন্সি লঙ্ঘনকারী যারা এই সুযোগে নিয়ে কুয়েত ত্যাগ করবে তারা নতুন ভিসা নিয়ে ফের কুয়েতে যেতে পারবেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত এখনও জানা যায়নি।

বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে কর্মী নেবে মরিশাস

মরিশাসে বর্তমানে ২৩ হাজার ২৬৩ জন বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছেন। বিদেশি হিসেবে দেশটিতে এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যক। বিদেশি কর্মীদের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। দেশটির ৮ হাজার ৩৬৭ জন কর্মী মরিশাসে কর্মরত রয়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে আরো কর্মী নেবে মরিশাস। এ ব্যাপারে গত ১৫ জানুয়ারি মরিশাসের স্থানীয় সময় পৌনে ১১টায় মরিশাসের শ্রম, শিল্প সম্পর্ক, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রী হন শোদেশ সাতকাম ক্যালিসুনর সঙ্গে তার কার্যালয়ে বৈঠক করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি।

বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়ার ব্যাপারে উভয় দেশ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়েছে। খুবই দ্রুত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ বিষয়ে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর হবে উভয় দেশের মন্ত্রী মনে করেন। মরিশাসের শ্রম, শিল্প সম্পর্ক, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রী শোদেশ সাতকাম ক্যালিসুন সেদেশে কর্মরত বাংলাদেশের কর্মীদের প্রশংসা করে বলেন, ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে অনেক বাংলাদেশের কর্মী মরিশাসের ভাষা রপ্ত করে ফেলেন। যা সত্যিই অভাবনীয়। বাংলাদেশের কর্মীরা কাজের প্রতি খুবই আন্তরিক উল্লেখ করে মরিশাসের মন্ত্রী বলেন, আমরা অধিকহারে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেব।

মাতৃভাষা এবং ইসলামে এর মর্যাদা

(৯ পৃষ্ঠার পর) শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের মধ্যে নানা রূপ দেখা গেল। তারা দিচ্ছিল না বাঁচার অধিকার, দিচ্ছিল না ভাষার অধিকার। ওরা আমাদের ভাষার ওপর আক্রমণ করে বসল। তারা ঘোষণা করল, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। তখন পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনের রক্তের কণিকাগুলো জেগে উঠল। মাতৃভাষা বাংলাকে বাংলা মায়ের কোলেই আজীবন রাখার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশের কিছু সাহসী যুবক বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছেন। শহীদ হয় সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দেয়নি। একমাত্র বাঙালি জাতিই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে পৃথিবীতে মাতৃভাষার সম্মান আকাশচুম্বী করেছে। তাই বিশ্ববাসী ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছে।
কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে; সেভাবে জব্বার, রফিক, সালাম, বরকতের মতো বাংলার সাহসী সন্তানদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলা ভাষার চির আলোকোজ্জ্বল সূর্য পৃথিবীর আকাশে উদিত হয়েছে।
বর্তমান সময়ে বাংলার চর্চা ও ব্যবহারের করুণ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কী করার আছে? বর্তমানে মানুষের মাঝে বাংলা-ইংরেজির সংমিশ্রণ যে হারে বেড়ে চলছে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানির যে প্রতিযোগিতা দেশে চলছে বাঙালিপনা আর বাংলা ভাষার অস্তিত্ব টিকে থাকাই দায়।
প্রতিটি মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য কোনো বিভেদ বা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে না। তাই দেশের সকল বর্ণ ও ধর্মের নাগরিকেরা সব সময় মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। ইসলাম সব ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়। আল্লাহ আমাদের বিশুদ্ধ মাতৃভাষার ব্যবহার ও এর মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অটল থাকার তৌফিক দান করুন।
লেখক: সিঙ্গাপুরে কর্মরত প্রবাসী

সিঙ্গাপুরে এ বছর নির্মাণ খাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিলিয়ন ডলার। গত ১১ জানুয়ারি এক সেমিনারে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এর সেকেন্ড মিনিস্টার মি. ডেসমন্ড লী বলেন, সরকার চলতি বছর নির্মাণ খাতে ছোট ছোট ফার্মগুলোকে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উত্তরণে সহায়তা করার লক্ষ্যেই পাবলিক সেক্টরে বিভিন্ন প্রজেক্ট বৃদ্ধি করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাবলিক সেক্টরের প্রজেক্টগুলোর শেয়ারও বেড়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন এই ধারা পরবর্তী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। অবকাঠামোগত এরকম কিছু প্রজেক্ট হলো ২১ কি.মি উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন রুট করিডোর, ন্যাশনাল ওয়াটার এজেন্সি PUB এর গভীর সুড়ঙ্গবিশিষ্ট স্যুয়ারেজ সিস্টেম এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিসেবা।
মি. লী পরিবেশ এবং সম্পদ খাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, গত কয়েক বছর নির্মাণ খাতকে বেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমরা এই খাতে চাহিদা কমতে দেখেছি এবং অনেক ফার্মকেই চাপ নিতে হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সরকার সবসময় নির্মাণ খাতের চাহিদাগুলো পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি এই খাতটিতে টেকসই ও স্থিতিশীল বাজার ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আমরা যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে বিভিন্ন সরকারি এজেন্সিগুলোকে অবকাঠামোগত প্রজেক্ট বাড়াতে উৎসাহিত করছি। এসব প্রজেক্ট এজেন্সিগুলোর ঝুঁকি গ্রহণে বৈচিত্র্য আনবে এবং স্থানীয় ফার্মগুলোর জন্য অধিক সুযোগ সৃষ্টি করবে।
২০১৭ সালে বিল্ডিং ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে ২৪.৫ বিলিয়ন ডলারের কাজ হয়েছে যা ২০১৬ সালের তুলনায় ১.৯ বিলিয়ন ডলার কম ছিল। ২০১৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৮.৮ বিলিয়ন ডলার। রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম ZACD গ্রুপ এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মি. নিকোলাস ম্যাক বলেন, যখন সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রোধ করতে চান তখন দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্মাণ খাতে ৩০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে চাহিদার ওঠানামা ২০১৪ সালের তুলনায় খুব বেশি সাফল্য নয়। মি. ম্যাক প্রাইভেট সেক্টরগুলোতে অধিক পরিমাণে চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন।
প্রায় ৩০০ কনস্ট্রাকশনভিত্তিক কোম্পানির সংগঠন সিঙ্গাপুর কনস্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট মি. কেনেথ লু বলেন, BCA এর পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতি বছর নির্মাণ খাতে দুর্বল অবস্থা বিরাজ করবে। কাজের ভলিউম ও সংশ্লিষ্ট কাজের অর্ডারের ভিত্তিতে এই খাতটিতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে আরও কিছুদিন সময় দিতে হবে। এই বছর ফার্মগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জিং অবস্থা বিরাজ করলেও সামান্য ভালো অবস্থানে থাকতে পারে। তবে তাদের ঝড়ো আবহাওয়ার জন্যও তৈরি থাকতে হবে। কেনেথ লু এর সাথে একই মত পোষণ করেন 3-link Engineering এর মিস জেনি চ্যান। তিনি বলেন, আমার ফার্মের অধিক পরিমাণে কাজ আছে এবং আমি মনে করি আগামী কয়েক বছর আমি অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ অবস্থানে থাকব তবে এটাই যথেষ্ট নয় এবং চাহিদার পরিমাণ গড় হিসেবেই ধরা যায়। গত দুই বছর আমাদের অনেক প্রজেক্ট ছিলো না এবং এখনও সংগ্রাম করে চলেছি। GA Construction এর জেনারেল ম্যানেজার জোসেফ লিউ বলেন, এটা নির্মাণ খাতের উন্নতি সাধন করবে, বিশেষ করে বর্তমান পরিবেশে। গত দুই বছর খুব একটা ভালো সময় কাটেনি। আশা করছি সরকারের অংশ থেকে এই সাহায্য সকলের জন্য অনেক বড় পাওয়া।
প্রাইভেট রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্টগুলোতে BCA আশা করছে নির্মাণ চাহিদা ৩.৬ বিলিয়ন কমার্শিয়াল প্রজেক্ট ২.৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে থাকবে। সবমিলিয়ে BCA বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাশা নির্মাণ খাতে আগামী পাঁচ বছর চাহিদা বৃদ্ধির ধারা ক্রমবর্ধমান থাকবে এবং ২০২২ সাল নাগাদ এই খাতে ৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের চাহিদা সৃষ্টি হবে। টুডে অনলাইন

ডিজিটাল হুন্ডি বন্ধ করার উপায় কী

(৯ পৃষ্ঠার পর) তাই হয়েছে। এই হুন্ডি প্রক্রিয়া যখন তুঙ্গে, বাংলাদেশের ইনওয়ার্ড রেমিটেন্সের অগ্রগতি যখন নিম্নমুখী, তখন বিকাশ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। বিলম্বে হলেও তারা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে সন্দেহজনক লেনদেন বলে রিপোর্ট করেছেন। তাদের এই কাজকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কারণ তারা এটা লক্ষ্য না করলে বা না রিপোর্ট করলে এসব এজেন্ট নির্বিঘ্নে আরও কিছুকাল হয়তো দেশের বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের অবাধ সুযোগ পেতেন। তবে প্রশ্ন হলো, বিকাশ কর্তৃপক্ষ তাদের সিস্টেমটি দুর্বল রেখে বা যথাযথ মনিটরিং না করে কেবল ব্যবসা বাড়িয়ে যাওয়ার দিকে মনোযোগ দিলেন কেন? আর যেসব এজেন্ট হুন্ডির সঙ্গে জড়িত সন্দেহ করে বিকাশ কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট করেছেন তার বাইরে যে এজেন্টরা রয়েছেন তারা সবাই কি হুন্ডিমুক্ত এজেন্ট? হয়তো তাই, কারণ বিকাশের নজরে সন্দেহজনক বলে আর কোনো এজেন্ট ধরা পড়ছে না। এখন প্রশ্ন হলো, বিদেশের প্রতিটি মার্কেটেই এখনো ঝুলানো আছে সেই পুরনো সাইনবোর্ড, 'এখানে বিকাশ করা হয়।'
বিদেশে অবস্থানরত ওয়েজ আর্নাররা এখনো বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছেন বলে জানাচ্ছেন। বিদেশে কর্মরত ব্যাংকের এক্সচেঞ্জ হাউসের কর্মকর্তারা এখনো অলস সময় কাটাচ্ছেন বলেই তো জানাচ্ছেন তারা। তাহলে এই টাকাগুলো কোন পথে এসে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ছিদ্র দিয়ে মোবাইল ফোনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে? আমরা কি তা হলে সন্দেহ করব যে, এই সার্ভিসের গলদ কাটেনি বা পরিবীক্ষণ সঠিক ও কার্যকর হচ্ছে না? অথবা যা হচ্ছে সেটা কেবলই লোক দেখানো।
মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সেবাটি সাধারণ মানুষের জন্য অনেক বেশি উপকারী। এই সেবাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ না করে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। আর সে জন্যই বিকাশসহ সব মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের কর্তাদের আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। একগুঁয়েভাবে ব্যবসা বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে অর্থনীতিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা এবং নিজেরা কলুষিত হওয়ার চেয়ে দেশসেবার মনোবৃত্তি নিয়ে ধীরে ধীরে সঠিক পদ্ধতি মেনে এগিয়ে যাওয়াই অনেক মঙ্গলজনক বলে মনে হয়।
এবার আসা যাক নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদারকি প্রসঙ্গে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নামের শিশুটি জন্ম নেওয়ার পর এর যথাযথ লালনপালনে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নিয়মের ফাঁক গলিয়ে ডিজিটাল হুন্ডি নামক বৈদেশিক মুদ্রাখেকো ভূতের জন্ম ও মহীরুহে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ছিল অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। বিভিন্ন দেশ থেকে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সাহায্য নিয়ে হুন্ডি করা হচ্ছে এ তথ্য অবগত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পর্যবেক্ষক দল মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে যায় এবং 'এখানে বিকাশ করা হয়' মর্মে সাইনবোর্ড দেখে আসে। কিন্তু এ ধরনের সাইনবোর্ড তুলে ফেলার বা ডিজিটাল হুন্ডি বন্ধ করার মতো কার্যকর কিছু করেছে বলে জানা যায়নি। আন্তর্জাতিক মান নির্ধারক প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের (এফএটিএফ) ১৪ নম্বর সুপারিশে বিকল্প অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতি বা হুন্ডিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ দেশের নিবন্ধিত হয়ে বৈধ লেনদেন করা না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। এফএটিএফের এই সুপারিশ বিশ্বের সব দেশ পরিপালনে বাধ্য। তাই যেসব দেশে অবৈধ সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এভাবে হুন্ডি ব্যবসা চালানো হচ্ছে সেসব দেশের এফআইইউ বা অন্য যে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে এটি বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য ইতোমধ্যে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পালনীয় নতুন কিছু নীতিমালা দিয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে অনুসৃত হলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিকতা থাকলে এই ডিজিটাল হুন্ডি বন্ধ হবে বলে তাদের বিশ্বাস। আমাদেরও একই প্রত্যাশা। তবে বাংলাদেশ ব্যাংককেও অধিক সচেতন থাকতে হবে এবং কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সবগুলো সুবিধা জনগণ ভোগ করুক এবং এই সিস্টেম ব্যবহার করে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত করা না হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
লেখক: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক
সূত্র:http://www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/121114

মার্চ-এপ্রিলে দূতাবাসের মাধ্যমে

(১ম পৃষ্ঠার পর) সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রবাসীদের ভোটার প্রক্রিয়াকে সহজ করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, তারপর সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ইসি। তবে কমিশন আশা করছে আগামী মার্চে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে প্রবাসীদের ভোটার করা সম্ভব হবে। প্রথমে দূতাবাসের মাধ্যমে ইসির টিম প্রবাসীদের বায়োমেট্রিক, আইরিশ গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করবে। তারপর ওইসব কাগজপত্র দেশের সংশ্লিষ্ট উপজেলায় যাচাইয়ের পর কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে আপলোড করা হবে। দেশ থেকে এনআইডি প্রিন্ট দিয়ে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে তা পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে কমিশনের।
দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও উদ্যোগে ঘাটতি থাকায় তা আর সামনের দিকে এগোয়নি। বর্তমান খান মোঃ নুরুল হুদা কমিশন গত ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্বে এসে প্রবাসীদের ভোটার করার সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়।

একটি আত্মানুসন্ধান: পেছন ফিরে তাকানো

রণেশ মৈত্র

আজ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের স্বপ্নের, ঘামের, লাখো শহীদের রক্তে কেনা বাংলাদেশের এহেন পশ্চাদ্ধাবন ও পাকিস্তান অভিমুখে ফিরতি যাত্রা দেখেও আজ ঘটনাগুলোর প্রতিরোধে নিজেরা কী করেছি একবারো কি তা গভীরভাবে ভেবে দেখছি? কার্যত এই হীন প্রক্রিয়া প্রায় বিনা প্রতিরোধেই দিব্যি সমাপ্ত করতে চলেছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি স্বয়ং।

দেশ কোন পথে-এ নিয়ে বাংলাদেশে আজ ভাবনার, তৃপ্তির, উৎকণ্ঠার, উদ্বেগের শেষ নেই। মাঝখানে একটা তৃপ্তির কথা উল্লেখ করেছি। হ্যাঁ, সেটাও সত্য-তবে তা ক্ষমতাধর বা ক্ষমতা প্রত্যাশী ও সুবিধাভোগী ও সুবিধা প্রত্যাশী অল্পসংখ্যক লোকের মাত্র। তাই তার খুব একটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখি না অন্তত নিবন্ধটি লেখার শুরুর বা তার প্রাথমিক পর্যায়ে।

অহোরাত্র তৃপ্তির ঢেঁকুর যারা তুলছেন দেশবাসীর সায় কিন্তু সেখানে নেই। দেশবাসী-মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বা সাধারণ অর্থে দেশের কল্যাণকামী কোটি কোটি মানুষের সমর্থন যে তাদের প্রতি নেই দেশের পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রতি চোখ বুলালে তা দিব্যি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের মূল সংকট আধুনিকতা বনাম কূপমণ্ডুতা, উদারনীতি বনাম রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতা, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মান্ধতা প্রভৃতির মধ্য নিহিত এবং তা আজ এতটাই প্রাসঙ্গিক যে তা যেন অর্থনৈতিক সংকটগুলোকেও ম্লান করে দিচ্ছে। চিন্তাশীল মানুষ পেটের ভাবনার চেয়ে আদর্শিক ভাবনা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন দিন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে এ কারণে যে, যেসব মৌলিক কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকেই বাঙালি জাতি ওই নবগঠিত রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম রচনা করতে থাকেন, যে আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এ ৩০ লাখ বাঙালি তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার সবুজ প্রান্তরকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন, সেই সুমহান আদর্শগুলো, একাত্তরের বিজয় অর্জিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নকে যেন ভুলিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে ৪৬ বছরের রাষ্ট্রযন্ত্রটি। ক্ষোভ এবং বেদনাটা এখানেই।

কিন্তু এই নীতি-আদর্শ তো বঙ্গবন্ধু ধারণ করতেন, তাজউদ্দীন আহমদ ধারণ করতেন, ধারণ করতেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, কমরেড মণি সিংহসহ অজস্র নেতাকর্মী যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে আমরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রটি গঠন করেছিলাম ১৯৭১-এ। এবং বাহাত্তরের সংসদে ৪ নভেম্বর এক ঐতিহাসিক সংবিধান গৃহীত

> আজ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের স্বপ্নের, আমাদের রক্তের, ঘামের, লাখো শহীদের রক্তে কেনা বাংলাদেশের এহেন পশ্চাদ্ধাবন ও পাকিস্তান অভিমুখে ফিরতি যাত্রা দেখেও আজ ঘটনাগুলোর প্রতিরোধে নিজেরা কি করেছি একবারো কি তা গভীরভাবে ভেবে দেখছি? কার্যত এই হীন প্রক্রিয়া প্রায় বিনা প্রতিরোধেই দিব্যি সমাপ্ত করতে চলেছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি স্বয়ং

হয়েছিল যাতে পরবর্তীকালে অজস্র অবৈধ ও নীতিভ্রষ্ট সংশোধনী এনে তাকে কলুষিত করে ফেলা হলেও তাতে আজও লেখা আছে, বাংলাদেশের মালিক এ দেশের জনগণ। আরো লেখা আছে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি এবং সেগুলো হলো গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। তাই জনগণের সেই মালিকানাকে যদি সত্য সত্যই আমরা মানি-তাতে যদি সত্য সত্যই বিশ্বাস করি, তবে কুণ্ঠাহীনভাবে বলতেই হবে রাষ্ট্রটি জনগণের সেই সাংবিধানিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করে এক ধরনের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করে একক হাতে সেই ক্ষমতা দখলে নিয়ে রাষ্ট্রে ওই চার মৌলনীতির প্রতিটিকেই শুধুমাত্র অস্বীকার করে চলেছে তা-ই নয়, রাষ্ট্রটিকে পেছনে ঠেলতে ঠেলতে তার সাম্প্রদায়িকীকরণ করতে করতে আজ বাংলাদেশকে, তার মহান মুক্তিযুদ্ধসহ যাবতীয় বিজয় এবং বিজয়জনিত গর্ব ও অহঙ্কারকে

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

পুরুষও ধর্ষিত হয়

অবন্তী শুভ্রা

শরীরের ওপর জবরদস্তিতে ধর্ষণ হয়। মনের ওপর জবরদস্তি হলে তার নাম কি? মানসিক ধর্ষণ নিশ্চয়ই। কারো ভালো লাগা মন্দ লাগা, চাওয়া না চাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কারো নেই। আমরা চাইলেই কারো মনের মধ্যে ঢুকে রাজত্ব করতে পারি না। কিন্তু তার মানে আমরা থেমে আছি এমনটা ভাবলে ভুল হবে। আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত মানসিক ধর্ষণের শিকার হচ্ছে অসংখ্য নারী-পুরুষ। শারীরিক ধর্ষণের ক্ষেত্রে যেমন নারীরা বেশি আক্রান্ত, মানসিক ধর্ষণের ক্ষেত্রে নারীর পাশাপাশি পুরুষও কিন্তু কম ভুক্তভোগী নয়।

আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ট্রলে দেখে থাকি ঘরে বাইরে কিভাবে মানসিক ধর্ষণের শিকার হচ্ছে পুরুষেরা। সেখান থেকে মুক্তি পেতে না আছে কোন আইন না আছে কোন সামাজিক রীতিনীতি। বরং সবাই সেই পুরুষটিকে কাপুরুষ বলে অভিহিত করে যিনি বা যারা নারী কর্তৃক বিভিন্ন সময় মানসিক ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। তাহলে কি দাঁড়ালো-পুরুষ অত্যাচারী হলে তবেই সে পুরুষ নইলে কাপুরুষ! অদ্ভুত সামাজিক মূল্যবোধের সাথে বসবাস আমাদের।

বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি- গ্রামের জমির আলী (ছদ্মনাম) রিকশা চালিয়ে মোটামুটি দিন চলে তার। একটা মেয়ে সন্তানও আছে। হঠাৎ কিছুদিন পর তার বাসায় সব বদলে যেতে থাকে। সমাজের লোকজন কানাঘুষা করে-তার স্ত্রী পাড়ার যুবক ছেলেদের কব্জা করে টাকা উপার্জনের পথে নেমেছে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কিংবা রাত জমিরের বাড়িতে নেই খদ্দেরের অভাব। জমির এখন পেট পুরে ভাত মাছ খেয়ে রিকশা চালানোর নাম করে আড়ালে বসে বিড়ি সিগারেট টানে আর কার্ড খেলে। জমির কিন্তু সব জানে-ভর দুপুরে নিজের ঘরে অন্য লোকের আনাগোনা, রোজ সন্ধ্যায় স্ত্রীর এমন উতল হয়ে কারো জন্যে অপেক্ষা করা, রাত হলেই হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া। এসব কথার সবই কিন্তু জমির জানে তবে মানে না। কারণ মানতে গেলে ছাড়তে হবে স্ত্রী ও সন্তানকে, মানতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করেও এতো সুন্দর গোছানো সংসার সে চালাতে পারবে না, যেটা তার স্ত্রী পারে! তাছাড়া স্ত্রী-সন্তানকে সে ভালোবাসে, ছেড়ে দিতে বুক জ্বলে যায়। কিন্তু নিজের অসহায়ত্ব অনেক কিছু না করতে পারায় তাকে মেনে নিতে হয়েছে সব।

> আমাদের সমাজে সম্পর্কগুলো টিকে থাকে জবরদস্তিতে। পারিবারিক জবরদস্তি, সামাজিক জবরদস্তিতে টিকে আছে অসংখ্য পরিবার, যেখানে ভালোলাগার কিংবা ভালোবাসার শেষ বিন্দুটিও হয়তো অবশিষ্ট নেই। তাহলে কি বলবো এটা সামাজিক ধর্ষণ, যেখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব জায়গায় প্রতিনিয়িত বিভিন্নভাবে ধর্ষিত হচ্ছে এবং সেটা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে

এবার আসা যাক শহুরে মানুষের উদাহরণে- ব্যাংকে বড় পোস্টে চাকরি করেন আজমল হোসেন। সব ঠিকঠাক, বড় অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, দুই ছেলে আছে। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে-সুন্দরী স্ত্রী তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না মোটেও। কোন কারণে তার তাকে ভালো লাগে না। কিন্তু পরিবার সামলাতে বিয়ে সন্তান সবই নিয়েছেন। তবে তার জীবনে আছে তৃতীয় পুরুষ। সংসার করতেই হবে না হলে সমাজে হেয় হতে হবে এই ভেবে চুপচাপ আজমল। নিরবে অন্য ঘরে ঘুমোতে যান, সময়মতো পরিবারের ভরণপোষণ করেন।

আমরা মানি আর না মানি, সত্য এই যে-নিজের স্ত্রী যতোবার অন্য কারো সাথে বিছানা শেয়ার করতে যায় ততোবার তার স্বামীর আবেগ অনুভূতি ধর্ষিত হয়, যতোবার নিজের স্ত্রী গোপনে উচ্চস্বরে বন্ধুর সাথে হাসি শেয়ার করে ততোবার পাশের মানুষটি ধর্ষিত হয়, এমনকি নিজ পরিবার সন্তানকে উন্নত স্বচ্ছল জীবন দিতে না পারার অক্ষমতাও একজন পুরুষকে কম মানসিক পীড়া দেয় না। গ্রামে এমন অনেককে আলাপ করতে শুনেছি-বউয়ের যন্ত্রণায় ঘন ঘন চিল্লা দিতে চলে যান তারা। তার মানে আমাদের সমাজে জমির কিংবা আজমলের মতো লোকের অভাব নেই। যারা গৃহে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত। বিশেষ করে দিনের পর দিন চলতে থাকা এ ধরনের মানসিক নির্যাতন ধর্ষণের চেয়ে কোন অংশে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়; এটিও ধর্ষণ, মানসিক ধর্ষণ। আর এসবের পেছনে না পুরুষ না নারী কেউই এককভাবে দায়ী নন। কারণ আমাদের সমাজে সম্পর্কগুলো টিকে থাকে জবরদস্তিতে। পারিবারিক জবরদস্তি, সামাজিক জবরদস্তিতে টিকে আছে অসংখ্য পরিবার, যেখানে ভালোলাগার কিংবা ভালোবাসার শেষ বিন্দুটিও হয়তো অবশিষ্ট নেই। তাহলে কি বলবো এটা সামাজিক ধর্ষণ, যেখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব জায়গায় প্রতিনিয়িত বিভিন্নভাবে ধর্ষিত হচ্ছে এবং সেটা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

লেখক: সাংবাদিক

একে-৪৭: বিশ্বের ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের ইতিহাস

সাইফ বিন আইয়ুব

মানুষটা ছিলেন শখের কবি। সময়-অসময়ে মনের আনন্দে-বিরহে দুই-চার লাইন লিখেও ফেলতেন চট করে। কে জানতো, পরবর্তীতে এই কবি মানুষটার কলম দিয়েই কবিতার লাইনের পরিবর্তে 'আঁকা' হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর পরোয়ানা! এক সময় এই শখের কবিটির হাত ধরে পৃথিবীতে যে আগ্নেয়াস্ত্রের জন্ম হলো তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বিশ্বজুড়ে একাধারে আলোচিত ও জনপ্রিয় এই আগ্নেয়াস্ত্রটির নাম 'একে ফরটি সেভেন'। 'কালাশনিকভ' নামেও বেশ পরিচিত এটি। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা 'অটোমেটিক কালাশনিকভ'-শব্দ দুটির ইংরেজি আদ্যাক্ষর এবং তৈরির সাল নিয়ে রাইফেলটির নাম রাখা হয় 'AK ৪৭'।

> 'কবি কবি' পরিচয়ের আড়ালে প্রখর সৃষ্টিশীল এই মানুষটার নাম মিখাইল তিমোফিয়েভিচ কালাশনিকভ। তার নামানুসারেই আগ্নেয়াস্ত্রটির নাম রাখা হয় 'কালাশনিকভ'। ১৯১৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের শীতপ্রধান অঞ্চল সাইবেরিয়ার কুরইয়া নামের এক গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম মিখাইল কালাশনিকভের

AK ৪৭

'কবি কবি' পরিচয়ের আড়ালে প্রখর সৃষ্টিশীল এই মানুষটার নাম মিখাইল তিমোফিয়েভিচ কালাশনিকভ। তার নামানুসারেই আগ্নেয়াস্ত্রটির নাম রাখা হয় 'কালাশনিকভ'। ১৯১৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের শীতপ্রধান অঞ্চল সাইবেরিয়ার কুরইয়া নামের এক গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম মিখাইল কালাশনিকভের। আর দশটা দরিদ্র কৃষক পরিবারের মতোই মিখাইলেরও ভাই-বোনের কমতি ছিলো না। অশিক্ষিত কৃষক বাবা-মা প্রতি বছর সন্তান জন্ম দিয়ে গেছেন নিরলসভাবে। ফলাফল উনিশ ভাইবোনের মধ্যে মিখাইলের অবস্থান সপ্তদশ!

ছোটবেলা থেকেই কবিতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন মিখাইল। স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে বিখ্যাত কবি হবেন। একই সাথে মেশিনারিজের প্রতি ছিলো তার দুর্নিবার আকর্ষণ। তবে সব স্বপ্নের পথেই বাঁধা ছিলো তার অসুস্থতা। 'নিয়মিত' অসুস্থ থাকার পাশাপাশি ছয় বছর বয়সে একবার মরতে বসেছিলেন মিখাইল। কোনোমতে সে যাত্রায় রক্ষা পান তিনি।

মিখাইল তিমোফিয়েভিচ কালাশনিকভ

অর্থের কষ্টে মাত্র সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর কুরইয়ার একটি ট্রাক্টর স্টেশনে চাকরি নেন মিখাইল। সেখানে চাকরি করা অবস্থায়ই অস্ত্রের প্রতি ভালোবাসা জন্মে তার। এরপর ১৯৩৮ সালে সোভিয়েত সরকারের নিয়মানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে রেড আর্মিতে যোগ দেন তিনি। অস্ত্রের প্রতি তার আগ্রহ এবং মেকানিক্যাল কাজে তার পূর্বাভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে মিখাইলকে একজন ট্যাংক মেকানিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ধীরে ধীরে ২৪তম ট্যাংক রেজিমেন্টের সিনিয়র ট্যাংক কমান্ডার হিসেবে পদোন্নতি পান তিনি।

১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চরমে। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে জার্মান বাহিনীর কাছে একরকম নাকানি চুবানি খাচ্ছে সোভিয়েত শক্তি। এমনই এক কঠিন সময়ে ব্রায়ানস্কের যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন মিখাইল। ছয় মাস ছুটি পেলেন। এই ছুটিই তার জন্য শাপে বর হয়ে এলো।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে অলস সময় কাটানো ধাতে সইলো না মিখাইলের। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত জার্মান বাহিনীর কাছে নাস্তানাবুদ সোভিয়েত বাহিনীর কথা চিন্তা করেই সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের একটি অস্ত্র আবিষ্কারের নেশায় অস্থির হয়ে উঠলো তার উদ্ভাবনী মন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে যে স্বপ্ন চারা হয়ে উঠেছিলো, সুস্থ হওয়ার পর ইজভেস্ক অস্ত্র কারখানায় গিয়ে সেই চারায় পানি দিতে শুরু করেন মিখাইল।

এরপর ১৯৪৪ সালে আমেরিকান এম-১ এবং জার্মান এসআইজি-৪৪ অস্ত্রের নকশার সমন্বয়ে সর্বপ্রথম একটি স্বয়ংক্রিয় কারবাইনের ডিজাইন করেন তিনি। তার ভাষায় ওই নকশায় সর্বোত্তম কৌশলের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছিলো। কিন্তু বিধি বাম! বিভিন্ন খুঁত ধরে তার ওই নতুন ডিজাইনের

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

সবাইকে বাংলার কণ্ঠ'র ১২তম বর্ষ পদার্পণে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

প্রবাসী ও দেশ থেকে আগত ভোজনবিলাসী অতিথিদের রসনা তৃপ্তিতে ৬ বছরের সফল পথ চলায় সেরাঙ্গুনের ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট-এর ২য় শাখা এখন গ্যালাং লোরং ২৩ এর ২ নম্বর শপে

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট

সকল প্রকার অনুষ্ঠানে খাবারের অর্ডার নেওয়া হয়

Please Call : 82608075, 85049622, 98814420
No. 10, 12 Rowell Road, Singapore 207970
E-mail : chewwah.eng@gmail.com

HR হিরাঝিল রেস্টুরেন্ট
HIRAJHIL RESTAURANT

প্রবাসে দেশীয় স্বাদে সকল প্রকার খাবারের সমারোহ
প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সুবিধা
প্রতিদিন ক্যাটারিং খাবার সরবরাহ করা হয়

পরিচালক :
মো: লিয়াকত আলী
ফোন : +65 9728 9814
৫১, ডেসকার রোড
সিঙ্গাপুর-২০৯৬৪৫
ই-মেইল : liokatali@gmail.com

Greetings on Immortal Ekushey & International Mother Language Day 2018

SOLARIS
সোলারিস ইমপেক্স প্রা. লি.
Solaris Impex Pte. Ltd.

78 Syed Alwi Road, Singapore 207657
Tel : +65 6291 5800, Fax : +65 6291 7740
Co. Reg. No: 201322555N

ভালোবাসা দিবসের গল্প

ভালোবাসার ডায়েরি

এস এম রহমত উল্লাহ

শ্যামলাবতী একটা মেয়েকে বিয়ে করেছি, তার নাম আদিবা। বউকে দেখলে মায়া লাগে, বিশেষ করে তার চোখের মায়া খুব বেশি। বিয়ের সাতদিন পরে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যাই। সেখানে দুইদিন থাকার পরে আবার নিজের বাড়িতে আসি। বাড়িতে ফিরে এলে আদিবা আমাকে তার নিজের হাতে লেখা একটা ডায়েরি পড়তে দেয়। আদিবা নিজের জীবনের সব দুঃখ-কষ্টের কথা সেই ডায়েরিতে লিখে রেখেছে। ভবিষ্যতে যে ছেলেটার সাথে তার বিয়ে হবে তার সাথে কেমন করে সংসার করবে। কেমন করে সংসারটা গুছিয়ে রাখবে ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু এক্কেবারে গুছিয়ে লিখে রেখেছে। ডায়েরিটা আমি তখন না পড়ে আলমারিতে রেখে দিই। পাঁচ মাস পরে আলমারি থেকে নতুন শার্ট নিতে গিয়ে হঠাৎ ডায়েরিটার প্রতি দৃষ্টি গেল। হাতে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠা পড়তে নজর গেলো আদিবার জন্ম তারিখ এর দিকে। আগামীকাল আদিবার জন্মদিন। ডায়েরিটা না পড়ে অপেক্ষায় আছি কখন রাত ১২টা বাজবে আর কখন আদিবাকে শুভেচ্ছা জানাবো। রাতের খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে। আমি না ঘুমিয়ে শুধু ঘড়ির কাঁটায় ১২টার অপেক্ষায় আছি। ১২টা যখন বাজে তখন জানালা খুলে দেই। আদিবার মুখে চাঁদের আলো এসে পড়ে। ইসস, কি সুন্দর যে লাগছে বউটাকে। চাঁদের আলোয় মুখখানা ঝলমল করছে। আস্তে আস্তে কানের পাশে গিয়ে কানে কানে বললাম: হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আদিবা।

এভাবে তিনবার বলার পরে আদিবা ঘুম থেকে উঠে বলল, তুমি কিভাবে জানলে যে, আজ আমার জন্মদিন?

তোমার ডায়েরিতে লেখা ছিলো।

ও আচ্ছা। ধন্যবাদ। ভালোবাসা অফুরন্ত, স্বামী আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য।

তোমার এ জন্মদিনে আমার কাছে কি চাও?

কিছুই না,শুধু তুমি আমার হাত মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ধরে থাকলেই হবে। চলো, দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ি এ দিনে।

বউটার কথা শুনে আমি পুরাই হাবলু হয়ে গেছি। আদিবা আমাকে চুপচাপ দেখে বলল,

কি ভাবছো?

না, কিছুই না।

তাহলে চলো স্রষ্টার উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিই, আমাদের এ সুখের সংসারে কোনদিন যেনো দুঃখ না আসে।

হ্যাঁ চলো।

নফল নামাজ আদায় করে ঘুমাতে গেলাম। ফজরের সময়ে আবার নামাজ পড়ে ঘুমাতে যাবো তখন আদিবা একটা লম্বা লিষ্ট ধরিয়ে দিয়ে বলল, যাও এগুলো বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসো।

এতো জিনিস দিয়ে কি করবে? আজকে পরিবারের সবাই বাইরে খাবো এবং বন্ধুরা মিলে ঘুরে বেড়াবো। তোমার জন্মদিন বলে কথা।

জানি, তবে এগুলো কিছুই করতে হবে না। তুমি বাজার থেকে এগুলো কিনে নিয়ে আসো আমি নিজের হাতে রান্না করে আজকে আমার মেহমানদের খাওয়াবো।

বউটার কথা শুনে সত্যিই খুব মায়া লাগছে। জড়িয়ে ধরে খুব ইচ্ছা করছিলো বলতে, তোমাকে বিয়ে করে আমি খুব খুশি। তোমাকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য, আমি শুকরিয়া আদায় করছি স্রষ্টার কাছে যিনি তোমাকে আমার জন্য পাঠিয়েছেন। তুমি আমার ঘরের এক টুকরো জান্নাত।

তবে আদিবাকে এসব কিছুই বলি নাই। বাজারে গিয়ে সব জিনিস কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে দিলাম লম্বা ঘুম।

রান্না করতে করতে প্রায় দুপুর ১২টা বেজে গেলো। আদিবা নিজের হাতে রান্না করে সব কিছু রেডি করছে। তাছাড়া আজ শুক্রবার, পবিত্র জুম্মার দিন। মসজিদে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আযান শুনতে পেয়ে বউ আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি গোসল শেষে গ্রামের মসজিদে চলে গেলাম। মসজিদে জামাত শেষে বাড়িতে আসলাম। ঘড়িতে যখন দুপুর ২:১৫ টা মিনিট। আদিবাকে বললাম, কোথায় তোমার মেহমান?

তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, কিছুক্ষণ পরে আসবে।

কে দাওয়াত দিয়েছে?

মা দিয়েছেন।

কাকে দাওয়াত দিয়েছে?

উফফ! এত কথা বলো কেন? দুপুর ২টা ৩০ মিনিট বাজলেই দেখবে।

ঘড়িতে যখন ২টা ৩৫ মিনিট, বাড়ির উঠান থেকে দেখলাম পাশের গ্রামের এতিমখানার ১৫ জন ছেলে গায়ে পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি পরে আমাদের বাড়িতে আসছে। আমার বুঝতে আর দেরি হলো না আদিবার মেহমান কারা?

আদিবা নিজের হাতে সবার প্লেটে ভাত তুলে দেয়। বাচ্চাগুলো বিসমিল্লাহ বলে কি সুন্দর করে লোকমা করে করে খাচ্ছে। পাশ থেকে মা বলল,

বউমা ঐ হুজুরকে আরেকটু ভাত দাও।

বাচ্চাটা যখন হুজুর ডাক শুনলো তখন কি সুন্দর একটা মুচকি হাসি দিয়েছে যা কোটি টাকার সমান। সবাই খাওয়ার পর হাত তুলে মোনাজাত করে আবার এতিমখানায় চলে গেল।

আদিবা সবকিছু শেষে আমাকে বলল,

আলহামদুলিল্লাহ! সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে আর আমার মনের আশাও পূরণ হয়েছে। যা শুধু তোমার জন্য সফল হয়েছে। তোমাকে অনেক ভালোবাসা আর ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ আমাকে কেন? আমিতো তোমাকে ধন্যবাদ দেবো এমন একটা পার্টি দেওয়ার জন্য। এটি জীবনের স্মরণীয় পার্টি, প্রতিবছর মনে থাকবে।

ধন্যবাদ লাগবে না, ইনশাল্লাহ তুমি শুধু আমার পাশে থাকলেই হবে। কি থাকবে না?

হ্যাঁ, অবশ্যই। তোমাকে ছাড়া তো এখন থেকে আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হবে।

আচ্ছা ঠিক আছে, এখন খেতে এসো। আজ আমার জন্মদিন তুমি নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিবে। কি দিবে না?

হ্যাঁ, অবশ্যই খাইয়ে দিবো।

তাহলে চলো।

লেখক: সৌদী প্রবাসী

বি: দ্রঃ গল্পটি আমার কল্পনা প্রসূত। তবে গল্পের মতো করে হয়তো কারো জীবনে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু আদিবার মতো আমি অনেক মেয়েকেই দেখছি যারা বিশেষ কোনো দিনে নিজের হাতে রান্না করে এতিম বাচ্চাদের দাওয়াত করে খাওয়াতে পছন্দ করে। তাদেরকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সবসময় ভালোবাসা ও সালাম রইলো।

প্রবাসীর প্রেম

এম ওমর ফারুকী শিপন

ভিড়ের মধ্যে বাসে একজন পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। সে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এই সেই লোক যে একসময়ে আমার সহকর্মী ছিল। মনে মনে ভাবলাম পৃথিবীতে একই রকম দেখতে সাতজন ব্যক্তি আছে, হয়তো এই ব্যক্তি সেই সাতজনের একজন। তার চোখে চোখ পড়তেই অন্যদিকে তাকিয়ে আমার সেই বন্ধুর কথা ভাবতে লাগলাম। যে গত তিনবছর আগে বিয়ে করে। সিঙ্গাপুরে আসার পর সারাক্ষণ শুধু বউয়ের গল্প করত। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম বিয়ে করার পর বউ ঘুড়ি উড়িয়ে নাটাই তার হাতে রেখে দিয়েছে এখন ঘরে বসে বসে নাটাইয়ে সুতা টানছে, একটু জোরে টানলেই ঘুড়ি নাটাইয়ের কাছে চলে যেতে বাধ্য। একদিন সে হঠাৎ করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বউয়ের টানে চলে যায় দেশে। তখন কোম্পানির বস তাকে অনেক অনুরোধ করে বলেছিল, সে যেন প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে বাড়ি যায় কিন্তু সে শত অনুরোধ উপেক্ষা করে দেশে চলে গিয়েছিল।

আমার মনে হয় না সে বউ পাগলা বন্ধুটা আবার ফিরে আসবে। তাই তাকে এড়িয়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম। আমার পিছু পিছু সেও বাস থেকে নেমে এলো। পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল কি ব্যাপার কেমন আছেন! আমাকে দেখে না দেখার ভান করার মানে কি!! আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি তাহলে মোতাহার ভাই, উনার মতো দেখতে সাতজনের একজন না। উনি বললেন আপনি পাগল নাকি? আমার মতো সাতজনের একজন হবো কেন! আমিই সেই মোতাহার।

কথায় কথায় জানতে পারলাম উনি কয়েক মাস আগে আবার অন্য কোম্পানিতে এসেছেন। যে ব্যক্তি বউয়ের টানে ভালো চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে আবার কেন বউ ছেড়ে ফিরে এল তাই জানার জন্য নির্জনে তাকে নিয়ে বসলাম। উনি পকেট থেকে সিগারেট বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে হালকা টান দিয়ে আমার দিকে তাকাল। তাকে সিগারেট খেতে দেখে আমি অবাক হলাম কারণ এই ব্যক্তি একসময় সিগারেটের গন্ধ শুঁকতে পারত না। কেউ সিগারেট খেলে তাকে সিগারেটের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিরাট লেকচার দিত আর আজ তারই হাতে সিগারেট। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনার হাতে সিগারেট! তিনি বললেন অবাক হবারই কথা কারণ একসময় সিগারেটের গন্ধে আমার বমি আসত আর আজকাল সিগারেটের গন্ধ না পেলে আমি উন্মাদ হয়ে যাই। আমার জায়গায় আপনি থাকলে সুইসাইড করতেন কিন্তু আমি তা করিনি নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে রেখেছি। আপনার জীবনে কি এমন ঘটেছে যার জন্য আপনি সিগারেট খাওয়া শুরু করলেন আবার সুইসাইড করার কথা চিন্তা করছেন। তিনি সিগারেটে জোরে টান দিয়ে মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন তার জীবনের করুণ কাহিনী। আমি বিয়ে করে ফেরার পর নাদিয়ার (বউয়ের নাম) জন্য কতটা উন্মাদ ছিলাম সেটা তো আপনারা জানেন। জীবনে প্রথম কোন নারীর সংস্পর্শ আমার জীবনটাই পালটে গিয়েছিল। তাকে ছাড়া কিছুই

যে গত তিনবছর আগে বিয়ে করে। সিঙ্গাপুরে আসার পর সারাক্ষণ শুধু বউয়ের গল্প করত। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম বিয়ে করার পর বউ ঘুড়ি উড়িয়ে নাটাই তার হাতে রেখে দিয়েছে এখন ঘরে বসে বসে নাটাইয়ে সুতা টানছে, একটু জোরে টানলেই ঘুড়ি নাটাইয়ের কাছে চলে যেতে বাধ্য

ভাবতে পারতাম না। প্রতিটা শ্বাসপ্রশ্বাসে তার কথা মনে পড়ত। রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারতাম না। খেতে পারতাম না। মনে হতো তাকে ছাড়া আমি অস্তিত্বহীন। তার জন্ম শুধু আমার জন্য। আমার বাঁচামরা শুধু তারই হাতে। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম স্পর্শহীন বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। এই টাকা-পয়সা দিয়ে আমি কি করব যদি তার ভালোবাসাই না পাই। না খেয়ে তার পাশে থাকব তবুও অর্থের পিছনে ছুটে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ফেরার কথা শুনে ও যে কত খুশি হয়েছিল তা আপনাকে বুঝাতে পারব না।

ভালোবাসার টানে তার কাছে ফিরে গেলাম। দিনগুলি ভালই কাটছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে জমানো টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে আর তার ভালোবাসাও দেখলাম কমে আসছে। প্রথম প্রথম আমার প্রতি ওর এই অবহেলা টের পেলাম না। যখন টের পেলাম তখন সিদ্ধান্ত নিলাম বসে বসে আর কত খাব এখন কিছু একটা করার দরকার। বাড়ির পাশে মুদি দোকান খুলে বসলাম। সারাদিন দোকানদারী করি আর সন্ধ্যায় বাসায় ফিরি। আমার প্রতি বউয়ের ভালোবাসা প্রদর্শন, তার কথাবার্তা আগের মত রইলো না। কিছু একটা মিসিং মনে হচ্ছিল। বউকে মুখ খুলে কিছু বলতেও পারি না। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি। একদিন বউকে বললাম, আমাদের বিয়ের তো দেড় বছর হয়ে গেল। এখন একটা বাচ্চার অভাব অনুভব করছি। বউ ভেংচি কেটে বলল, তোমার যে ইনকাম, তাতে আমি বাচ্চা নেব না। নিজেরাই তো কোন রকমে দিন কাটাচ্ছি এরই মধ্যে বাচ্চা নিয়ে উটকো ঝামেলা বাড়াতে চাই না। সময় হলেই আমি তোমাকে জানাব। আমি বউয়ের কথায় আঁতকে উঠলাম তার মানে টাকা ছাড়া ভালোবাসা মূল্যহীন। তার মানে সুখে থাকার নাম বুঝি টাকা। আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে জবাব দিলাম গাছতলায় যে থাকে তারাও তো বাচ্চা নিচ্ছে। আর সন্তান না হলে ভালোবাসার পরিপূর্ণতা আসে না। বউ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, গাছতলার মেয়েদের সাথে আমার তুলনা করবা না। আমি গাছতলার মেয়ে না। আমাকে বিয়ে না করে একজন গাছতলার মেয়ে বিয়ে করলেই পারতে। বউয়ের কথা শুনে খুব কষ্ট পেলাম তাই কোন জবাব না দিয়ে চুপ করেছিলাম।

এরপর প্রায়ই বউয়ের সাথে ঝগড়া হত। সামান্য ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি। মনের ভালোবাসা সব উবে গেল। তখন মনে হচ্ছিল আমার জন্য ওর মনে কোন ভালোবাসা অবশিষ্ট নাই। ভাবতে অবাক লাগল, ভালো বাসতে বাসতে একসময়ে নাদিয়া অভিনয় করা শুরু করল।

একদিন নাদিয়া তার সব গহনা নিয়ে বাপের বাড়ি গেল। যাবার সময় বলে গেল চাচাত বোনের বিয়ের পরই চলে আসবে। প্রথম ভেবেছিলাম হয়তো কয়েকদিন বেড়িয়ে চলে আসবে। কয়েকদিন পরে নাদিয়া আমার বাড়িতে খবর পাঠালো যে, সে সংসার করবে না, আমি যেন তাকে ডিভোর্স দেই। বউয়ের এমন আচরণে আমি হতভম্ব। কি করব বুঝতে পারলাম না। বাড়ির সবাই বলল, এই বউ নিয়ে সুখী হওয়া যাবে না। আমি যেন ওকে তালাক দেই। আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, আমি তালাক দেব না। দেখি ও কি করতে পারে?

একদিন গেলাম নাদিয়ার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করতে, আমাকে এভাবে ছেড়ে আসার কারণ কি! আমাকে দেখে **এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১**

সিঙ্গাপুর প্রবাসী লেখক কিবরিয়া মো. শাহজাহান এর ধারাবাহিক উপন্যাস

ক্রান্তিকাল

(পর্ব-১৮)
পূর্ব প্রকাশের পর

সেদিন রাতের খাবারদাবারের পর মেহবুবা তার মাকে ঔষধ খাওয়াতে খাওয়াতে রকিবের বিষয়টি উত্থাপন করে। "রকিব চলে যাবে, কোথায় যাবে সে? তার তো তিন কূলেও কেউ নেই।" মেহবুবার মা বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই ক্ষীণস্বরে বলে। মেহবুবার বাবা সকালের নাস্তা খেয়ে মাদ্রাসায় যান। বাড়ি ফেরেন মাগরিবের নামাজের পর। বাড়ি ফিরেই রাতের খাবার খান। তারপর এশার নামাজের আগ পর্যন্ত বাড়ির সকলের খোঁজখবর নেন। সংসারের জরুরী কোন কাজকর্ম থাকলে তা সারেন। এশার নামাজের পর একটু হাঁটাহাঁটি করে তারপর ঘুমাতে যান। এতে নাকি ঘুমানোর আগেই খাবার হজম হয়ে যায়। যার ফলে শরীরে কোন চর্বি জমতে পারে না। শরীর থাকে সুস্থ ও নিরোগ। এর প্রমাণ তো তিনি নিজেই। বয়স বর্তমানে সত্তরের কাছাকাছি অথচ সামান্য সর্দিজ্বর ছাড়া আর কোন অসুখে তিনি আক্রান্ত হননি। তিনি সবকিছুতেই নিয়ম মেনে চলেন। তার এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনো হয় না। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে বিছানায়

"দুনিয়াটা বড় খারাপ জায়গারে নানাভাই। চারদিকে ওৎ পেতে আছে কত ধরনের বিপদ। সমাজের মধ্যে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি। মানুষও আগের মত কারো বিপদে এগিয়ে আসে না। গ্রামের মানুষগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে। কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতো দূরে থাক, অন্যায়কারীদের সহযোগিতা করে। গ্রামের পরিবেশ একদম নষ্ট হয়ে গেছে।"

পড়ার পর থেকে মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যবর্ত্তী সময়টুকু স্ত্রীর বিছানার পাশে বসেই খাওয়াদাওয়া করেন এবং সংসারের খোঁজখবর করেন।"মা রকিবকে একটু ডেকে আনতো।" মেহবুবার বাবা মেহবুবার বানিয়ে দেয়া পানের খিলি মুখে পুড়তে পুড়তে বলে। "আমি তাকে ডাকতে পারব না বাবা। ওর সাথে কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।" "আচ্ছা ঠিক আছে তোকে ডাকতে হবে না। আমিই ডাকছি। রকিব, এই রকিব ...।" "নানা আমাকে ডাকছিলেন?" রকিব এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। "কি শুনছি এসব? তুই নাকি এখানে আর থাকবি না? এখানে থাকবি না তাহলে যাবি কোথায়?" "এই নানাভাই, আয় তো নানুর কাছে। মেহবুবার সাথে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ওকে আমি বকে দেব, কেমন?" মেহবুবার মা ক্ষীণকণ্ঠে রকিবকে তার কাছে ডাকেন। কিন্তু সে তার নানুর কাছে না গিয়ে মাথা নিচু করে ঠাঁই করে দাঁড়িয়েই থাকে। "আমি জানি না মেহবুবার সাথে কি নিয়ে তোর ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু শুধু নিজের মেয়ে বলেই বলছি না, মেয়েটা একটু পাগলি বটে। কিন্তু ও তোর জন্য যা করে যাচ্ছে তার প্রতিদান কি হবে আমি তা জানি না। এখন ওর সাথে কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া হয়ে থাকলেও তার জন্য একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে? আচ্ছা শুনিতো কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে?" "কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া হয়নি নানাজান।"সে মাথা চুলকাতে চুলকাতে কোনমতে বলে।"কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া হয়নি, তাহলে কি হয়েছে?" এই মেহবুবা, কি হয়েছে রে মা?" "আমি তো জানি না বাবা। সে আমাকে বলেছে, এ বাড়ি ছেড়ে নাকি সে চলে যাবে। আমি তাকে বলেছি, যে চলে যাবে তাকে তো আর ধরে বেঁধে রাখা যাবে না। এখন কেন চলে যাবে তা তো বলে যেতে হবে? নাকি? তুমি কি বলো বাবা? এখন তাকেই জিজ্ঞেস কর সে কেন চলে যাবে?" বলেই সে তার বাবার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সেখান থেকে ওঠে চলে যায়। "কিরে রকিব, তুই বলবি কি, কেন তুই চলে যেতে চাচ্ছিস?" "আমি জানি না নানাজান।" "ওর গালে কষে চড় দেন তো আপনি, বললেই হল আমি থাকব না এখানে।" মেহবুবার মা তার শীর্ণ ডান হাতটি উঠিয়ে চড় মারার ভঙ্গি করে। "আরে দূর! তোমরা সামান্য একটি ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ করছ কেন বুঝলাম না। রকিব কোথাও যাবে না, সামনে ওর মেট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহর রহমতে যদি ভালো ফল করে তাহলে তো এমনিতেই ঢাকা গিয়ে ভালো কলেজে ভর্তি হতে হবে। তখন তো আমরাই ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেব!" বলেই মেহবুবার বাবা হু হু করে হাসতে থাকেন। হাসি থামলে রকিবকে লক্ষ্য করে বলেন, "এসব ছেলেমি বাদ দিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দে, পরীক্ষার আর তো বেশি দিন বাকি নাই।" ইতিমধ্যেই এশার নামাজের আজান শুরু হয়ে গিয়েছিল। নেছারউদ্দিন, রকিবকে সাথে করে মসজিদে গেলেন জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের জন্য। নামাজ শেষে তিনি রকিবের কাঁধে হাত রেখে বাড়ি আসতে আসতে বলতে থাকেন, "দুনিয়াটা বড় খারাপ জায়গারে নানাভাই। চারদিকে ওৎ পেতে আছে কত ধরনের বিপদ। সমাজের মধ্যে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি। মানুষও আগের মত কারো বিপদে এগিয়ে আসে না। গ্রামের মানুষগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে। কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতো দূরে থাক, অন্যায়কারীদের সহযোগিতা করে। গ্রামের পরিবেশ একদম নষ্ট হয়ে গেছে।" "আমারও এ পরিবেশ আর ভালো লাগছে না নানা।" "আর তো কয়েকটা মাস, মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েই চলে যাবি। আমিও চাচ্ছি না তুই আর এখানে থাক। আল্লাহর রহমতে মেট্রিকে ভাল করতে পারলেই তো কেল্লাফতে। তারপর সব ব্যবস্থা তো শরাফতই করবে। সুতরাং সব পাগলামী মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে।" কথা বলতে বলতেই তারা বাড়ি পৌঁছে যায়।

এরপর থেকে মেহবুবা, রকিবের ঘরে আসা বন্ধ করে দেয়। সরাসরি কথা বলাও বন্ধ করে দেয়। তবে স্কুলে যাওয়া আসা আগের মত এক সাথেই করতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। আগে যেমন তারা দুইজন আসা যাওয়ার পুরোটা পথ গল্প গুজব করতে করতে আসত যেত এখন আর তা করে না। এমন কি মেহবুবা আগে পিছে রকিব থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটে। এরই মাঝে একদিন লোকমান ও মোসলেম রকিবের পাশ কেটে চলে যাবার এক ফাঁকে রকিবের প্যান্টের পকেটে একটা ভাজ করা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ব্যাপারটি মেহবুবারও দৃষ্টি এড়ায় না। বাড়ি পৌঁছে বই-খাতা পড়ার টেবিলের উপর ধপাস করে ফেলে দিয়ে স্কুলের কাপড়চোপড় না ছেড়েই সে দৌড়ে বদনা হাতে নিয়ে যেন প্রচণ্ড প্রস্রাব বা পায়খানার বেগ পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে টয়লেটে ঢুকে পড়ে। মনে অনেক দুঃখকষ্ট থাকলেও তার কাণ্ড দেখে এবার মেহবুবা না হেসে পারে না। টয়লেটে ঢুকেই সে প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটি খুলে পড়তে থাকে- 'আমার জানু মেহবুবা ....।' বাকিটা আর সে পড়তে পারে না। তার পুরো শরীর দুলে ওঠে। তার মনে হয় এই বুঝি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কাগজটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টয়লেটের কমোডের ভেতর ফেলে দিয়ে বদনা ভর্তি পানি ঢেলে দিয়ে টয়লেট থেকে বের হয়ে আসে। তারপর গোছলখানায় ঢোকে মাথায় পানি ঢেলে কোন রকমে ঘরে এসে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। (চলবে)

আমি বাংলাদেশি

মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

ভাষার ছাত্র আমি
জানতে হবে, ভাষা কেন প্রাণের চেয়েও দামী?
বলতে পারো তুমি
কোনা ভাষাতে বললে কথা ভরবে হৃদয়ভূমি?
আছে কি কোন ভাষা
মায়ের ভাষা ছাড়া কি আর পুরায় মনের আশা?
আছে কি কোন ভক্ত
ভাষার জন্য বাঙালী ছাড়া দিয়েছে বুকের রক্ত?
আমি বাংলাদেশি
মায়ের মুখের বুলিকে জীবনের চেয়েও ভালোবাসি।
শোন হে বন্ধু শোন
মাতৃভাষার চেয়েও মধুর ভাষা নাই যে আর কোনো!
বুঝবে কোনদিন
আপন নিবাস ছেড়ে তুমি প্রবাসী হবে যেদিন।
একুশে ফেব্রুয়ারি
রক্ষা করেছে বাংলার জয়, বাঙ্গালী প্রমাণ তারি।
শোন বিদেশি বন্ধু
একুশ শুধু নয় বাংলা জয়, জয় করেছি মহাসিন্ধু।

আমি কি ভুলিতে পারি

জাহাঙ্গীর বাবু

বছর ঘুরে আসে একুশে ফেব্রুয়ারি
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো সে দিনটি কি ভুলিতে পারি?
বাহান্ন তে ভাষার জন্য দিয়েছিল প্রাণ সালাম,রফিক, জব্বার আর বরকত
ডিজিটাল যুগে হিন্দি,উর্দু ইংলিশ ভাষা শিক্ষার দিবা নিশি কত না কসরত!
মসজিদে মাহফিলে উর্দু কবিতা আর বয়ান
দিচ্ছে আলেম সমাজ উর্দু ভাষায় নিজেদের মহাজ্ঞানীর প্রমাণ।
মন্দিরে সংস্কৃতের পাশে হিন্দি, গির্জায় ইংরেজির প্রতাপ
পণ্ডিত আর ব্রাদার ফাদারদের ধর্মীয় সংলাপ।
হিন্দি আর ইংরেজি গানে সয়লাব টিভি স্যাটেলাইট আর রেডিও এফ এম
রেডিও টিভির ডিজেরা বুঝাতে চায়, এভাবে হয় দেশ আর ভাষার প্রেম।
আসলে আমাদের শিক্ষার শুরুতে কথা আর কাজের তফাত
ফেব্রুয়ারি এলেই বাংলা বলে টকশোতে নেতারা সব করছেন বাজিমাত!
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্বাধীন বাংলাদেশের মহা অর্জন
ফেব্রুয়ারি এলেই কবি সাহিত্যিকদের ফুলের মালায় করছি বরণ,
নগ্ন পায়ে প্রভাত ফেরী,
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

মায়াকাল ৩

সালমান বৃশ্চিক

নিউমেরিক এক প্রজাপতি
ঘুম সংকেতে সামুদ্রিক বাতাসের আর্দ্রতা,
অযুত সংখ্যক প্রাণশক্তিতে বেঁচে থাকা।
প্রজ্জ্বল রাতের আঁধার;
বিন্দুতে উৎসব আকণ্ঠ মদের গন্ধ,
রক্তবাস সহবাস সঙ্গমের দরজা বন্ধ।
বিশালতা তোমার নাম বৃষ্টি, আকাশি রঙ,
ঝরে পড়ো ঊর্ধ-চিৎকারে চুয়ে যায় নীল।
অন্ধের মত মৃত্যু;
বিষ পান করি নিয়মিত নিয়ত সময়ের,
কখনো ছুটি আঁধারের মতো সারা অর্ধেক ভূ-,
কালো চোখ, কুচকুচে কালো চোখের নাম।
লৌকিক চাঁদের পিঠে অলৌকিক জোছনা,
নিরুৎসব নিষ্কাম জ্যোতি রাশ রতি গম্ভীর,
বিষাক্ত ভূষণে উন্নাসি ভূত প্রেত দিবালোক,
তোমার চুলে চুলে জট, মায়াপুরী মেঠোপথ।
আসো রাত জাগি উর্ধে উদারি চোখ দৃশ্যত,
উদাম দুজন নবজাতক ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি সব;
জোছনা, চাঁদ, তারাদের।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মহিউদ্দিন

আমি তোমার শোকে শুধু অসুস্থ
হবার ট্যাবলেট খাই,
সে বলত আমরা দেখতে অনেকটা একই
আচার ব্যবহারও কঠিন মিল।
সে মরে যাবার কথা বলতো
শেষমেষ মরেই গেল!
আমাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হলে
হয়তো শেষ হতাম, কিন্তু তা না করে,
তুমি আমার হৃদয় ও আমাকে
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে গেলে।

বিষের বাঁশরী

শাহীন চৌধুরী ডলি

চারদিক থেকে ধেয়ে আসে ঘোর বিপদ
উদভ্রান্ততায় দিগ্‌বিদিক ছোটে মন এড়াতে আপদ,
ক্ষয়ে যাওয়া আয়ুর ক্ষয়িষ্ণু বিবর্ণতা প্রকট
ম্লান উঁচুতলার উঁচুজনার উঁচুনজর গভীরতর,
জীবনের পালে লাগা হাওয়া চুপসানো বেলুন
উড়তে উড়তে মুখ থুবড়ে পড়ে পাংশুটে জীবন।
উদ্যমতার জলে ডুবে ন্যাতন্যাতে আপাদমস্তক
কেউ করেনি প্রসারিত হস্ত কমাতে শোক,
পানসে সব আবেগ আহ্লাদ শুন্য ইচ্ছের ঝুড়ি
তবু রঙ চড়িয়ে ফাঁপা অহংকার বেসাতি করি।
দুন্দুমার বাজাই দুন্দুভি, জেনেও পরাজয় ভারী
দূরত্বে থেকে কৃতঘ্নের দল বাজায় বিষের বাঁশরী।

নিষ্পাপ

মোঃ সাজেদুর রহমান (লিটন)

মুখে হাসি তার ঠোঁট দু'টো লাল, যেন
জীবন মহাসাগরে সে আশার ভেলা।
বুঝি না সে কষ্ট, চেয়ে থাকি অকারণ
লক্ষ হৃদয়ে জাগে প্রজাপতির মেলা।
ফাগুন ধরায়ে আনে স্বপ্নের বসন্ত
রক্তিম চাঁদটা চেয়ে থাকে তার দিকে।
জাফরানী রং তুলির বিভুর সীমান্ত
নাম নিয়ে (সুন্দর) পড়েছি বিপাকে।
নৈশ দিনে ঘুমে স্থির, নেই আহাজারি
স্বপ্নপূজারী হয়ে বিশ্ব জয় করবে।
গির্জা-মন্দির না, মানুষ ভালোবাসবে
আমরণ হবে স্বপ্ন ও সত্যের পূজারী,
নারদের মুখে ফুটাবে সে স্নিগ্ধ হাসি
মনে মনে বলি, মা তোকে খুব ভালোবাসি।

মৃত্তিকার জলস্রাব

তারেক হাসান

শক্ত মৃত্তিকার বাহুদ্বয়ের মাঝে
যেন নদীর তুলতুলে নরম দেহ,
তা ঈশ্বরের অভিশাপ নয়,কৃপা
অবিরত সূচিত নালায় জল রং এ
তৃষ্ণা মেটায় মৃত্তিকার জলস্রাব।

অবিনশ্বর

বাহারোজ দীপা

তোমার বুকে হেলান দিয়ে বাতিঘরে ডাহুক ডাকে ও
তোমার ঘুম ভাঙবে কখন? আচ্ছা তুমি ঘুমাও,
ও জেগে দেখবে তোমার দোরে বসে
জলপাই রঙ বিকেলে,
অপেক্ষা করছে এক নির্ঘুম বালিকাও।

আশার বাতি

আল-ইসলাম প্রবাসি

আমার আশার বাতি পিন পিন করে
তেলের মহামারী,
বন্ধু নাই মোর ঘরে আমার
গেছে আমায় ছাড়ি।
কেঁদে কেঁদে মরি আমি
কেঁদে কেঁদে মরি,
আশার বাতি পিন পিন করে
তেলের মহামারি!
কৈশোর গেল, শৈশব গেল
যায়রে যৌবন কাল,
পাইলাম নারে এই জীবনে
একটু সুখের নাগাল।
দেহ ছাড়ি প্রাণ পাখী
যেতে চায় উড়ি,
আশার বাতি পিন পিন করে
তেলের মহামারী !
আশায় আশায় দিন কাটাইলাম
সুখ পাবো বলেরে
যারে নিয়ে ঘর বান্ধিলাম
সে রইল না ঘরেতে।
কার কাছে মনের দুঃখ
যেয়ে বলি আমারই
আশার বাতি পিন পিন করে
তেলের মহামারী!

থাকবে অবিরত

হাসনাত মিলন

দেখতে দেখতে দশটা বছর
আজ হয়েছে পার,
দুজন মিলে গড়েছিলাম
সুখের এ সংসার।
ভালোবাসা তেমনি আছে
যেমন ছিলো আগে,
ছোট্ট কিছু ভুলও ছিলো
কষ্ট এখন লাগে।
সেইনা ভুলের মাশুল দিতে
প্রবাস জীবন কাটাই,
যেমন ঘোরায় তেমনি ঘুরি
তার হাতে যে লাটাই।
দুজন মিলে থাকবো সদাই
বাবুই পাখির মতো,
তোমার আমার ভালোবাসা
থাকবে অবিরত।

বাংলার কণ্ঠ সাহিত্য পরিষদ, ওপার বাংলা এবং স্বদেশ ও প্রবাসের লেখকদের গল্প ও কবিতা দিয়ে সাজানো হয়েছে এই পাতাটি।

বসন্তের আগমনী

মোঃ গোলাম রাব্বানী

আয়রে সকল খুকুমণিরা
শীত জমেছে-ভীড় করছে অতিথি পাখিরা,
শীতের শেষে ডানা উড়িয়ে
বসন্তের আগমনে মাঠ পেরিয়ে,
গান শুনবি আয় কোকিলের
মন জুড়াবি পুষ্প বনের।
হাজারো প্রজাপতির ভীড়ে
সবটুকুই শ্যামল প্রকৃতির নীড়ে।
আয়রে সকল খুকুমণি
গান গেয়ে যায়, বসন্তের আগমনী,
বার্তা নিয়ে-রঙিন ঘুড়ি উড়িয়ে
শীত গেছে অতিথি পাখির ডানা মেলিয়ে।

পরিশুদ্ধ হও

রওশন রুবী

তোমাদের উল্লাসে পুড়িয়েছো গ্রামের পর গ্রাম
তারুণ্যের সোনালী দিনের উড়ন্ত ফড়িং;
পিঁপড়েরও পায়ের পাতা ঝলসে গেছে
ঝলসানো কালো দাগগুলো কালের হরফ।
লিখেছে-এতো জটিলতায় কেন বেড়ে উঠছে প্রজন্ম?
কেন উড্ডীন ছাই মেখে মেখে অমিমাংসিত?
জীবন রেখে একদিন চলে যাবো
কচি ঘাস, লতানো সবুজ অপরাহ্নের চঞ্চল ধোঁয়ার কুয়াশায় ঢেকে
জীবন হারালো কার অপরাধে?
কেন নন্দিতাদের ধবল পথগুলো ভীষণ ফ্যাকাশে
আর অরণ্যের ঘন আঁধার লেপ্টে থাকে?
তোমরা তবু খিলাল করো লোভাতুর ক্ষুধা,
সভ্যতাকে জাহেলিয়া'র যুগে প্রবেশ করাচ্ছো
বুঝবার বোধটুকু হারিয়েছো বলেই;
তুরিৎ গতিতে ছুটন্ত মায়ের হাত থেকে শিশু হারালে,
পিতার চোখ থেকে আচ্ছাদন সরে গেলে, যেই দুখ-দহন
পুড়িয়ে ফেলে বুকের তলায় জমে থাকা
অগ্নিমেঘও; এটুকু বুঝবে না, বুঝবে না আনন্দ ক্ষণস্থায়ী!
তোমাদের ঈর্ষা দলবদ্ধ বেড়ালের মতো শুয়ে থাকে,
তোমাদের ধর্মের চাবিতে মরচে ধরেছে
তোমাদের স্বাধীনতায় স্বার্থপরের নখ বেহিসেবি আঁচড় কাটছে,
তাই পুড়ছো গ্রন্থগৃহ, ভাঙছো প্রার্থনালয়।
মনে রেখো সব একদিন ফিরে যাবে পুনরুত্থানের পথে
নক্ষত্রকেও যেতে হবে সেই পথ পরিক্রমায়,
যাবার আগে পরিশুদ্ধ হওয়া ভালো
এখনও সময় আছে, পারো তো পরিশুদ্ধ হও।

শ্রমিক

সুব্রত ভৌমিক

দিনান্তে পাওয়া মজুরির টাকা
তৃপ্তিতে হাতে নিই,
ইহাতেই মোর সকল আশা!
ঘরে নেই ছাউনি
সারাটা দিবস পাই না পরশ,
ভালোবাসা কারে কয়?
টাকার আশায় দিনটুকু খাটি
চোখেতেই আশা রয়।
দিলেও আঘাত, নেই প্রতিঘাত
তোমার ঘরেতে আমি,
তুমিও মানুষ দাও না তবুও
মৃদু আভাষটুকু তুমি।
চতুষ্পদী চোখেতে তোমার
দিনটিতে করে রাখ,
আমি যেন এক ফেলনা সজীব
দুর-দুর বুকে দেখ।
জানি এটা মোর দুর্ভাগা দিন
তাইতো ফেলনা আজ,
সুখ দুঃখ চলে সময়ের সাথে
নয়তো পূর্ণ সাজ।

সেদিনের করা অল্প-গল্প

মামুন অর রশিদ

হৃদয়ের মাঝে আজ বাজছে বাঁশি
মনের মাঝে ফুটছে ফুল,
কোথায় যেন ছুটছি আমি
রাস্তা করে ভুল।

এ আনন্দের কি যে কারণ
পারছে না কেউ করতে বারণ,
মনটা অদ্য উৎফুল্ল বেশ
তাইতো কাটছে না যে এর কোনো রেশ!

মনে আমার পড়ছে অল্প, সেদিনের করা ছোট্ট গল্প
তথায় সময় ছিল অতি স্বল্প,
তারই মাঝে শেষ করেছিলাম
আমাদের স্বল্প সময়ের অল্প-গল্প।
হ্যাঁ, সেদিনের স্মৃতি আজ পড়ছে মনে
তা আজও আছে আমার জ্ঞানে,
এখন অপেক্ষা করছি তোমার পানে
সেদিনের করা অল্প-গল্প
আজও কি আছে তোমার মনে?

অমিত কুমার দে'র কবিতা

বাড়ি তৈরি

মিস্ত্রি বাড়ি গড়েই চলেছে, শেষ আর হয় না
আমার পকেটের খবর আমি-ই জানি,
কেবল ফাঁকি কাজে ভুলত্রুটি
বয়স হয়েছে, সব মেনে নিই।
সবে ইট গাঁথা চিলেকোঠায়
ল্যাম্পপোস্টের দীর্ঘ ছায়া
ঘর-সাজানো বুঝি আর হবে না।
কাল রাতে স্বপ্নে দেখি
একটি যুবক অর্থবান সুদর্শন,
মিস্ত্রিদের কাজ বুঝে নিচ্ছে গনগনে রোদ্দুরে।

ভাড়া

ঠিকানায় পৌঁছে দিলেই হল, ভাড়া যা-ই হোক
আমার জন্য কোনো ভাড়াই বেশি নয়
যেখানেই যাই যে-বাহনে
নির্দ্বিধায় চড়ে বসি মহা আনন্দে।
শুধু তো নিজের ভাড়া দিই
ভেতরে টনটন অন্যায় তাল তাল ময়লার ভাড়া,
এক পয়সাও গুনি না
আড়ালে লুকোনো যে,
অনায়াসে পার পেয়ে যাই সবখানে ।
যদিও জানি, কোথাও কারোর নিস্তার নেই
একদিন সব ভাড়া চুকাতেই হবে কড়ায়গণ্ডায়।

সুনীলের কাছে খোলা চিঠি

নাজমুন নাহার ছন্দা

সুনীল, তুমি আজ কলকাতায়
দেখা হয়েছিল তোমার সাথে
১৯৬৯ এর কোন এক বিকেলে
কলকাতার এক চায়ের দোকানে,
তখন কিন্তু বাংলার বিচ্ছেদ নিয়ে
অনেক তর্ক করেছিলে।

আজ আমার বয়স আশির কোঠায়
তখন তো তুমি আর আমি টগবগে তরুণ প্রাণ
তারপরও বন্ধুত্ব ছিল অটুট।

ভারত-পূর্ব পাকিস্তান এপার ওপার হলেও
আসা যাওয়া হতো দুটো পরিবারের
অনবরত! ঠিক কিনা বলো?

তারপর তো কত কিছু হয়ে গেল
১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ,
তোমার বাড়িতে আমার পরিবারের আশ্রয়
আমার দেশের প্রতি তোমার দেশের বন্ধুত্বের বাড়ানো হাত!
বিপদে আমার পরিবার ও আমার দেশের প্রতি ভারতের
সহযোগিতা যে অম্লান,
তা আজও ভুলিনি সুনীল।

এখনো তোমার দেশ আমার বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে
ঠিক তোমার বাবার মতো সুনীল,
আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে
তিনি নিয়েছিলেন আমার মায়ের সব গহনা!
কলকাতায় বাবার পৈতৃক ৫০ শতাংশ জমি,
সুনীল তারপরও আমাদের বন্ধুত্ব কমেনি!

বাবাকে দেখেছি পূর্বপাকিস্তান থেকে
স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ হবার পরও
নিজের সর্বস্ব হারিয়ে,
প্রাণটুকু নিয়ে দেশে ফিরে আসতে।
তারপর বহুবার তোমরা এসেছো বাংলায়
আমরা গিয়েছি কলকাতায়,
সেই আগের মতোই তোমার বাবাকে
আমার বাবা বুকে আগলে নিয়েছে।

সুনীল তুমি, আমি
আমার বাবা, তোমার বাবা
প্রাণের বন্ধু, তেমনি
আমার বাংলাদেশ ও ভারত প্রাণের বন্ধু।

কৃতজ্ঞ আমি, কৃতজ্ঞ আমরা
কৃতজ্ঞ আমাদের বাংলাদেশ,
এই বন্ধুত্ব যেন থাকে অটুট
দুই মাটি ভিন্ন হলেও,
ভালোবাসা যেন অটুট থাকে
চিরটা কাল ধরে।

ইতি
তোমারই বাংলাদেশ

প্রবাসে বাদল দিনে

সালমান রহমান

প্রবাসেও মাঝে মাঝে জল থৈ থৈ করে
এমন দিনে হৃদয় চিত্তে কত কি মনে পড়ে
শৈশবে এমন বৃষ্টিতে ভিজেছি কত
মন বলে চল আজও ভিজি মনের মত
প্রবাসের শ্রমের ঘামে ভিজি দিনভর
বৃষ্টিও দেয় না ক্ষাণিক কাজের অবসর
বৃষ্টি আজ ধুয়ে দাও সব মলিনতা
সবার মনে এনে দাও শিশুর কোমলতা।

মানব মনের অর্ন্তনিহিত ভাব প্রকাশের শিল্পিত মাধ্যম কবিতা। কবিতা সত্য, সুন্দর ও সৃষ্টির সর্বোত্তম প্রকাশ। আর এই সৃষ্টি আর তার স্রষ্টার সম্মিলনে 'বাংলার কণ্ঠ' প্রবাসী শ্রমজীবীদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। জীবন-জীবিকার কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত প্রবাসীদের শ্রম, ঘাম, আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা, প্রিয়জনহীন যাপিত জীবন, তাদের আপন বৃত্তের পরিধি জুড়ে মানবিক আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে যে কোনো বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ-রচনা বা গল্প-কবিতা নিয়েই আমাদের সাহিত্য পাতার ক্ষুদ্র আয়োজন। আপনি কি একজন প্রবাসী? আপনার যে কোনো বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিন 'বাংলার কণ্ঠ' বরাবর। আপনার লেখার মূল ভাব ঠিক রেখে সম্পাদনা করে প্রকাশের নিশ্চয়তা দিচ্ছি একমাত্র আমরাই। লেখার আকার যত ছোট হবে ছাপার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে। লেখার সঙ্গে আপনার নাম, পদবী, কোম্পানির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ স্পষ্ট হস্তাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখে অথবা কম্পোজ করে পাঠাবেন।
ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে।
লেখা পাঠানোর ঠিকানা: Banglar Kantha, 53A Rowell Road, Singapore- 208000 অথবা hp: 8115 9316, fax: +65 6747 0640
Email:banglar_kantha@yahoo.com.sg, banglarkanthasg@gmail.com ওয়েব সাইট: www.banglarkantha.net

ব্রিটিশ রানির সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশি দুই নারী

ব্রিটেনের রানির বিশেষ সম্মাননা মেম্বারস অব দ্য ওর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ অ্যাম্পায়ার (এমবিই) এবং অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ অ্যাম্পায়ার (ওবিই) পেলেন দুই ব্রিটিশ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ড. আনওয়ারা আলী ও ড. পপি সুলতানা জামান। রাজনীতি, সঙ্গীত, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা ও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্যে ১১ শ' ২৩ ব্যক্তিকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেছেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এই তালিকায় বেশ কয়েকজন এশিয়ান, মুসলিম এবং বাঙালিও রয়েছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক কাউন্সিলর ও স্পিটালফিল্ড প্র্যাক্টিসের জিপি ড. আনওয়ারা স্থানীয় কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের স্বীকৃতি হিসেবে এমবিই খেতাব পান। কাউন্সিলর থাকার সময়ে তিনি টাওয়ার হ্যামলেটে 'হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিইং' এর কেবিনেট মেম্বার ছিলেন।

একজন চিকিৎসক হিসেবে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) ক্যান্সার চিহ্নিতকরণ ব্রেস্ট স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাঙালি নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন আনওয়ারা। ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণকারী আনওয়ারা আলী শৈশবেই বাবা জোবেদ আলী ও মা সলিমা খাতুনের সাথে যুক্তরাজ্যে আসেন। ২০০৬ সালে লেবার পার্টি থেকে টাওয়ার হ্যামলেটের বো ওয়েস্ট ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ২০১০ সালে এনএইচএস ইস্যু নিয়ে পার্টির সাথে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় আনওয়ারা আলী দল ত্যাগ করে কনজারভেটিভ পার্টিতে যোগ দেন।

অন্যদিকে, মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ওবিই খেতাব পান ইস্ট সাসেক্সের ড. পপি সুলতানা জামান। তিনি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ইংল্যান্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ। লন্ডনভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। গত আট বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন পপি জামান।

পপি সুলতানা জামান ১৯৭৭ সালে পোর্টসমাউথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পোর্টসমাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এমবিএ করেন। ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ত পপি পোর্টসমাউথ প্রাইমারি কেয়ার ট্রাস্টে কর্মরত ছিলেন। ২০০৭ সালে তাকে ইংল্যান্ডব্যাপী মেন্টাল হেলথ ট্রেনিং উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

লস অ্যাঞ্জেলেসে 'নেইবারহুড কাউন্সিল' চান বাংলাদেশিরা

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশি অধ্যুষিত শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে 'নেইবারহুড কাউন্সিল' চান সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশিরা। 'লিটল বাংলাদেশ নেইবারহুড কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা সভা করেছেন তারা।

সভায় প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আবুল হাসেমকে সমন্বয়কারী ও উপস্থিত সবাইকে কার্যকারী সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সদস্যরা হলেন- মমিনুল হক বাচ্চু, কাজী মশহুল হুদা, মারুফ ইসলাম, সালেহ কিবরিয়া, ফিরোজ আলম, লস্কর আল মামুন, শহিদুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান, আব্দুল মালেক, মো. মোরশেদ, স্বপন বাহার, আশরাফ হোসেন আকবর, শেখ জিবরান, পনির আহমেদ, মিজানুর কবির, কামরুল নিপন ও জেরিন মারুফ। লস অ্যাঞ্জেলেসে ৯৬টি নেইবারহুড কাউন্সিল রয়েছে, লিটল বাংলাদেশ নেইবারহুড স্বীকৃত হলে এটি হবে ৯৭তম কাউন্সিল। এটি পরিচালনার জন্য নগর থেকে বাজেট বরাদ্দ হয়ে থাকে।

প্রবাসীরা জানান, নেবারহুড কাউন্সিল গঠনের ক্ষেত্রে ওই এলাকায় নূন্যতম বিশ হাজার জনবসতি থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে লিটল বাংলাদেশ নেইবারহুড কাউন্সিলের জন্য প্রস্তাবিত ম্যাপের আওতায় প্রায় এক লাখ মানুষের বসতি রয়েছে।

কাউন্সিলের প্রস্তাব স্বীকৃত হলে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য মূলধারায় নিজস্ব পরিচিতির নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে বলে প্রবাসীদের আশা।

যুক্তরাষ্ট্রে শুধু ঘনবসতি এলাকার নিরাপত্তা ও উন্নয়নের সুবিধার্থে নেইবারহুড কাউন্সিল গঠন করা হয়ে থাকে। মূলধারা কমিউনিটির এ কার্যক্রম সিটি হলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ও কমিউনিটির নির্বাচিত ব্যক্তিরা পরিচালনা করেন।

সূত্র : অনলাইন ও জাতীয় পত্রিকা

'ডিসটিংগুইশড প্রফেসর' হলেন ড. আলী রীয়াজ

দক্ষিণ এশিয়া তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অসাধারণ মেধার প্রতিফলন ঘটিয়ে 'ডিসটিংগুইশড প্রফেসর' হলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক আলী রীয়াজকে একই ইউনিভার্সিটির 'ডিসটিংগুইশড প্রফেসর হিসেবে ঘোষণা দেয় গত ১১ জানুয়ারি। উল্লেখ্য, তিনি এই বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। একই সঙ্গে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জিওলজির অধ্যাপক ডেভিড মেলোনকেও 'ডিসটিংগুইশড প্রফেসর' হিসেবে ঘোষণা দেয়। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির 'অ্যানুয়াল ফাউন্ডার্স ডে কনভেনশন-এ উভয়কে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র সংসদের জনপ্রিয় সাহিত্য সম্পাদক আলী রীয়াজ উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের পর প্রথমে যুক্তরাজ্য এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টার ফেলোশিপে হাওয়াই ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন। ২০০২ সালে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগদানের আগে তিনি সাউথ ক্যারলিনায় ক্যাফলিন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে পাঁচ বছর সাংবাদিকতাও করেছেন তিনি। ২০১৩ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত খ্যাতিসম্পন্ন থিঙ্কট্যাংক 'উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলার্স-এর পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশি এই অধ্যাপক। ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে তিনি মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের পরিস্থিতির আলোকে বক্তব্য রাখেন। ২০০৮ সালে ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থার আলোকে বক্তব্য দিয়েছেন।

অভিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য জেফ বেজোসের ৩ কোটি ডলার অনুদান

বিশ্বের শীর্ষ ধনী, ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজন ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেফ বেজোস এবং তার স্ত্রী ম্যাকেঞ্জি বেজোস অভিবাসী শিক্ষার্থীদের পড়ার খরচ বাবদ ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার অনুদান দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

অভিভাবকের সঙ্গে, পাচার হয়ে কিংবা অন্য যেকোনো উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে যাওয়া শিশু-কিশোররা যাতে দেশটি থেকে বহিষ্কার এড়াতে পারে, সেজন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ডিফারড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভালস (ডিএসিএ) আইন পাস করেছিলেন। তবে তার উত্তরসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পরই আইনটি বাতিল করেন। কিন্তু দেশটির বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষসহ বৃহৎ কয়েকটি প্রযুক্তি কোম্পানি এসব অভিবাসীর পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

বেজোস দম্পতি এক হাজার ড্রিমারের শিক্ষার পেছনে এ অর্থ ব্যয় করবেন। দ্য ড্রিম ডট ইউএস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ অর্থ ব্যয় করা হবে। জেফ বেজোস অভিবাসী শিক্ষার্থীদের অনুদান দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, অপারেশন পেড্রো প্যানের অংশ হিসেবে ১৬ বছর বয়সে আমার বাবা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। তিনি একাই এ দেশে এসেছিলেন, এমনকি ইংরেজিও বলতে পারতেন না। ওনার কঠোর মনোবল ও দৃঢ় সংকল্প এবং ডেলাওয়ারে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আমার বাবা এ দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকে পরিণত হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ের ড্রিমারদের জন্য এ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে পেরে ম্যাকেঞ্জি ও আমি নিজেদের ধন্য মনে করছি।

জানা গেছে, জেফ বেজোসের মা-বাবা বেজোস ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন নামে একটি মানবসেবামূলক সংগঠন গড়ে তুলেছেন, যা শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করে।

নিউইয়র্কে কুমিল্লা সোসাইটির বার্ষিক পুনর্মিলনী

নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডে কুইন্স প্যালেসের মিলনায়তনে প্রবাসের প্রজন্মকে বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে রাখার সংকল্প নিয়ে কুমিল্লা সোসাইটির বার্ষিক পুনর্মিলনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গোলাম মহিউদ্দিন। স্বাগত বক্তব্যে বিশেষ অতিথি সরকার ইসলাম বলেন, ১৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই কুমিল্লা সোসাইটির উদ্যোগে ইতিপূর্বে প্রবাসের মুক্তিযোদ্ধাদের স্বর্ণপদক প্রদান, নতুন প্রজন্মের কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা এবং বাংলাদেশের কৃতি ব্যক্তিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত কুমিল্লাবাসীকেও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষানুরাগী মোশারফ খান চৌধুরী বলেন, মানুষের কল্যাণ কাজে আন্তরিকতা থাকলে অর্থ কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। যার প্রমাণ আমি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং সবশেষে ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেছি ট্যাক্সি চালনার অর্থে। এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে সকল প্রবাসী আমাকে দোয়া করছেন-এটিই আমার অনুপ্রেরণা। আলোচনার শেষ পর্বে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় প্রথম মুসলিম মহিলা ভারতীয় বংশোদ্ভূত নুস

প্রথমবারের মতো ব্রিটেনের মন্ত্রিসভায় এলেন এক মুসলিম মহিলা মন্ত্রী। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নুস ঘানি প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে'র মন্ত্রিসভায় পেয়েছেন পরিবহন মন্ত্রকের পার্লামেন্টারি আন্ডার-সেক্রেটারির দায়িত্ব।

নতুন বছরে মে মন্ত্রিসভার প্রথম রদবদলে ৪৫ বছর বয়সী নুসকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নুসের মা, বাবা ছিলেন পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা। সেখান থেকে তারা চলে যান ব্রিটেনের বার্মিংহামে। নুসের জন্ম বার্মিংহামেই।

'হাউস অফ কমন্স'-এ তার প্রথম ভাষণটি দেওয়ার পরপরই টুইট করেন নুস। সেই টুইটে নুস লেখেন, ''পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে আমার ইনিংস শুরু করলাম। ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম মহিলা মন্ত্রী হিসেবে ইতিহাসও গড়ে ফেললাম।''

নতুন দায়িত্ব পেয়ে কেমন লাগছে, একটি বিবৃতিতে বলেছেন, আমার কাছে এই দায়িত্বটা খুব এক্সাইটিং। চ্যালেঞ্জিংও। পরিবহন আমার খুব প্রিয় বিষয়। ওয়েলডেন থেকে এমপি হওয়ার জন্য প্রচারের সময় থেকেই আমি পরিবহনের উন্নতির দাবি জানিয়ে আসছি। মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি আমি ওয়েলডেনের মানুষের প্রত্যাশা পূরণেও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। এর আগে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পার্লামেন্টারি প্রাইভেট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন নুস। ব্রিটেনের এমপি হওয়ার জন্য নুস প্রথম নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন ২০১০ সালে। তার ৫ বছর পর, ২০১৫-য় কনজারভেটিভ পার্টির প্রথম মুসলিম মহিলা এমপি হন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। ২০১৭ সালে ফের এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তার মায়ের মাতৃভাষা উর্দুতে শপথ নেন নুস।

যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেবে সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'নিবাফ'

নিউ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন (নিবাফ) নামের একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেবে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে সংগঠনটির কর্মকর্তা ও সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতাদের এক মতবিনিময় সভায় বস্টনে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদানের বিষয়ে জানান নিবাফের প্রতিষ্ঠাতা নাহিদ সিতারা জামান। আগামী ৫ ও ৬ মে বস্টনে অনুষ্ঠিতব্য দুই দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা উৎসর্গ করা হবে এ কাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের। উৎসবে তাদের সম্মাননা দেওয়া হবে। তারা প্রবাস প্রজন্মকে একাত্তরের গল্প শোনাবেন। কমপক্ষে ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণের বিষয়ে তারা আশাবাদী। মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ চৌধুরী, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ ও নির্বাহী সদস্য মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক লাবলু আনসার।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) কর্মরত বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ সদস্যদের সংগঠনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) নামে এই সংগঠনের ১১ সদস্যের নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন লেফটেন্যান্ট সুজাত খান এবং পুনরায় জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছেন অফিসার হুমায়ূন কবীর। ৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্সের গোল্ডেন টেরেসে অভিষেক ও ইংরেজি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের শতাধিক সদস্য সপরিবারে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বাপা'র নতুন কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট তারেকুর চৌধুরী, সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রাফিক এনফার্সমেন্ট এজেন্ট আব্দুল জলিল, ট্রেজারার সার্জেন্ট মো. রহমান, কো- ট্রেজারার অফিসার সাখাওয়াত হাফিজ, ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর অফিসার ফুয়াদ হোসেন, মিডিয়া লিয়াঁজো ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জনি, কমিউনিটি লিয়াঁজো অফিসার শেখ আহমেদ এবং করেসপন্ডিং সেক্রেটারি ম্যানেজার মোহাম্মদ রহমান।

এশিয়ায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে

(২০ পৃষ্ঠার পর) শতাংশ মানুষ ২০১৯ সাল পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ চাকরিতে থাকবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় কর্মসংস্থানের ৫৯ শতাংশ এখনো কৃষি খাতে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১২ শতাংশ এবং সেবা খাতে প্রায় ২৪ শতাংশ। সামনের বছরগুলোতে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে কর্মজীবীদের মধ্যে দারিদ্র্য কমে আসবে। ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাপী বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার পর এখনও সেই জায়গায় রয়ে গেছে বেকারত্বের হার। ২০১৭ সালে ১৯ কোটি ২০ লাখ মানুষ বেকার ছিলো যা মোট কর্মক্ষম মানুষের ৫ দশমিক ৬ ভাগ। বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০১৮ সালে এই পরিস্থিতির বড় পরিবর্তন হবে না।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকরা বেশি নিয়োজিত রয়েছে। অন্যদিকে যে দেশগুলো নিয়োগ পত্র ছাড়াই শ্রমিকদের খাটাচ্ছে তাদের মধ্যে চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে তৃতীয়বারের

(১ম পৃষ্ঠার পর) উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, যদিও সুফল খুব একটা মেলেনি। তবে ২০১৮ সালকে পলিসি নির্ধারণে যথোপযুক্ত সময় বলে মনে করছেন OCBC Bank এর ট্রেজারি রিসার্চ এন্ড স্ট্রাটেজি এর প্রধান সেলেনা লিঙ। তিনি বলেন, "The window is basically open. If they expect inflation to be picking up 18 months from now, they will have to move policy now."
গবেষণা ফার্ম Continuum Economics এর প্রধান এশীয় অর্থনীতিবিদ মি. জেফ অঙ মনে করেন, প্রাণবন্ত দেশীয় প্রবৃদ্ধি এবং শ্রমবাজারের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি রোধে একটি স্টেজ সেট করতে হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যারা সুদের হার বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে তাদের নিকট থেকে MAS ফর্মুলা নিতে পারে। DBS Bank এর সিনিয়র কারেন্সি স্ট্রাটেজিস্ট ফিলিপ উয়ি আশা করেন, মার্কিন ডলারের বিপরীতে ২০১৮ সালের তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত সিং ডলারের বিনিময় মূল্য ১.৪০ এর মধ্যে থাকলেও পুনরায় চতুর্থ প্রান্তিকে যেয়ে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকুক।
উল্লেখ, চলতি বছর সিং ডলার দক্ষিণ এশিয়ার মুদ্রাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। রয়টার্স

প্রবাসীদের রেমিটেন্সের ৩৪% ব্যয়

(১ম পৃষ্ঠার পর) সাল পর্যন্ত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা গেছে, রেমিটেন্স হিসেবে আসা ৩৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ অর্থই ব্যয় হচ্ছে খাদ্য ও পরিধেয় ব্যয় মেটাতে। বছরভিত্তিক হিসাবে এ খাতে ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে দেখা গেছে। ২০০৯ সালে খাওয়া-পরায় ব্যয় হতো ৩১ দশমিক ৬৬ শতাংশ অর্থ। ২০১৩ সালে এ খাতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৩২ দশমিক ৭৩ শতাংশে। পরবর্তী এক বছরে বাড়ে আরো প্রায় ১ শতাংশ।
দক্ষতাভেদে প্রবাসীদের আয়ে তারতম্যের পাশাপাশি আয়কৃত অর্থের বিবিধ উপযোগিতার হারেও আনুপাতিক পার্থক্য রয়েছে। প্রবাসী দক্ষকর্মীর পরিবারে রেমিটেন্সের ২৭ দশমিক ৯১ শতাংশ খাওয়া-পরায় ব্যয় হয়। মোটামুটি দক্ষ এমন প্রবাসীর পরিবারে খাদ্য ও পোশাক খাতে ব্যয় ৩৩ দশমিক ১৬ শতাংশ। আর অদক্ষ প্রবাসীর পরিবারে রেমিটেন্সের ৪৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ অর্থই ব্যয় হয় খাওয়া-পরা বাবদ।
গবেষণায় দেখা যায়, ৬০ দশমিক ৮৮ শতাংশ প্রবাসীরই শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত। আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়েছে ১৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ প্রবাসী। ডিপ্লোমা ডিগ্রি রয়েছে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবাসীর। স্নাতক সম্পন্নকারী প্রবাসী ১১ দশমিক ৮৪ শতাংশ। আর ৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবাসীর স্নাতকোত্তর ও ১ দশমিক ৩৮ শতাংশের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে।
জরিপের তথ্যমতে, প্রবাসীদের মধ্যে ২২ দশমিক ৮৭ শতাংশ দক্ষ, ৪৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ মোটামুটি দক্ষ ও ৩০ দশমিক ৩০ শতাংশ অদক্ষ। বেশির ভাগ প্রবাসীর বয়স ৩৫ বছর বা তার চেয়ে কম। মোট প্রবাসীর মধ্যে নারীকর্মী ৪ শতাংশ। প্রবাসীদের ৭৩ শতাংশই বিদেশ যেতে ১ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেছেন। এক্ষেত্রে ৫ লাখ অথবা তার চেয়ে বেশি টাকা ব্যয় করেছেন মোট প্রবাসীর ১১ শতাংশ।
দক্ষ-অদক্ষ নির্বিশেষে এক-তৃতীয়াংশ প্রবাসীই উপার্জিত অর্থ তাদের স্ত্রীর কাছে পাঠায়। জরিপ চলাকালে আওতাভুক্ত প্রবাসীদের বেশির ভাগ ১০ বছর অথবা তার চেয়ে কম সময় বিদেশে অবস্থান করছিল। দেখা গেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আয় বেড়েছে। বছরে ৫ লাখের কম টাকা পাঠিয়েছেন এমন প্রবাসী ২০০৯ সালে ছিল জরিপভুক্তদের ৫৪ শতাংশ। ২০১৩ সালে এ হার কমে হয় ৪১ শতাংশ। একইভাবে ১০ লাখ টাকার বেশি অর্থ প্রেরণকারী প্রবাসীর হার ২০০৯ সালে ছিল ১৮ শতাংশ। ২০১৩ সালে এ হার বেড়ে হয় ২১ শতাংশ।

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশকদের

(২০ পৃষ্ঠার পর) বলেছেন তিনি।
জাকারবার্গের ঘোষণায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে; তথ্যনিষ্ঠ সংবাদকে গুরুত্ব দেওয়ার কথায় অনেকে সাধুবাদ জানালেও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যম বাছাই নিয়ে সংশয়ও এসেছে কারও কারও কাছ থেকে।

পথশিশুদের নিয়ে কাজ করবেন

(২০ পৃষ্ঠার পর) সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় তিনি। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহও রয়েছে তার। সম্প্রতি দেশে ফিরে শিশুদের নিয়ে একটি ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা করার কথা জানিয়েছেন প্রিয়তি। তিনি বলেন, ছোটবেলায় বাবাকে দেখে শিখেছি। উনি এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এগুলো দেখেই বেড়ে উঠেছি। ফাউন্ডেশনটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি। এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, চলছে পরিকল্পনা। তবে ফাউন্ডেশনের বাইরেও পথশিশুদের নিয়ে নিয়মিত কাজ করেছি, করছি, সামনেও করব। তাছাড়া বিউটি প্যাজেন্টে যুক্ত হওয়ার পর এ ধরনের কাজ করতে হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিও আমার মাথায় আছে। বাংলাদেশে এটা এখনও সেইভাবে হচ্ছে না, প্র্যাকটিস হচ্ছে না সম্ভবত। তবে বাইরের দেশে সবাই করে। কারণ আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেভাবেই আমরা প্রশিক্ষিত হই। সঙ্গে মনের দুয়ারটাও খুলে যায়। আমি মনে করি, করতে চাইলে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কেউই নিজ নিজ জায়গা থেকে সহায়তা করতে পারেন। যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে উৎসাহিত করব। বিশেষ করে যারা সেলিব্রেটি তারা যদি এগিয়ে আসে তাহলে আরও দশজন সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। সেলিব্রেটিদের কাজকর্ম সবসময় সমাজের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে। তবে বাংলাদেশেও কিন্তু অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কাজ করে যাচ্ছেন।

স্বর্ণ চোরাচালানের অভিযোগে

(১ম পৃষ্ঠার পর) জানান, তদন্তের স্বার্থে তারা সবধরনের সহযোগিতা করবেন। তবে তদন্তের স্বার্থে আটককৃত ক্রুর নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর তথ্য অনুসারে, ঐ ক্রু জানুয়ারির ৮ তারিখে একই অপরাধ করেছিল, কিন্তু সেসময়ে সে ধরা পড়েনি। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের কেবিন ক্রুরা টুডে কে জানিয়েছে যে, তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তবে তাদের মধ্যে একজন গ্রেফতারের খবর শুনে আশ্চর্য হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ ক্রু জানিয়েছে একটি দেশে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অপরাধ। বিমান সেক্টরে স্বর্ণের মতো পণ্য চোরাচালানের অনুশীলন থাকা উচিত নয়।
সিঙ্গাপুরের ফ্লাইটে স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিঙ্গাপুর-হায়দ্রাবাদগামী টাইগার এয়ার ফ্লাইটে ৩৬ বছর বয়সী তামিলনাড়ুর একজনকে ২০টি গোল্ড বার সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল। টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে, লাগেজ পরীক্ষার সময়ে কয়েকটি এলএইডি ল্যাম্পে ৮টি এবং তার মলদ্বার থেকে ১.২ কিলোগ্রামের ১২টি গোল্ড বার উদ্ধার করা হয়েছে। টুডেঅনলাইন

জাতিসংঘে বিশেষ এক মর্যাদার

(১ম পৃষ্ঠার পর) করেন।
গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত বলেন, এবারের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সফল ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ করে রোহিঙ্গা সমস্যার কারণে। ২৫ আগস্ট রাখাইন রাজ্যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার পরপরই আমরা জাতিসংঘে এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করি, যদিও আমরা প্রথম দিক সমস্যার ব্যাপ্তি এ পর্যায়ে যেতে পারে তা অনুধাবন করতে পারিনি। প্রথমদিকে আমরা নিউইয়র্কস্থ ওআইসির রোহিঙ্গা মুসলিম মাইনরিটি গ্রুপের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করি। সৌদিআরবের স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে আমরা আরও কয়েকটি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি একত্রে জাতিসংঘের মহাসচিব, নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ পরিষদের প্রেসিডন্টের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে সমস্যার বিষয়ে অবহিত করি এবং এর সমাধানে তাদের উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাই। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন, ফলশ্রুতিতে বিষয়টি জাতিসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বৃহত্তর পরিসরে আলোচনায় আসতে শুরু করে। জাতিসংঘের মহাসচিবের রোহিঙ্গা বিষয়ে শক্ত অবস্থান এবং তার নিজস্ব উদ্যোগ এক্ষেত্রে একটি বিরাট নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।
রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, এবার নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদের অর্জনের দিকে ফিরে তাকাই। আপনারা জানেন যেখানে ২০০৯ সাল হতে জাতিসংঘে মিয়ানমার বিষয়ে কোন মুক্ত আলোচনা হয়নি সেখানে ২৮সেপ্টেম্বর তা হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৫ আগষ্টের পর বিভিন্ন ফরম্যাটে নিরাপত্তা পরিষদে সাতটি সভা হয়েছে, বড় দুটি পরাশক্তির বিরুদ্ধ মতের পরেও যা অভূতপূর্ব। নিরাপত্তা পরিষদ হতে এ পর্যন্ত রেজ্যুলেশন হয়নি ঠিক, যার কারণ আপনারা জানেন, তবে প্রেসিডেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট পর্যন্ত হয়েছে। এগুলো সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রমাগ্রসরমান পদক্ষেপ। আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আমাদের পক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক এ সংস্থায় বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমার বিস্তৃতি ও স্বীকৃতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বলেন, জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল আখ্যা দিয়েছেন। এরপর এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের অগ্রগতি উপস্থাপন করেছি। সবাই এর প্রশংসা করেছে। আমাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন-প্রচেষ্টা বিশ্বমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

সহস্র বছরের বন্ধনের

(৫ পৃষ্ঠার পর) এবং তাতে সমৃদ্ধ হবে উভয় পক্ষই। ভারত বর্তমানে প্রগতির এক নতুন লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতি শুধুমাত্র আর্থিকক্ষেত্রেই নয়, ভারতের এই অগ্রগতি সামাজিক, রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক লক্ষ্যেও।
উল্লেখ, ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছিলেন, সেই দিনটিকে স্মরণ করে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৩ সালে ভারত সরকারের অনাবাসী ভারতীয় মন্ত্রক, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রবাসী ভারতীয় দিবস পালন শুরু করে। প্রতি বছর ৭-৯ জানুয়ারি ভারতের কোনো একটি শহরে বড় অনুষ্ঠান হয়, অনাবাসী ভারতীয়রা আলোচনাসভায় অংশ নেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মানিত করা হয়। এই দিনটি পালনের সার্থকতা হলো অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে স্বদেশের নৈকট্য ও আবেগ জিইয়ে রাখা। প্রবাসী এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে ভারতের বর্তমান সরকারের যোগাযোগকে পাকাপোক্ত করা, একটি সেতুবন্ধন তৈরির পাশাপাশি স্বদেশের কাছে তাদের কী প্রত্যাশা, বিদেশে তাদের সমস্যা সমাধানে সরকার কীভাবে সাহায্য করতে পারে ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা। ২০১১ সালে নতুন দিল্লিতে প্রবাসী ভারতীয় দিবস পালিত হয়। ৫১টি দেশ থেকে ১,৫০০ প্রতিনিধি অংশ নেন। গত বছর অনাবাসী ভারতীয়দের বিশেষ সুবিধা দিতে সংশোধন করা হয়েছে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন।
উল্লেখ, গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে স্কলার্স বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন প্রথমবারের মতো বেসরকারিভাবে প্রবাসী বাংলাদেশি দিবস পালন করে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা পালনের পাশাপাশি নয়টি ক্যাটাগরিতে (নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি-এনআরবি এবং পিপল অব বাংলাদেশি অরিজিন-পিবিও) মোট ১৭ জনকে 'স্কলার অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করা হয়।

সিঙ্গাপুর এনইউএস

(৫ পৃষ্ঠার পর) দিচ্ছে অথবা শোষণ করছে এই বিষয়টিতেই আলোকপাত করেছেন। কনফারেন্সে RSGC এর প্রধান অধ্যাপক Keiko Sakai বলেন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিরোধপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে শরণার্থী এবং অভিবাসীদের গণআন্দোলন কেবল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সমসাময়িক বিশ্বের জটিল পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদানের বিষয়টি নিয়েও ভাবা প্রয়োজন। MEI এর ডিরেক্টর অধ্যাপক Engseng Ho বলেন, বিশ্বব্যাপী উদ্বাস্তু সংকট আন্তরাষ্ট্রের জন্য দুঃখজনক। তা সত্ত্বেও আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে হবে। আর এখানেই রয়েছে মূল চ্যালেঞ্জ। প্রফেসর হো শীর্ষস্থানীয় ২০ জন বিদ্বান ও পেশাদারী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে কনফারেন্সে যোগ দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, টোকিও ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টাডিজ এর Aiko Nishikida, যিনি সুইডেন এর সিরিয় শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করছেন; UNHCR এর অ্যাসিস্টেন্ট রিজিওনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ Mr Alistair Boulton। কনফারেন্সে উপস্থিত বক্তাগণ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে সিরিয় শরণার্থী, সমসাময়িক বিশ্বে শরণার্থী সমস্যা, রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে শরণার্থী ও অভিবাসী, GCC ভুক্ত দেশসমূহের অভিবাসী কর্মী, শরণার্থী ও অভিবাসী বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী, অভিবাসী কর্মী এবং শরণার্থীদের আইনগত সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। কনফারেন্সে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে বাংলার কণ্ঠ প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে বইমেলা

(৫ পৃষ্ঠার পর) বইমেলায় এসেছে ৫৩টি একক কবিতার সংকলনে 'কৃতাঞ্জলি'। এছাড়াও চারজন মহিলা কবির কবিতা নিয়ে যৌথভাবে আরও একটি কবিতার বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

ভালোবেসে অবশেষে

একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য রয়েছে সিঙ্গাপুর প্রবাসী সাহিত্যিক কিবরিয়া মো. শাহজাহানের 'ভালোবেসে অবশেষে'।
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী কিবরিয়ার শৈশব ও কৈশোরের পুরোটা সময় কেটেছে গাঁয়ের সবুজ শ্যামলিমায় মাঠে-প্রান্তরে কাজ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিনান্স বিষয়ে মাষ্টার্স, ভারতের ডীম্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ও যুক্তরাজ্যের সোসাইটি অব বিজনেজ প্র্যাক্টিশনার্স থেকে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন এ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন কোম্পানির হিসাব বিভাগে কাজ করলেও সাহিত্যের ব্যাপারে তার ব্যাপক আগ্রহ ছিল সব সময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন ও তুমি' দেশেবিদেশে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলার কণ্ঠ'র নিয়মিত লেখক কিবরিয়া মো. শাহজাহানের উপন্যাস 'ক্রান্তিকাল' বাংলার কণ্ঠ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্য এসোসিয়েশন অব একাউন্টিং টেকনিসিয়ানস অব বাংলাদেশ এবং দি ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্টটস অব কানাডা এর সম্মানিত সদস্য কিবরিয়া মো. শাহজাহান বর্তমানে সিঙ্গাপুরস্থ একটি প্রতিষ্ঠানে হিসাব বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন।

আমিরাতেই একবছরে ২৩১ জনের মৃত্যু

(২০ পৃষ্ঠার পর) গেছেন ১৪৪ জন প্রবাসী। তাদের মধ্যে ১১১ জনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দুবাই ও উত্তর আমিরাত বাংলাদেশ কনস্যুলেটের প্রথম সচিব (শ্রম) একেএম মিজানুর রহমান জানান, দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের অধীনস্থ শহরগুলোতে গতবছর বিভিন্নভাবে ২৪৪ জন প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হৃদরোগে মারা গেছেন ১২০ জন, সাধারণ মৃত্যু ৫২ জন, সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০জন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ১৩ জন, আত্মহত্যা-হত্যা মিলে ১৯ জন প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে।
এছাড়াও সৌদি আরবের জেদ্দা কনস্যুলেটের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গত বছর বিভিন্নভাবে সেখানে মারা যায় ৮৩০ প্রবাসী বাংলাদেশি। তাদের মধ্যে হৃদরোগ ও সাধারণ মৃত্যু ৫৯৯জন, গাড়ি দুর্ঘটনায় ১৭১ জন, আত্মহত্যা ১৯ জন ও অন্যান্য রোগে ৪১ জনের মৃত্যু হয়। বাহরাইন মানামা বাংলাদেশ কনস্যুলেটের তথ্য অনুযায়ী সেখানে গতবছর বিভিন্ন ভাবে ১১৩ জন প্রবাসীর মৃত্যু হয়, এতে হৃদরোগ ও সাধারণ মৃতের সংখ্যা ৮২ জন।
প্রবাসীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া প্রসঙ্গে রাস আল খাইমা ফজল ক্লিনিকের পরিচালক ডাক্তার ফজলুর রহমান বলেন, প্রবাসে যারা সিটিং জব করে তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে। বর্তমানে যারা সাধারণ শ্রমজীবি তাদের মধ্যেও হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বাড়ছে।
হৃদরোগ ও মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, অতিরিক্ত চর্বি যুক্ত খাবার বাদ দেয়া, নিয়মিত ব্যায়াম ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা, ব্লাড প্রেসার ও ডায়বেটিস চেক করাসহ প্রবাসীদের সচেতন করতে কমিউনিটি সংগঠনগুলোর উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। সপ্তাহে বা মাসে অন্তত একটি করে হলেও সচেতনমূলক সেমিনার, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব করলে ও প্রবাসীদের হৃদরোগের ঝুঁকি কিছুটা কমে আসতে পারে।

পতিতাবৃত্তির অভিযোগে

(২০ পৃষ্ঠার পর) ইউনিটটি ভাড়া নিয়েছিল। ফ্লাটের বেডরুমের লাইটগুলো লাল রঙের প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়ে মুড়ে আলোর স্বল্পতা রাখা হয়েছিল এবং সেখানে কনডমও পাওয়া যায়। রান্নাঘরের কাছে সোফা সেট এবং কফি টেবিল রেখে সেখানে কাস্টমারদের অপেক্ষার জায়গা তৈরি করা হয়েছে এবং লিভিং রুমটিও আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো গোছানো। দুই বোনই একটি ওয়েবসাইটে আলাদা আলাদা প্রোফাইলে সিঙ্গাপুরে যৌন সেবা দেওয়ার বিষয়টি হাইলাইট করেছে।
একই ফ্লোরে বসবাসরত ম্যাডাম কিই বলেছেন, ৩০ বছর যাবত এখানে বসবাস করছেন। ঐ ইউনিটটিতে বসবাসকারীদের পেশা কি তিনি জানতেন না। ৮৪ বছর বয়সী বৃদ্ধা আরো বলেছেন, তার ইউনিট হতে দুই পা দুরত্বে বসবাসকারী মহিলাদ্বয়ের মধ্যে সন্দেহজনক কোনকিছু তিনি দেখেননি। গত বছরের অক্টোবর মাসে *Yahoo News Singapore* এক রিপোর্টে জানিয়েছিল হাউগাঙ, চোয়া চু ক্যাঙ এবং সেমবাওয়াঙ এ পতিতালয় চালু রয়েছে।
সিঙ্গাপুরের আইন অনুযায়ী, ভাড়াকৃত এইচডিবির ইউনিটে পতিতালয় চালালে প্রথমবার অপরাধের জন্য ৩ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৩,০০০ ডলার জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড, অথবা ১০,০০০ ডলার জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়ার বিধান রয়েছে। ইয়াহু নিউজ সিঙ্গাপুর

কঠোর হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার

(২০ পৃষ্ঠার পর) চলচ্চিত্র নির্মাতা অনন্য মামুন গ্রেফতার হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। তার সাথে আরো ৫৭ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে মালয়েশিয়ার

5ページから続く

[illegible] অঙ্গনের [illegible] পড়ছে [illegible] অংশ নিতে গিয়েছিলেন চিরকুট ব্যান্ডের ভোকালিস্ট শারমিন সুলতানা সুমি। তিনি বলেন, আয়োজকদের কিছু অব্যবস্থাপনার কারণে শুরুতেই আমরা আমাদের মতো হোটেল নিয়ে আলাদা হয়ে যাই। এর পর শুধু শো করে চলে আসি। ফেরার দিন বিমানবন্দরে এসে একটা ছেলের সাথে কথা হলো। সে বললো আমি ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে আসছি। অনেক মানুষ সহ অর্গানাইজারকে ধরা হয়েছে। ব্যাপারটা আমাদের জন্য অত্যন্ত শকিং। এইভাবে যে হতে পারে তা আমাদের মাথাতেই নাই। এর আগে অনেক বড় তারকাদের নামেও অভিযোগ এসেছে। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত বিদেশে সিনেমার শুটিং এ যান চিত্র পরিচালক শাহ আলম কিরণ। তিনি বলছেন, আমরা প্রায়শই শুটিং এ মালয়েশিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড যাই। এই ঘটনার রেফারেন্স দিয়ে দেখা যাবে আমাদেরকে যেতে দেবে না। এরকম ঘটনা এর আগেও ঘটেছে।
বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন গোয়েন্দা পুলিশের সূত্র বলছে বিদেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে অনিয়মের ঘটনার নজির তারা পাচ্ছেন। কিন্তু বিদেশী প্রতিষ্ঠান বা প্রবাসীদের আয়োজনে করা এসব অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে ভিসা, বিমান টিকেট আর হোটেল সব কিছুই ঠিকঠাক থাকে। তাই তারা কখনো কিছু করতে পারেন নি। বিমানবন্দরে আটকের পর উল্টো মামলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে, এমনটাও বলছিলেন একজন কর্মকর্তা।
অন্যদিকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মালয়েশিয়ান পুলিশ কাস্টেডি থেকে ছাড়া পেয়ে বাংলাদেশি চিত্রপরিচালক অনন্য মামুন জানিয়েছেন, মালয়েশিয়ার পুলিশ আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছিল সেসব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমার আমন্ত্রণে যারা মালয়েশিয়া বাংলাদেশি নাইট অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়েছিলেন তারা সবাই এরই মধ্যে দেশে ফিরে গেছেন। কারণ সবাই বৈধভাবেই মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন। সবারই ভিসা ও রিটার্ন টিকিট ছিল। সুতরাং অবৈধভাবে মানব পাচারের যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেসব মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়েছে।
অনন্য মামুন আরও বলেন, বাংলাদেশ হাইকমিশনও বিষয়টি তদন্ত করে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পায়নি। তাই সেখান থেকেও ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে।

ভয়াবহ বিপদজনক চুক্তি

(২০ পৃষ্ঠার পর) করা হয়েছে। এটি একটি বিপদজনক চুক্তি। গত ১৭ জানুয়ারি সৌদি আরবের সরকারি পত্রিকা সৌদি গেজেটের সম্পাদকীয় পাতায় (http://saudigazette.com.sa/article/526308/Opinion/Editorial/A-dangerous-deal)এ কথা বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, এই চুক্তি অনুযায়ী সপ্তাহে ১৫০০ রোহিঙ্গা ফিরে যাওয়ার কথা, যাতে জাতি নিধনের শিকার সাড়ে ছয় লাখ রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে দু'বছরের মধ্যে। কিন্তু এ চুক্তিতে বিরাট ও চরম বিপদজনক ফাঁক (হোল) রয়ে গেছে। তাই কার্যত এই চুক্তির ফলে শরণার্থীরা কোনোই সুবিধা পাবেন না। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো চুক্তির কোথাও 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। উপরন্তু তাদেরকে 'রেসিডেন্টস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদেরকে মিয়ানমারের 'সিটিজেনস' বা নাগরিক বলা হয় নি। অথচ তারা মিয়ানমারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাস করে আসছেন।
উপরন্তু, ফেরত যাওয়া রোহিঙ্গাদেরকে অন্তর্বর্তী আশ্রয়শিবিরে রাখার পরিকল্পনা করেছে অং সান সুচির সরকার। সম্ভবত প্রায় ১৮ মাস আগে তাদেরকে যেমন খামারে আটকে রাখার মতো রাখা হয়েছিল এবারও তেমনটিই, যেন একটি জেলখানার মতো স্থানে রাখা হবে। এটা করা হবে তাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য। নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় বৌদ্ধরা তাদের যেসব সহায় সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে তা পুনর্নির্মাণের কোনো বিধান রাখা হয় নি চুক্তিতে। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো অং সান সুচি ও তার লোকজন দাবি করেন যে, রোহিঙ্গারা নিজেরাই তাদের নিজেদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। এমন কি এডলফ হিটলারও কিন্তু এমন দাবি করেন নি যে, নিজেদের উপাসনালয়ে জার্মান ইহুদিরা নিজেরাই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, জানালা ভাঙচুর করেছে এবং তাদের নিজেদের দোকানপাট নিজেরাই লুট করেছে।
খুবই বিস্ময়কর বিষয় হলো, বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হতাশাজনক। তারা গাদাগাদি করে আশ্রয় শিবিরগুলোতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বসবাস করতে চান। কারণ, এখানে ন্যূনতম নিরাপত্তা আছে এবং তারা এখানে মুক্ত। এখন আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থাগুলো তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে। অনাহারে থাকা ও ভীতসন্ত্রস্ত এসব শরণার্থীদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য বড় প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ ও বিদেশী আত্মপ্রণোদিত মেডিকেল টিমগুলো বর্তমানে সেখানে ডিপথেরিয়া ছড়িয়ে পড়া মোকাবিলা করছে।
একবার দেশে ফিরে গেলে এসব সেবা রোহিঙ্গারা আর পাবেন না। বর্তমান অবস্থার অধীনে তারা যদি ফিরে যেতে রাজি হন তাহলেও হয়তো তারা এ সুবিধা পাবেন না। তাই তারা মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। মিয়ানমারে ফিরে গেলে তাদের ওপর আরো নির্যাতন হতে পারে।
রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ নিয়ে অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতিতে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ সরকার। তারা চায়, রোহিঙ্গারা তাদের দেশে রাখাইন রাজ্যে ফিরে যান। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে অং সান সুচি। এই চুক্তির শর্তগুলো সমস্যার মূল ইস্যুগুলোকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কিছুই করে নি। এর মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মিয়ানমারের নাগরিকত্বের বিষয়। অবাধে প্রার্থনা করার অধিকার সহ শান্তিতে বসবাসের পূর্ণাঙ্গ অধিকার। এসব বিষয় চুক্তিতে না থাকায় বর্তমান আশ্রয়শিবিরে তারা যে নিরাপত্তায় আছে তা ঠাসাঠাসি হলেও এই শিবির ছেড়ে যেতে গণহারে প্রত্যাখ্যান করবেন বলেই বেশি মনে হয়।
সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়, যদি এমনটা হয় তাহলে এ পরিস্থিতিতে অং সান সুচি ও তার সহযোগীরা এটা বলার সক্ষমতা অর্জন করবেন যে, রোহিঙ্গাদের ওই দেশেই (বাংলাদেশে) থাকা উচিত। কারণ, তার সরকার মিথ্যা দাবি করে যে, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশি। তাই এভাবেই নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে হেরে যাবে বাংলাদেশ সরকার। অন্য দিকে অং সান সুচি ও বৌদ্ধরা লজ্জাজনকভাবে জাতি নিধন চর্চার ফল ভোগ করবে। তাই এই ভয়াবহ চুক্তি বাতিল করতে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মহলকে চাপ দিতেই হবে।

Leading Bangla Newspaper for Bangladeshi Community in Singapore
For Advertisement & Business purposes
please call: 9663 5924
Bangla Translation Service
সংবাদ হটলাইন : 81159316

পথশিশুদের নিয়ে কাজ করবেন বাংলাদেশি প্রিয়তি

মেঘবতী রোজা

ঢাকার মেয়ে প্রিয়তি ১৭ বছর আগে পাড়ি জমিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডে। ২০১৪ সালে 'মিস আয়ারল্যান্ড' প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসেন। বর্তমানে আয়ারল্যান্ডের চলচ্চিত্রে নিয়মিত কাজ করছেন। ২০১৬ সালের দিকে হলিউডে কাজের অফার পেয়েছিলেন, তবে করেননি। অভিনয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিবাসীদের বাংলা কাগজ
বাংলার কণ্ঠ
Banglar Kantha
www.banglarkantha.net VOICE OF BENGAL banglarkantha.blogspot.com
১২ বর্ষ । ২য় সংখ্যা । মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪ । ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সৌদি গেজেটে সম্পাদকীয়

ভয়াবহ বিপদজনক চুক্তি

Saudi Gazette

অং সান সুচি ও তার লোকজন দাবি করেন যে, রোহিঙ্গারা নিজেরাই তাদের নিজেদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। এমন কি এডলফ হিটলারও কিন্তু এমন দাবি করেন নি যে, নিজেদের উপাসনালয়ে জার্মান ইহুদিরা নিজেরাই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, জানালা ভাঙচুর করেছে এবং তাদের নিজেদের দোকানপাট নিজেরাই লুট করেছে

বাংলার কণ্ঠ প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে চূড়ান্ত চুক্তি আদৌও কোনো চুক্তি নয়। এটি একটি চরম মাত্রার সন্দেহজনক চুক্তি। এই চুক্তি বাতিল করতে অবশ্যই চাপ দেয়া উচিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের। নভেম্বরে ঢাকার সরকার ও মিয়ানমারে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অং সান সুচির সরকারের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনার সূত্র ধরে এই চুক্তি চূড়ান্ত এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

বিদেশে অনুষ্ঠানের নামে মানবপাচার

কঠোর হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা ব্যুরো ডেস্ক

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হতে পারে। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর। বিদেশে অনুষ্ঠানের নামে মানব পাচারের ঘটনা ঠেকাতে এটি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি মানব পাচারের অভিযোগে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি একজন এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

পতিতাবৃত্তির অভিযোগে ৯০ জন গ্রেফতার

বাংলার কণ্ঠ ডেস্ক

পতিতাবৃত্তির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৯০ জনেরও অধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সিঙ্গাপুরের পুলিশ। ইসুন, অঙ মো কিয়ো, চায়নাটাউন, জুরং ওয়েস্টসহ ৪০টি স্থানে ১০দিন ব্যাপী অভিযানটি পরিচালিত হয়। গত ১২ জানুয়ারি পুলিশ অঙ মো কিয়ো এভিনিউ ৮ এর এইচডিবির ৩রুম বিশিষ্ট একটি ফ্লাটে গণমাধ্যমকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে। সেখান থেকে ৩০ ও ৩৫ বছর বয়সী দুজন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়, যারা পতিতাবৃত্তির সাথে জড়িত ছিল। সম্পর্কে তারা দুজন বোন, চীন থেকে সোশ্যাল ভিজিট পাসে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছিল এবং ঐ এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে প্রবাসীদের

আমিরাতেই একবছরে ২৩১ জনের মৃত্যু

জনশক্তি ডেস্ক

ল্যাম্পপোস্টের আলো দেখে যাদের ভোর হয়, তাদের চোখে রাতও নামে ল্যাম্পপোস্টের আলোতে। মাঝখানে দিনের আলো শুধুই কর্মযজ্ঞে ব্যস্ততা। ৮ থেকে ১২ ঘন্টা কর্মস্থলে ব্যয় করে যখন ঘরে ফেরেন তখনই শুরু হয় নানামুখী চিন্তা। কখনো পারিবারিক, কখনো ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার চাপ, ভিসা পরিবর্তনের খরচ জোগাতে হিমশিম খাওয়া, কখনো বা কোম্পানি বন্ধ হয়ে দেশে ফেরার ভয়। নিদ্রাহীন এসব প্রবাসীদের পেয়ে বসে হৃদরোগ। শ্রম বিক্রিতে ব্যস্ত প্রবাসীদের কর্মক্ষমতার পাশাপাশি কমতে থাকে আয়ুষ্কালও।

হৃদরোগ, গাড়ি দুর্ঘটনা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, হত্যা সহ প্রতিবছরেই মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয় হাজারও প্রবাসীর নাম। বয়সের ভারে নয় বরং তাজা যুবকরাও হৃদরোগে ঝরে যান অকালে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ও দুবাইয়ে গত একবছরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শতকরা ৭৭ ভাগ ও ৪৯ ভাগ প্রবাসী মারা গেছেন। আবুধাবিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) ড. মোহাম্মদ মোকসেদ আলী জানান, গত বছর আবুধাবী ও এর অধীনস্থ শহরগুলোতে বিভিন্নভাবে মারা এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশকদের 'গুরুত্ব দেবে' ফেইসবুক

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক

ভুয়া নিউজ ছড়িয়ে দেওয়ার সমালোচনার প্রেক্ষাপটে এখন নিজেদের 'নিউজ ফিডে' বস্তুনিষ্ঠ সংবাদকে গুরুত্ব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ফেইসবুক। ফেইসবুকের কর্ণধার মার্ক জাকারবার্গ জানিয়েছেন, ভুয়া ও সুড়সুড়ি দেওয়া সংবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। এখন থেকে ব্যবহারকারীদের মতামতের ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যম বাছাই করা হবে।

ফেইসবুক কর্তৃপক্ষ বলছে, শুধু সংবাদ মাধ্যমগুলোর পোস্ট করা লিংকই নয়, ব্যক্তি ব্যবহারকারীরা যেসব সংবাদ প্রতিবেদন শেয়ার করবেন, তাও নজরে রাখবেন তারা। বিশ্বজুড়ে ২০০ কোটির বেশি মানুষ ফেইসবুক ব্যবহার করে আসছে; আর সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমে ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ার নজির আছে ভুরিভুরি।

ব্যবহারকারীদের পোস্টে সংবাদের জন্য জায়গা ৫ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণাও দিয়েছেন জাকারবার্গ। সেইসঙ্গে আঞ্চলিক সংবাদের উৎসগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

আইএলও প্রতিবেদন

এশিয়ায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে দক্ষিণ এশিয়া

ঢাকা ব্যুরো অফিস

বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জোরালো হচ্ছে এশিয়ার অর্থনীতি। এতে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। ফলে চলতি বছর বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশের নিচে নেমে আসবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে এ দাবি করা হয়। 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক: ট্রেন্ডস ২০১৮' শীর্ষক এ প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেওয়া হয়, ২০১৭-১৯ সময়ে এশিয়া অঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়বে ২৩ মিলিয়ন বা ১.২ শতাংশ। এর মধ্যে কর্মসংস্থানে ৯০ শতাংশ প্রবৃদ্ধিই হবে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে। এর বিপরীতে পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে কর্মসংস্থান হবে সামান্য। বিশেষ করে চীনে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে আসায় এটি হবে। তবে এ অঞ্চলে যে কর্মসংস্থান হবে এর বড় একটি অংশই হবে নিম্নমানের। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্ধেক কর্মসংস্থানই হবে অরক্ষিত। ৯০ কোটি পুরুষ ও নারী শ্রমিক এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় ৭২ শতাংশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিকে ৪৬ শতাংশ এবং পূর্ব এশিয়ায় ৩১ এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

বাংলা ভাষা ব্যবহারে সচেতন ও যত্নশীল হোন

সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি মানসম্পন্ন বাংলা পত্রিকা প্রকাশনার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলার কণ্ঠ'র যাত্রা শুরু। বহু বাধাবিঘ্ন পার হয়ে আজ পত্রিকাটি ১২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বহুজাতিক ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র সিঙ্গাপুরে অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে বাংলার কণ্ঠ প্রকাশনার শুরু থেকেই নিরন্তর কাজ করে চলেছে। মায়ের ভাষায় কথা বলার দাবিতে রক্ত ঝরানো বিশ্বের ইতিহাসে বিরল এবং সেই গৌরবের সূত্র ধরেই ইউনেস্কো আমাদের মাতৃভাষাকে আলাদা স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, সিঙ্গাপুরে চলছে সেই ভাষার যথেচ্ছ অপব্যবহার। সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড এবং প্রচারণাপত্রে নানারকম ভাষাগত অসঙ্গতি ও ভুল বানান অহরহ চোখে পড়ছে। বাংলার কণ্ঠ ভাষার মাসে শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রবাসে বাংলাভাষা ব্যবহারে সচেতন ও যত্নশীল হতে সামাজিক ও বাণিজ্যিক সকল প্রচারণায় বাংলা ব্যবহারকারীদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে।

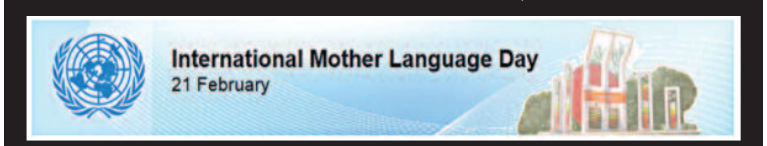

Protect and Preserve our Mother Tongue

Bengali, the language of a vast population living in Bangladesh as well as West Bengal, Assam and Tripura of India. It's the language that our forefathers fought and died for in 1952, and the language that received its place of honour when Bangladesh became an independent country in 1971. Our struggle to preserve and enshrine this language is the inspiration behind the creation of the International Mother Language Day that is now celebrated worldwide in many countries in the world.

Having fought for our independence primarily to throw off the yoke of oppression from Pakistan, we are dedicated to upholding, promoting, and preserving the features of our Bengali language. And language is the medium of literature and culture and of course a social construction of a large group of people who convey the same roots of origin and speak the same language as their identity across the globe. So, we do this to enrich ourselves, encouraging our children, even those living outside of Bangladesh, to learn and treasure their mother tongue.

Many of the migrant workers in Singapore may not be well educated and thus easily influenced by the influences of other languages as well as the incorrect Bengali that is often seen in advertisements and flyers unprofessionally produced in Singapore. This is an insult to our language and a detriment to our objective of binding our hard-working migrants to the home country.

Banglar Kantha feels strongly that the purity of the Bengali language should be preserved, that the written language should demonstrate correct spelling, grammar, and vocabulary. Especially for the migrant population far from home, holding the mother language to a high standard is of extreme importance in preserving our national identity, our customs and literary traditions, and our attachment to family and ancestors.

We encourage all who make use of the Bengali language to ensure that errors in the language are avoided, and that the language of Bangladesh (rather than the Bengali spoken in India) remains the standard that is used for migrant workers in Singapore. In this way we remain a nation proud and confident of our history, our arts and culture, and our future.

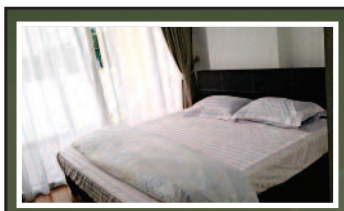

COOL SERVICE APARTMENT
শান্ত পরিবেশে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া (প্রবাসেই আপন নীড়)
যারা চিকিৎসা, আরোগ্য লাভ, পড়াশোনা, ব্যবসা, ভ্রমণ কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশে সিঙ্গাপুরে আগমন করছেন তাদের জন্য সাশ্রয়ী ভাড়ায় মনোরম পরিবেশে মাসব্যাপী (দীর্ঘমেয়াদে) অ্যাপার্টমেন্ট এর সুবিধা একমাত্র আমরাই দিচ্ছি।
এছাড়া জিম, ফ্রি ওয়াইফাই, বাংলা চ্যানেল দেখার ডিশ লাইন, রান্নার ব্যবস্থা ও ক্লিনিং সার্ভিসসহ কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্টে সুইমিং পুলের সুবিধা রয়েছে।
সিঙ্গাপুরের আকর্ষণীয় স্থানসহ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ভ্রমণের বিশেষ ছাড়কৃত মূল্যে টিকিটের সুব্যবস্থাও রয়েছে।
সিঙ্গাপুরে সর্বোত্তম পরিসেবার নিশ্চয়তা আমরাই দিচ্ছি
বিস্তারিত জানতে ২৪ ঘন্টাই যোগাযোগ করুন:
Ahsan Rumi
MSMR SINGAPORE PTE LTD, SOHO 188 RACE COURSE ROAD, SINGAPORE 218612
ফোন : +65 86861792, +65 86861793, +65 90559360 Or +65 69880424
এছাড়া ইমেইলেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন: ahsan_rumi@yahoo.com